তাওহীদের ডাক

৬৬তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩

www.tawheederdak.com

- মৃত্যু যন্ত্রণা
- ফিলিস্তীন স্বাধীনতা সংগ্রামে হামাস
- সিপাহী জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি
- সমকালীন মনীষী : আবুবকর গুমী (নাইজেরিয়া)
- অনুবাদ গল্প : উত্তম দাওয়াত

বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৪

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা চারটি সামরিক বিজয় সাধিত হয়েছিল বদর, হিত্তীন, আইনে জালূত ও কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধের প্রান্তরে। এর প্রতিটিই ইসলামের ইতিহাসে কেবল নতুন অধ্যায়ই রচনা করেনি, বরং বিশ্ব ইতিহাসেই নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের বিশ্ববিজয়ী শক্তি হওয়ার পিছনে এই চারটি বিজয় ছিল মূল নিয়ামক। ইসলামের ইতিহাসের এই প্রাতঃস্মরণীয় চারটি যুগান্তকারী রণাঙ্গন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর **বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৪**।

প্রাপ্তিস্থান :

(১) কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, নওদাপাড়া (আম চত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ০১৭৭৫-৬০৬১২৩।
(২) বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর সকল যেলা কার্যালয়।
(৩) বই বিক্রয় বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৬৬ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :** ২
  আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খেলাফত
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
  হতাশা ও নিরাশা ৩
- **আক্বীদা**
  যে দেহে ঈমান থাকে না ৫
  লিলবর আল-বারাদী
- **তাবলীগ**
  মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা ৮
  আব্দুর রহীম
- **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে**
  সিপাহী জিহাদউত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি ১২
  অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  ফিলিস্তীনী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও হামাস ১৫
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **সাক্ষাৎকার : মাওলানা বেলাল হোসাইন (পাবনা) (শেষ কিস্তি)** ২০
- **ধর্ম ও সমাজ**
  কুরআনের আলোকে সুশোভিত জীবন (২য় কিস্তি) ২৪
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **শিক্ষাঙ্গন**
  হিজরী ৭ম শতক থেকে ১০ম শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের তালিকা ২৭
  নাজমুন নাঈম
- **সমকালীন মনীষী**
  আবুবকর গুমী (নাইজেরিয়া) ২৮
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **পরশ পাথর**
  ড. রবার্ট ডিকসন ক্রেন-এর ইসলাম গ্রহণ ৩০
- **অনুবাদ গল্প**
  উত্তম দাওয়াত ৩১
  অন্যায় দণ্ড ৩৩
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে**
  শেষ সুযোগ ৩৫
  আব্দুল কাদের
- **সংগঠন সংবাদ** ৩৭
- **সাধারণ জ্ঞান** ৩৯
- **শব্দজট** ৪০

সম্পাদকীয়

আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খেলাফত

গাযার অবরুদ্ধ জনপদে সভ্য দুনিয়ার চোখের সামনে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা রকেট-মিসাইলের আঘাতের শব্দ। কয়েক টুকরো শুকনো রুটি আর সামান্য পানি গাযাবাসীর সারাদিনের খাবার। সোলার প্যানেল থেকে হালকা বিদ্যুতের ব্যবস্থা। পানির অভাবে তিনদিন পর একবার করে গোসল। সেই গোসলের পানিই ব্যবহার হয় কাপড় পরিষ্কারে, তারপর টয়লেটে। প্রতিটি ঘুম তাদের হয় শেষ ঘুমের প্রস্তুতি নিয়ে। জীবিত শিশুর সকালটা হয় বিস্ময়ের সাথে যে, সে এখনও জীবিত! আসন্ন মৃত্যুর জন্য স্ব স্ব পালার অপেক্ষায় প্রতিটি নারী-পুরুষ। এভাবেই অতিবাহিত হচ্ছে গাযাবাসী মুসলমানদের প্রতিটি দিন।

বিশ্ব সভ্যতার ধারক ও বাহকদের যোগসাজশে ইসরাঈলের পাশবিক নিষ্ঠুর তাণ্ডবে আজ সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরীতে পরিণত গাযা। অথচ ২৩ লক্ষ জনগোষ্ঠীর উপর এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী হাযারো মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কোন একটি এখনও পর্যন্ত জোর গলায় নিন্দা জানিয়েছে-এমন কোন সংবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। বৈশ্বিক জোটগুলো অবশ্য ইসরাঈলের 'আত্মরক্ষা'র অধিকারের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে মাঝে মাঝে মিহি রবে সাময়িক যুদ্ধবিরতি চেয়ে গাযাবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এরই মাঝে গত একমাসে প্রাণ হারিয়েছে ১২ হাযার মানুষ। যার ৬৫ শতাংশই নারী ও শিশু। গৃহহীন হয়েছে ১৫ লাখ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, শরণার্থীশিবির-কিছুই বাদ যায়নি। প্রায় ২ বছর পূর্বে ইউক্রেনে শুরু হওয়া রাশিয়ার সামরিক অভিযানে এখনও পর্যন্ত নিহত হয়েছে ১০ হাযার বেসামরিক নাগরিক। অর্থাৎ ২ বছরে রাশিয়া যতজন ইউক্রেনীয় হত্যা করেছে, ইসরায়েল মাত্র এক মাসেই হত্যা করেছে তার চেয়ে বেশী ফিলিস্তীনী!

আন্তর্জাতিক বিশ্বের এই ডামাডোলের মাঝে বাংলাদেশেও এখন নির্বাচনকালীন এক গুমোট অস্থিরতা বিরাজ করছে। গণতন্ত্রের নামে চলমান স্বৈরতন্ত্রের অসহিষ্ণুতা এতটাই সীমা ছাড়িয়েছে যে, শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলি ছুড়তে প্রশাসন দ্বিধা করছে না। গুমের শিকার হয়ে হারিয়ে গেছে হাযারো মানুষ, যাদের পরিণতি কেউ জানে না। দিন-দুপুরে অতর্কিত ভাবে খুন করা হয়েছে বহু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে, যার কোন বিচার নেই। গণগ্রেফতারের ফাঁদে পচিত হচ্ছে বহুমানুষের মূল্যবান জীবন ও সময়। রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে পিটিয়ে মারা হয়েছে পুলিশ। বাছ-বিচারহীনভাবে পোড়ানো হয়েছে গাড়ি-পরিবহন। ভাংচুর হয়েছে দোকানপাট বাড়ি-ঘর। যে ইসরাঈলের নৃশংসতায় আমাদের হৃদয় দলিত-মথিত, স্বয়ং সেই ইসরাঈলী হায়নার বসবাস তো আমাদের মাঝেও!

প্রিয় পাঠক, প্রচলিত রাজনীতি ও মানবরচিত সংবিধান যে মানবজাতির মুক্তির সনদ কখনই হ'তে পারে না, তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। নতুবা যে যুগে এসে আমরা সভ্যতার আভিজাত্য, গর্ব নিয়ে চলাফেরা করি সে যুগে এসে কখনও এই পশুত্বের নির্বরাম মহড়া আমাদের দেখতে হ'ত না। আমরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মানবিক পৃথিবী গড়ে তুলতে হ'লে, মানুষের প্রাপ্য হক মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হ'লে, সত্যিকারের সভ্য সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইলে ইসলাম এবং ইসলামই একমাত্র সমাধান। ইসলামে ক্ষমতার লড়াইবিহীন রাজনীতি, যুক্তিসঙ্গত পরামর্শব্যবস্থা এবং আল্লাহ্র আইন ও বিচারব্যবস্থা যে ভারসাম্য ও আদর্শিকতার সুসমন্বয় ঘটাতে পারে, পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদ বা সংবিধান তার ধারেপাশেও দাঁড়ানোর সক্ষমতা রাখে না।

প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থার এই ব্যর্থতা দেখার পরও একজন মুসলিম হিসাবে সোচ্চার কণ্ঠে যদি আমরা ইসলামী ইমারত ও খেলাফতের পক্ষে কথা বলতে না পারি, তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে? বরং আমাদের হীনমন্যতা এমনই নিম্নতর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ফেলে দিয়ে অন্যের উচ্ছিষ্টকে অমৃত ভেবে গলধঃকরণ করে উল্টো তার গুণগান করছি! পশ্চিমের পায়রবী আমাদের এতটাই অন্ধ করে ফেলেছে যে গণতন্ত্র নামক ধোঁকাতন্ত্র আর যুলুমতন্ত্রের বাস্তবায়নের জন্য রাজপথে জীবন দিয়ে শাহাদতের মর্যাদা খুঁজছি! ইসলামের পক্ষে লড়াইকারীদের সীমাহীন আপোষকামী নীতির কারণে পশ্চিমা পুজিবাদী রাজনীতি আমাদের মাঝে এমনভাবে গেড়ে বসেছে যে, এর কোন বিকল্প চিন্তাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

প্রিয় পাঠক, আদর্শিক ও বৈষয়িক স্বচ্ছতা ছাড়া কখনও আমাদের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় সাধন হবে না। কেননা বিজয়ের আবশ্যিক শর্ত হ'ল বিশ্বাসের শুদ্ধতা এবং সৎকর্মের উপর পরিচালিত হওয়া *(সূরা নূর ৫৫)*। এজন্য একজন সচেতন মুসলিম হিসাবে সর্বাবস্থায় আমাদেরকে করণীয় এভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যেন কোন পরিস্থিতিতেই আমাদের আদর্শিক কিংবা বৈষয়িক অবস্থানের নড়চড় না ঘটে। সেই নিরিখে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য হবে–

(১) সর্বাবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা : দেশের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সমাজে যেন ফিতনা ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা ফিতনা ছড়ানো হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ *(বাক্বারাহ ১৯১)*। খারেজীরা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে সবচেয়ে বড় ক্ষতিসাধন করেছিল।

(২) কোন অবস্থাতেই কারো উপর যুলুম না করা : কেননা যুলুম যালিম ও মাযলূম উভয়ের জন্য ভীষণ ক্ষতি বয়ে আনে। কারো উপকার করতে না পারলেও অন্ততঃপক্ষে নিজের মাধ্যমে কারো ক্ষতি যেন না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। একজন ঈমানদার ব্যক্তি হরতাল-অবরোধের নামে জনগণের উপর যুলুম করা তো দূরে থাক, সামান্য ঢিল ছোড়ার কথাও ভাবতে পারে না। আর অন্যায়ভাবে গুম-খুন-হত্যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষ দমনের নীতি যারা গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্র আদালতে তাদের চেয়ে বড় অপরাধী আর কেউ নেই *(মায়েদাহ ৩২)*।

[বাকী অংশ ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

হতাশা ও নিরাশা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ- وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ- إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ-

(১) 'আর যদি আমরা মানুষকে আমাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই। অতঃপর তার থেকে আমরা তা ছিনিয়ে নেই, তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে'। 'অতঃপর যদি আমরা তাকে কোন অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই কোন কষ্ট ভোগের পর যা তার উপর আপতিত হয়েছিল, তখন সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়'। 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ধৈর্যধারণ করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে। এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার' *(হূদ ১১/৯-১১)*।

২- وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا-

(২) 'যখন আমরা মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে'। 'বল, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণামতে কাজ করে। অথচ তোমাদের প্রতিপালকই সবচেয়ে ভাল জানেন কে সর্বাধিক সঠিক পথে আছে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮৩)*।

৩-لاَ يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ

(৩) 'মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় শ্রান্ত হয় না। কিন্তু যদি তাকে কোনরূপ অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে (দো'আ কবুলে) হতাশ ও (আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে) নিরাশ হয়ে পড়ে' *(হা মীম সাজদাহ ৪১/৪৯)*।

٤- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ-

(৪) 'যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে ও তার সঙ্গে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আনকাবূত ২৯/২৩)*।

٥- وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ-

(৫) 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?' *(হিজর ১৬/৫৬)*।

٦- مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،

(৬) পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হতাশাগ্রস্ত না হও এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে আনন্দে আত্মহারা না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*।

٧- قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

(৭) 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয় তিনিই তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

٨- يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ-

(৮) হে আমার পুত্রগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে ভালভাবে সন্ধান কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত' *(ইউসুফ ১২/৮৭)*।

হাদীছে বাণী :

٩- فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ-

(৯) ফাযালা ইবনু ওবায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চাদর নিয়ে টানা-হেঁচড়া করে। আর তাঁর চাদর হচ্ছে অহংকার এবং তাঁর পরিধেয় হচ্ছে তাঁর ইজ্জত। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়'।[১]

١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لِأَهْلِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ إِذَا مَاتَ

১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫০; আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ছহীহাহ হা/৫৪২।

فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এমন এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে বলল, কোন সময় সে কোন ভাল কাজ করেনি। আর এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের ওপর অবিচার করেছে। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে অছিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তাকে যেন পুড়ে ফেলা হয়। অতঃপর মৃতদেহের ছাইভস্মের অর্ধেক স্থলভাগে, আর অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি (আল্লাহ) তাকে ধরতে পারেন তাহ'লে এমন শাস্তি দিবেন, যা দুনিয়ার কাউকেও কক্ষণও দেননি। সে মারা গেলে তার সন্তানেরা তার নির্দেশ মতই কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে হুকুম করলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছাইভস্ম পড়েছিল সব একত্র করে দিল। ঠিক এভাবে স্থলভাগকে নির্দেশ করলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছাইভস্ম ছিল সব একত্র করে দিল। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ কাজ করলে? (উত্তরে বলল) তোমার ভয়ে হে রব! তুমি তো তা জানো। তার এ কথা শুনে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন'।[২]

١١- عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ-

(১১) সুহায়ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের অবস্থা ভারি অদ্ভুত। তাঁর সমস্ত কাজই তাঁর জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা আনন্দ (সুখ শান্তি) লাভ করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়, আর দুঃখকষ্টে আক্রান্ত হ'লে ধৈর্যধারণ করে, এও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[৩]

١٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ-

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিন নারী-পুরুষের উপর, তার সন্তানের উপর ও তার ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। সবশেষে আল্লাহ তা'আলার সাথে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় মিলিত হয়'।[৪]

١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ-

(১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেন সেদিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিরানব্বইটি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন এবং একটি রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি কাফের আল্লাহ্র কাছে সুরক্ষিত রহমত সম্পর্কে জানে তাহ'লে সে জান্নাত লাভে নিরাশ হবে না। আর মু'মিন যদি আল্লাহ্র কাছে যে শাস্তি আছে সে সম্পর্কে জানে তাহ'লে সে জাহান্নাম থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহ্র শাস্তি হ'তে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহ্র রহমত হ'তে হতাশ হওয়া এবং আল্লাহ্র করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা'।[৬]

২. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'হতাশা প্রকাশ করলে এবং ধৈর্যহারা হ'লে ব্যক্তি তার শত্রুকেই খুশী করে, বন্ধুকে কষ্ট দেয়, তাঁর প্রভুকে ক্রোধান্বিত করে, শয়তানকে খুশী করে, প্রতিদান নষ্ট করে এবং স্বীয় নফসকে দুর্বল করে'।[৭]

৩. আব্দুর রহমান বিন হাসান বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য উচিত নয় আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ হওয়া। বরং সে পাপের ভয় করবে। আর আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে তাঁর রহমতের আশা পোষণ করবে'।[৮]

সারবস্তু :

(১) যে কোন পরিস্থিতিতে হতাশাগ্রস্ত হওয়া মুমিনের জন্য অনুচিত। (২) আল্লাহ্র ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে হতাশা প্রশমিত হয়। (৩) হতাশাগ্রস্ত হ'লে কোন কাজই পরিপূর্ণভাবে হয় না। (৪) হতাশা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার হতাশা ও নিরাশা থেকে মুক্তি দান করুন।-আমীন!

২. বুখারী হা/৩৪৫২; মুসলিম হা/২৭৫৬; মিশকাত হা/২৩৬৯।
৩. মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।
৪. তিরমিযী হা/২৩৯৯; হাকেম হা/৭৮৭৯; ছহীহাহ হা/২২৮০।
৫. বুখারী হা/৬৪৬৯।
৬. তাবারাণী কাবীর; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩০৯; ছহীহাহ হা/২০৫১।
৭. যাদুল মা'আদ ৪/ ১৭৬ পৃ.।
৮. ফাৎহুল মাজীদ, শরহ কিতাবুত তাওহীদ ৩৫৯ পৃ.।

যে দেহে ঈমান থাকে না

-লিলবর আল-বারাদী

উপস্থাপনা : ঈমান হবে শিরক মুক্ত, ইবাদত হবে বিদ'আত মুক্ত। আক্বীদা বিশ্বাসের মযবুতী না থাকায় মানুষ নানাভাবে ঈমানের স্বাদ থেকে বিমুখ হচ্ছে। ঈমান ব্যতীত কোন মানুষ মুমিন হিসেবে যেমন দাবী করতে পারে না। তেমনি মুমিন ব্যতীত ইবাদতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। মসজিদে মুছল্লীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়লেও প্রকৃত মুমিন মুছল্লীর সংখ্যা সে হারে বাড়েনি। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, 'মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে। লোকেরা মসজিদে একত্রিত হয়ে ছালাত আদায় করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবে না'।[১] মূলতঃ পাপ-পঙ্কিলতার ফলে ঈমানের হ্রাস হয় এবং সৎআমলের ফলে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। মূলত ঈমান রাখা বিষম কঠিন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের উপর এমন একটি যুগের আগমন ঘটবে যখন তার পক্ষে ধর্মের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে'।[২] সুতরাং একজন ব্যক্তিকে বাহ্যিকভাবে ঈমানদার মনে হ'লেও, সে মূলতঃ ঈমানহীন হতে পারে, যদি তার মধ্যে ঈমানভঙ্গের কারণ ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।

ঈমানের সংজ্ঞা :

(ক) আভিধানিক অর্থ : 'ঈমান' অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, নিরাপত্তা দেওয়া, যা ভীতির বিপরীত'।[৩] রাগেব আল-ইছফাহানী (রহঃ) বলেন, ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া'।[৪] সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে'।[৫]

(খ) পারিভাষিক অর্থ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, 'ঈমান' হ'ল অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধি হয় ও গুনাহে হ্রাস হয়। প্রথম দু'টি মূল ও শেষেরটি হ'ল শাখা, যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না'।[৬]

আর ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া। ২. ছালাত আদায় করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৭]

অন্তরে বিশ্বাস, ও করা মৌখিক স্বীকৃতির তদনুপাতে কাজ করার নাম ঈমান। অতএব কোন ব্যক্তি যদি আদিষ্ট কাজে ত্রুটি করে অথবা ব্যভিচার, মদপান ও চুরির মতো গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়লেও, তার ঈমানের পূর্ণতা হারায়। ফলে এমন ব্যক্তি পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সুতরাং ঈমান এমন একটি অদৃশ্য বিষয় যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ– 'হত্যাকারী যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে সময়ও তার ঈমান থাকে না'। ইকরিমা (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরূপে ঈমান তার থেকে বের করে নেয়া হবে? তিনি বললেন, এভাবে বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, পরে তা পৃথক করে নিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি যদি তওবা করে, তাহ'লে পুনরায় ঈমান তার মধ্যে এভাবে ফিরে আসবে। এ কথা বলে পুনরায় তিনি দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আর আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, সে মু'মিন থাকে না অর্থাৎ সে প্রকৃত বা পূর্ণ মু'মিন থাকে না কিংবা তার ঈমানের নূর থাকে না'।[৮]

ঈমান নাজাতের অসীলা : ইবাদতের পূর্ব ও প্রধান শর্ত ঈমান থাকা বা মুমিন হওয়া। এই ঈমান কমে-বাড়ে, আবার মাঝে মাঝে তা হারিয়েও যায়। আমরা ঈমানের সাথে মুমিন মুসলমান হয়ে মৃত্যু কামনা করে থাকি। ঈমান নিয়ে অধিক গুনাহের কারণে কোন মুসলিম যদি জাহান্নামে চলে যায়, তবে সে ঈমান থাকার ফযীলতে আল্লাহ্র রহমতে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (مخلصًا) دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'যে ব্যক্তি ইখলাছের সাথে বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৯] অন্যত্র আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৭৫৮৬; হাকেম হা/ ৮৩৬৫।
২. তিরমিযী হা/২২৬০; মিশকাত হা/৫৩৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৮০০২।
৩. জাওহারী, আছ-ছিহাহ ৫/২০৭১;, আল-ক্বামূসুল মুহীত ১১৭৬ পৃ.।
৪. আল-মুফরাদাত ৩৫ পৃ.।
৫. আছ-ছারিম আল-মাসলূল ৫১৯ পৃ.।
৬. ইবনু মান্দাহ, কিতাবুল ঈমান ১/৩৩১; আহলেহাদীছ আন্দোলন মনোন্নয়ন সিলেবাস, পৃ. ১১।
৭. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।
৮. বুখারী হা/৬৮০৯; মিশকাত হা/৫৪।
৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৫৫।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি, যে খালেছ অন্তরে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এই কালিমা ঐ সময় মুক্তি দিবে, যখন তার উপর মুছীবত আসবে'।[১১]

ঈমান ব্যতীত পরকালে নাজাতের কোন পথ বা অবলম্বন নেই। ঈমানের সাথে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু হ'লে সেটাই উত্তম মৃত্যু। অতঃপর পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশকারী যে ব্যক্তিদের অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমানের বীজ রয়েছে, তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত পাবেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ একে অপরে সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। ...অবশেষে আমি বলব, 'হে প্রভু! যারা শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমাকে তাদের জন্যও শাফা'আত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'আমার ইযযত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের শপথ করে বলছি, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব'।[১২] সুতরাং ঈমানের সাথে মৃত্যু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে যেসব কারণে ঈমান আনার পরও তা বিনষ্ট হয়ে যায়, সে বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হ'ল।

১. শিরক : শিরক একটি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে শিরক বলা হয়। সেটা একক স্রষ্টার মর্যাদার সাথে হোক, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদত সমূহের সাথে হোক। শিরককারী ব্যক্তির উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবচেয়ে কঠিনভাবে রাগান্বিত হন। ঈমান না থাকার কারণে শিরককারী ব্যক্তি নিজের প্রতি জঘন্যতম যুলুমকারী হিসেবে পথভ্রষ্ট হয়, জীবনের সৎআমল বরবাদ হয়ে যায় এবং নিজের জন্য জাহান্নামকে চিরস্থায়ী ঠিকানা করে নেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এটা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করল, সে ব্যক্তি দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'ল' *(নিসা ৪/১১৬)*। তিনি বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ– 'বস্তুত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

তিনি আরো বলেন, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'আর 'যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সকল আমল অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

রিয়া প্রদর্শন করাকে গুপ্ত শিরকও বলা হয়। এই শিরক দাজ্জালের ফেৎনার চেয়েও ভয়াবহ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর একটি বিষয় সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, জী বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হ'ল গুপ্ত শিরক। (অর্থাৎ) যখন কেউ ছালাত আদায় করতে উঠে ছালাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে, লোকেরা তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক'।[১৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই বাস্তবতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেয়ে উঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হ'ল শিরক'।[১৪]

আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের খবর রাখেন। যে ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তার অভিপ্রায় আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ– 'যে ব্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক আমল করে আল্লাহ তা'আলাও তার কৃতকর্মের অভিপ্রায়ের কথা লোকেদেরকে জানিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকেদের মাঝে ফাঁস করে দিবেন'।[১৫]

রিয়া সম্পর্কে ইবনু রজব হাম্বালী (৭৩৬-৭৯৫ হি.) বলেন, وَرَائِحَةُ الرِّيَاءِ كَدُخَانِ الْحَطَبِ، يَعْلُوْ إِلَى الْجَوِ ثُمَّ يَضْمَحِل وَتَبْقَى رَائِحته الكَرِيْهَة– 'রিয়া বা লৌকিকতার ঘ্রাণ (উপমা) হ'ল কয়লার ধোয়ার ন্যায়, যা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার পর নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার দুর্গন্ধ কেবল অবশিষ্ট থাকে'।[১৬] শিরক ও রিয়া হ'ল গর্হিত ও শয়তানী ক্রিয়াকর্ম। শিরক ও রিয়া মুক্ত থাকতে হ'লে অবশ্যই বেশী বেশী তওবা করতে হবে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জানা ও অজানা সকল

১০. বুখারী হা/৯৯; আহমাদ হা/৮৮৪৫; মিশকাত হা/৫৫৭৪।
১১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৩২; সনদ ছহীহ।
১২. বুখারী হা/৭৫১০; মিশকাত হা/৫৫৭৩।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩।
১৪. ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩০।
১৫. বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬।
১৬. মাজমূউর রাসায়েল, পৃষ্ঠা-৭৫৮।

গুনাহ থেকে নাজাত পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হ'ল আমভাবে তওবা করা। হ'তে পারে জানা অপেক্ষা তার অজানা গুনাহের পরিমাণ অধিক'।[১৭]

২. কুফরী : আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী বান্দারা 'মুমিন' এবং অবিশ্বাসী বান্দারা 'কাফের'। পরিণতির দিক দিয়ে মুমিন বান্দা জান্নাতী এবং কাফেররা জাহান্নামী। কাফের বান্দা আল্লাহ তা'আলার বিধানকে জেনে-বুঝে, সজ্ঞানে, সরাসরি অস্বীকার করে থাকে। এরা আল্লাহ্র বিধানের সাথে মূর্খতাকে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কুফরী করে। এরা সর্বনিকৃষ্ট জাহেল। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর সাথে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস করে থাকে। এরা ঈমান রাখার পরেও মুমিন নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ- لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ- 'আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, তাহ'লে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো কেবল গল্প-গুজব ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলে দাও, তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াত সমূহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করছিলে?' 'তোমরা কোন ওযর পেশ করো না। ঈমান আনার পরে তোমরা অবশ্যই কুফরী করেছ'। অতএব যদি আমরা তোমাদের একটি দলকে ক্ষমা করি ও তথাপি একটি দলকে আমরা অবশ্যই শাস্তি দেই। কেননা (বিদ্রূপ করার কারণে) তারা পাপী' *(তওবা ৯/৬৫-৬৬)*।

যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, রাসূল (ছাঃ) এ সকল কাফের ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন, তখন বলতেন, اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا- 'তোমরা আল্লাহ্র নামে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে'।[১৮]

ঈমানের ছয়টি বিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম হ'ল নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। কিন্তু হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা সুকৌশলে আক্বীদাগতভাবে নবী-রাসূলকে অস্বীকার করে। অনুরূপ বর্তমানে বাংলাদেশে তথা কথিত আহলে কুরআন নামক একদল হাদীছ অস্বীকারকারী সুকৌশলে হাদীছ অস্বীকার করার মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অস্বীকার ও অমান্য করে। আর এসকল মূর্খ-জাহেল ব্যক্তির দেহে ঈমান থাকে না। বিদ্বানগণ প্রকাশ্যে হাদীছ অস্বীকারকারীদের মুরতাদ ও কাফের বলেছেন। ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (২৩৮ হি.) বলেন, 'যে ব্যক্তির নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ পৌঁছেছে যাকে সে সত্য বলে স্বীকার করেছে, অতঃপর প্রকাশ্যে তা পরিত্যাগ করেছে, সে কাফের'।[১৯] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (২৪১ হি.) বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে অস্বীকার করল, সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিপতিত হ'ল'।[২০]

৩. আমানতের খেয়ানত : আমানত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। দ্বীনের বিধি-বিধান তথা আদেশ-নিষেধকে বুঝায়। বিধায় আমানত দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার আমানত নেই, তার দ্বীন নেই; যার দ্বীন নেই, তার ঈমানও নেই। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট খুব কমই ভাষণ দিতেন যেখানে তিনি বলতেন না যে, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানতদারিতা নেই। আর ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই, যার অঙ্গীকার ঠিক নেই'।[২১]

মুমিন কখনো খেয়ানতকারী ও মিথ্যাবাদী হ'তে পারে না। যারা এটা করে, তারা আসলে মুমিন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ 'মুমিন সকল স্বভাবের উপর সৃষ্টি হ'তে পারে, খেয়ানত ও মিথ্যা ব্যতীত'।[২২]

ক্বিয়ামতের মাঠে খেয়ানতকারীর জন্য একটি পতাকা রাখা হবে, যা তার পিঠের পেছনে পুঁতে দেওয়া হবে। আর জনগণের খেয়ানতকারী সবচেয়ে বড় খেয়ানতকারী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক খেয়ানতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা থাকবে, যা তার পিঠের পিছনে পুঁতে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার খেয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী সেটি উঁচু হবে। সাবধান! জনগণের নেতার খেয়ানতের চাইতে বড় খেয়ানত আর হবে না'।[২৩]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা খেয়ানত করতে নিষেধ করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। অন্যত্র বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে' *(মুমিনূন ২৩/৮; মা'আরেজ ৭০/৩২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا- 'আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথাযথ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও'...*(নিসা ৪/৫৮)*। *[ক্রমশ]*

[যশপুর, তানোর, রাজশাহী।]

১৭. মাদারিজুস সালেকীন ১/২৮৩।
১৮. মুসলিম হা/১৭৩১; আহমাদ হা/২৭২৮।
১৯. ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ১/৯৯।
২০. ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৪৯।
২১. শো'আব হা/৪০৪৫; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩০০৪।
২২. মুসনাদ বাযযার হা/১১৩৯; আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৬০।
২৩. মুসলিম হা/১৭৩৮; মিশকাত হা/৩৭২৭।

মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা

-আব্দুর রহীম

মৃত্যু এমন এক সত্য যা অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। মৃত্যু যন্ত্রণার মুখোমুখি সবাইকে হ'তে হবে। কারো বেশী হবে কারো কম। কারো মৃত্যু যন্ত্রণা হবে শাস্তি হিসাবে। আবার কারো হবে পরীক্ষা স্বরূপ। সেজন্য মৃত্যু যন্ত্রণা হ'লেই যে সে খারাপ মানুষ এমন ধারণা করা ঠিক নয়। তবে মুমিনদের মৃত্যু সাধারণত সহজ এবং কাফেরদের কঠিন হয়। মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ– 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ– 'আর মৃত্যু যন্ত্রণা আসবেই সুনিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে' *(ক্বাফ ৫০/১৯)*।

মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে পলায়ন : আমরা মৃত্যু থেকে যত দূরেই পালানোর চেষ্টা করি না কেন মৃত্যু আমাদের পাকড়াও করবে। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ– وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ– وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ– 'তাহ'লে কেন তোমরা ফিরাতে পারো না যখন তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়? আর তখন তোমরা কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ। অথচ আমরা তোমাদের চাইতে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৩-৮৫)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ– وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ– وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ– وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ– إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ 'কখনই না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। এবং বলা হবে, কে আছ ঝাড়-ফুঁককারী (অর্থাৎ চিকিৎসক)? সে বিশ্বাস করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। আর তার পায়ের নলার সাথে নলা জড়িয়ে যাবে। সেদিন হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার দিন *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২৬-৩০)*।

পাপী ও কাফেরদের মৃত্যু যন্ত্রণা : আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু দৃশ্য অবলোকন করে বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْ أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ 'যদি তুমি দেখতে যখন কাফেররা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে, এবার তোমাদের আত্মাগুলিকে বের করে দাও (কারণ কাফেরের আত্মা দুনিয়া ছাড়তে চায় না)। আজ তোমাদের নিকৃষ্টতম আযাব দেওয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহ্র উপরে অসত্য কথা বলতে এবং তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে অহংকার প্রদর্শন করতে' *(আন'আম ৬/৯৩)*।

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এক আনছারীর জানাযায় কবরের কাছে গেলাম। (তখনো কবর তৈরী শেষ হয়নি বলে) লাশ কবরস্থ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক জায়গায় বসে থাকলেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে (চুপচাপ) এমনভাবে বসেছিলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে একটি কাঠ ছিল। তা দিয়ে তিনি (নিবিষ্টভাবে) মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, 'কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। এ কথা তিনি দুই-তিনবার বললেন'।

...'আর কোন কাফের ব্যক্তির দুনিয়াবী জীবন শেষে যখন আখেরাতে পদার্পণের সময় হয়, তখন আসমান থেকে আযাবের ফেরেশতা নাযিল হন। তাঁদের চেহারা নিকষ কালো। তাঁদের সাথে কাঁটাযুক্ত কাফনের কাপড় থাকে। তাঁরা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিসীমায় এসে বসেন। তারপর মালাকুল মাওত আসেন ও তার মাথার কাছে বসে বলেন, 'হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহ্র আযাবে পতিত হওয়ার জন্য দেহ হ'তে বের হও'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কাফেরের রূহ এ কথা শুনে তার সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত তার রূহকে শক্তি প্রয়োগ করে টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন, যেভাবে লোহার গরম শলাকা ভেজা পশম হ'তে টেনে বের করা হয় (আর এতে পশম আটকে থাকে)'।

মালাকুল মাওত রূহ বের করে আনার পর অন্যান্য ফেরেশতারা এ রূহকে মালাকুল মাওতের হাতে এক পলকের জন্য থাকতে দেন না। তাঁরা তাকে নিয়ে কাফনের কাপড়ে মিশিয়ে দেন। এ রূহ হ'তে মরা লাশের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হয় যা দুনিয়াতেও পাওয়া যেত'।[১]

নবী-রাসূলগণের মৃত্যু যন্ত্রণা : পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী সকল প্রাণীই মৃত্যুবরণ করেছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত করবে। নবী-রাসূলগণও এই প্রক্রিয়ার বাইরে নন। তাঁরা মৃত্যু যন্ত্রণাও

১. আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৬৩০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৫৮।

ভোগ করেছেন। তবে নবী-রাসূলগণের মৃত্যু যন্ত্রণা হওয়া তাদের গুনাহগার হওয়ার লক্ষণ নয়। বরং তাঁদের জন্য পরীক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। তখন তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর শরীরে একটি চাদর জড়ানো ছিল। আবু সাঈদ (রাঃ) তার দেহে হাত রাখলেন এবং চাদরের উপর দিয়েই উত্তাপ অনুভব করলেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার শরীরে তো ভীষণ জ্বর! তিনি বললেন, إِنَّا كَذَلِكَ، يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلاءُ، وَيُضَاعَفُ لَنَا الأَجْرُ 'আমাদের এরূপ হয়ে থাকে। আমাদের উপর কঠিন বিপদ আসে এবং আমাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হয়'। আবু সাঈদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন কারা? তিনি বললেন, الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا فَيَلْبَسُهَا، وَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، وَلأَحَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالْبَلاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ– 'নবী-রাসূলগণ, অতঃপর আল্লাহ্র অন্যান্য সৎকর্মশীল বান্দাগণ'। তাঁদের কাউকে এমন দারিদ্র্য দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে যে একটি জুব্বা ছাড়া তাঁর পরার মত কিছুই ছিল না। কেউ উকুনের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়েছেন। অবশেষে তা তাঁকে হত্যা করেছে। নিঃসন্দেহে তোমাদের কেউ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয়, তাঁদের কেউ বিপদে পতিত হ'লে ততোধিক খুশি হ'তেন'।[২]

ইব্রাহীম (আঃ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা : ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقِيلَ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، كَيْفَ وَجَدْتَ الْمَوْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، وَجَدَتْ نَفْسِي تَنْزِعُ بِالْبَلَاءِ، فَقِيلَ: فَقَدْ هَوَّنَّا عَلَيْكَ 'যখন ইব্রাহীম (আঃ) (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করলেন, তখন তাকে বলা হ'ল, হে ইব্রাহীম, তুমি মৃত্যুকে কীরূপ পেয়েছ? তিনি বললেন, হে রব, আমি নিজেকে দুঃখ-কষ্টে পরাস্ত পেয়েছি। তখন বলা হ'ল, আমরা তোমার জন্য সহজ করেছি'।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওহে বন্ধু, তুমি মৃত্যুকে কীভাবে পেলে? তিনি বললেন, ভেজা পশমে রাখা উত্তপ্ত কম্বলের মত, তারপর তিনি তা টেনে বের করলেন এবং বললেন, হে ইব্রাহীম, আমরা তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছি'।[৪]

মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সময়কার অবস্থা : মূসা (আঃ)-এর রূহ যখন কবয করা হ'ল তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, يَا مُوْسَى كَيْفَ وَجَدْتَ الْمَوْتَ قَالَ وَجَدْتُ نَفْسِيْ كَالْعُصْفُوْرِ حِيْنَ يُقْلَى عَلَى الْمِقْلَاةِ لَا يَمُوْتُ فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَنْجُوْ فَيَطِيْرُ 'হে মূসা, তুমি মৃত্যুকে কীরূপ পেলে? তিনি বললেন, আমি নিজেকে একটি জীবন্ত চড়ুই পাখির মত পেয়েছি। যখন এটি একটি উত্তপ্ত কড়াইয়ে ভাজা হয়, এটি মরে না যে সে বিশ্রাম নিবে। আবার মুক্তিও পায় না যে সে উড়ে যাবে'।[৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মূসা (আঃ) বললেন, وَجَدْتُ نَفْسِي كَشَاةٍ تَسلخُ بِيَدِ القَصَّابِ وهِيَ حَيٌّ– 'আমি নিজেকে একটি জীবন্ত ভেড়ার মত খুঁজে পেয়েছি, কসাই দ্বারা যার চামড়া তুলে নেওয়া হচ্ছে *(আত-তাযকিরাহ ১/২০)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা : আল্লাহ যাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন তাঁকেও মৃত্যু যন্ত্রণার মুখোমুখি হ'তে হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'আমার ওপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ হ'ল এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার নিকটে থাকার দিনে এবং আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। আর (তাঁর ইন্তেকালের আগ মুহূর্তে) আল্লাহ তা'আলা আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু আবুবকর মিসওয়াক হাতে আমার কাছে আসলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমার সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি ঐ মিসওয়াকটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। অতএব আমি বললাম, আমি কি মিসওয়াকটি আপনার জন্য নিব? তিনি মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বাচক ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আমি মিসওয়াকটি নিয়ে তাঁকে দিলাম। কিন্তু তা দিয়ে মিসওয়াক করা তাঁর জন্য কষ্টকর হ'ল। তখন বললাম, আমি কি এটাকে আপনার জন্য নরম করে দিব? তিনি মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ-বাচক ইঙ্গিত করলেন। তখন আমি সেটা নরম করে দিলাম। অতঃপর তিনি তা ব্যবহার করলেন।

অতঃপর তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল, তাতে তিনি উভয় হাত ডুবিয়ে হাত দু'টি দ্বারা আপন চেহারা মাসাহ করলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, 'লা ইল্লাহা ইলাল্লাহ', অবশ্যই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভীষণ কঠিন। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে থাকলেন, 'ফীর-রফীক্বিল আ'লা' (উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত কর)। এ কথা বলতে বলতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর হাত নিচে নেমে আসে'।[৬]

অপর এক বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِى وَذَاقِنَتِى، فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةَ

২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫১০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০৩।
৩. ইমাম আহমাদ, আয-যুহ্দ হা/৪১০ পৃ.।
৪. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ ১/১৫১ পৃ.।
৫. আত-তাযকিরাহ ১/১৫২ পৃ.; গাযালী, ইহইয়াহ ৪/৪৬৩ পৃ.; ইবনুল জাওযী, বুস্তানুল ওয়ায়েযীন হা/২৫৫ পৃ.।
৬. বুখারী হা/৪৪৪৯; মিশকাত হা/৫৯৫৯।

الْمَوْتِ لأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‘নবী করীম (ছাঃ) আমার বুক ও চিবুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই নবী করীম (ছাঃ)-এর পর আর কারু মৃত্যু যন্ত্রণাকে আমি খারাপ মনে করি না’।[৭]

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কে তাঁর ১০ বছরের খাদেম আনাস (রাঃ) বলেন, لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ: فَاطِمَةُ وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا، الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মৃত্যুযন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) বলেন, হায় আমার আব্বার কত কষ্ট! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আজকের দিনের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার আব্বার নিকট এমন জিনিস উপস্থিত হয়েছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাউকে ছাড়বে না’।[৮]

অপর এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন, ‘যখন নবী করীম (ছাঃ) বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হায়! আব্বাজানের কষ্ট! তিনি এ কথা শুনে বললেন, আজকের দিনের পর তোমার পিতার কোন কষ্ট হবে না। অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হায়! আব্বাজানের প্রভু যখন তাঁকে আহ্বান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান। হায় আব্বাজান! আমরা জিব্রীলকে আপনার মৃত্যু সংবাদ দিব। অতঃপর যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হ’ল, তখন ফাতেমা (রাঃ) বললেন, يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ– ‘হে আনাস! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদের ভাল লাগল?[৯]

আবুবকর (রাঃ)-এর অনুভূতি : যখন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) মারা যাচ্ছিলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনার জীবনের কসম, একজন যুবকের জন্য সম্পদের কোন কাজ নেই... যেদিন সে (মৃত্যু) তার কাছে ভিড় করে এবং যার দ্বারা বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যায়। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ– ‘এমনটা বলো না। বরং বল, ‘আর মৃত্যু যন্ত্রণা আসবেই সুনিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে’ *(ক্বাফ ৫০/১৯)*। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যখন আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল, তখন আমি নিম্নের পঙক্তিটি আবৃত্তি করলাম, ‘যার অশ্রুমালা ছিল সর্বদা আবৃত মস্তক... খুব শিগ্রই তা সজোরে নির্গত হবে’। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, ‘এমনটা বলো না। বরং বল, আর মৃত্যু যন্ত্রণা আসবেই সুনিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে *(ক্বাফ ৫০/১৯)*। তখন তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কয়টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনটি মসৃণ সাদা কাপড়ে। আবুবকর (রাঃ) তাঁর পরনে যে কাপড় ছিল সেটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আয়েশা! এই কাপড়টি ধর এবং যাতে গেরুয়া রং অথবা জাফরান লেগেছিল সেটাকে ধৌত কর। তারপর দু’টি কাপড়ের সাথে মিলিয়ে এ কাপড়ে আমাকে তোমরা কাফন দিও। এটা শুনে আয়েশা (রাঃ) বললেন, এটা কীজন্য! নতুন কাপড় কি পাওয়া যাবে না? আবুবকর (রাঃ) বললেন, الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهْلَةِ– ‘মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত লোকেরই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশী, আর মৃতের পুঁজের জন্য এই কাপড়ই যথেষ্ট’।[১০]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর অনুভূতি : মৃত্যু চিরন্তন সত্য। একে সবাই ভয় পায়। সেজন্য একদিন ওমর (রাঃ) কা‘বকে حَدِّثْنَا عَنِ الْمَوْتِ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ غُصْنٌ كَثِيرُ الشَّوْكِ أُدْخِلَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ فَأَخَذَتْ كُلُّ شَوْكَةٍ بِعِرْقٍ ثُمَّ جَذَبَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ الْجَذْبِ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى– ‘আমাদেরকে মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, জী হে আমীরুল মুমিনীন! একজন মানুষের পেটে অনেক কাঁটাযুক্ত একটি ডাল প্রবেশ করানো হ’ল। অতঃপর যখন প্রতিটি কাঁটা একটি করে রগ ধরে নিল, তখন লোকটি তা সজোরে টেনে নিল। এতে যেগুলো আসার সেগুলো ছিঁড়ে চলে আসল আর বাকীগুলো সেভাবেই রয়ে গেল’।[১১]

ওমর (রাঃ) আবু লূলূ কর্তৃক ছুরিকাঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর মুমূর্ষু অবস্থায় দুধ পান করতে চাইলেন। তাকে দুধ এনে দেওয়া হ’লে তিনি তা পান করলেন। এরপর ক্ষত স্থান দিয়ে দুধ বেরিয়ে পড়ে গেল তখন তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বললেন, الْآنَ لَوْ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا كُلَّهَا لَافْتَدَيْتُ بِهَا مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ، ‘এখন যদি আমার কাছে পুরো বিশ্ব থাকত তবে

৭. বুখারী হা/৪৪৪৬; মিশকাত হা/১৫৪০।
৮. ইবনু মাজাহ হা/১৬২৯; ছহীহাহ হা/১৭৩৮।
৯. বুখারী হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৫৯৬১।
১০. মুয়াত্ত্বা মালেক হা/১০১২; ইবনু হিব্বান হা/৩০৩৬, সনদ ছহীহ।
১১. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৬৪৩; আল-আকিবাতু ফী যিকরিল মাউত ১/১১৪ পৃ.।

আমি মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে এর সম্পূর্ণটা মুক্তিপণ দিতাম'।[১২]

ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে তার সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كَانَ رَأْسُ عُمَرَ عَلَى فَخِذِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْ رَأْسِي عَلَى الْأَرْضِ. فَقُلْتُ: وَمَا عَلَيْكَ كَانَ عَلَى فَخِذِي أَمْ عَلَى الْأَرْضِ؟ قَالَ: ضَعْهُ عَلَى الْأَرْضِ لَا أُمَّ لَكَ، 'ওমরের মাথা আমার উরুর উপর ছিল তার ঐ অসুস্থতার সময় যাতে তিনি মারা গেছেন। তিনি আমাকে বললেন, আমার মাথা মাটিতে রাখ। আমি বললাম, এটা আমার উরুর উপর থাক বা মাটিতে থাক তাতে আপনার কী অসুবিধা আছে? তিনি বললেন, মাটিতে রাখো, তোমার মা ধ্বংস হৌক'। তিনি বললেন, অতঃপর আমি তাঁর মাথা মাটিতে রেখে দিলে তিনি বললেন, وَيْلِي وَوَيْلٌ أُمِّي إِنْ لَمْ يَرْحَمْنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ 'আফসোস আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য, যদি আমার প্রভু আমার প্রতি দয়া না করেন'।[১৩]

ওছমান ইবনুল আফফান (রাঃ)-এর অনুভূতি : আ'লা ইবনুল ফযল তার পিতার সূত্রে বলেন, যখন ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-কে হত্যা করা হ'ল, তখন তারা তার ধনভাণ্ডারগুলি তল্লাশি করল এবং সেগুলোর মধ্যে একটি তালাবদ্ধ বাক্স দেখতে পেল। অতঃপর তারা এটি খুললে এর ভিতরে একটি কাগজের টুকরো পেল। যাতে লেখা ছিল, এটি ওছমান ইবনু আফফানের অছীয়ত। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ওছমান ইবনু আফফান সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তার কোন শরীক নেই, এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর রহম বর্ষণ করুন এবং তাঁকে শান্তি দান করুন। জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য, যারা কবরে আছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি দিনে পুনরুত্থিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তিনি এর উপর জীবিত থাকবেন এবং এর উপরেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং এর উপরেই তিনি পুনরুত্থিত হবেন ইনশাআল্লাহ'।[১৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'আমি ওছমানের কাছে এসেছিলাম তাকে সালাম জানাতে যখন তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন। যখন আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম তিনি বললেন, 'স্বাগতম, আমার ভাই! আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। আজ রাতে এই খাওখায় তিনি বললেন, 'হে ওছমান! তারা কি তোমাকে অবরোধ করেছে?' আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি কি পিপাসিত?' আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি নিয়ে এলেন এবং আমি পান করলাম যতক্ষণ না আমার তৃষ্ণা নিবারণ হ'ল। আমি আমার বুকে এবং আমার কাঁধের মধ্যে এর শীতলতা অনুভব করলাম এবং তিনি আমাকে বললেন, 'যদি তুমি চাও, তবে তুমি বিজয়ী হবে। তুমি চাইলে আমাদের সাথে ইফতার করতে পারবে। তাই আমি তার সাথে আমার ইফতার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আর সেদিনই তাকে শহীদ করা হয়'।[১৫]

আলী (রাঃ)-এর অনুভূতি : শা'বী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আলী ইবনু আবু তালেব (রাঃ) খারেজী কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বলেছিলেন, আমার আক্রমণকারী কী করছে? তারা বলল, আমরা তাকে পাকড়াও করেছি। তিনি বললেন, 'আমার খাবার থেকে তাকে খেতে দাও এবং আমার পানি থেকে তাকে পান করাও। কারণ আমি বেঁচে থাকলে আমি তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। আর যদি আমি মারা যাই তবে তাকে এক আঘাতে শেষ করে দিও। তার চেয়ে বেশী করো না। এরপর তিনি হাসান (রাঃ)-কে তাঁকে গোসল করানোর ব্যাপারে ও কাফনের কাপড়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করতে অছীয়ত করেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কাফনের কাপড়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। কারণ এটি দ্রুত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আমাকে দুইজন পায়দলের মধ্যে নিয়ে হাঁটবে। আমাকে নিয়ে তাড়াহুড়া করবে না এবং ধীরগতিও করবে না। কারণ আমি যদি ভাল হই তবে তোমরা আমাকে কবরে নিতে ত্বরান্বিত করবে। আর যদি খারাপ হই তবে তোমরা নিজেদের কাঁধ থেকে আমাকে (কবরস্থ করার মাধ্যমে) নিক্ষেপ করবে'।[১৬] *(ক্রমশ)*

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

১২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৪৪৬৩; ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ২/২১১ পৃ.।
১৩. মুসনাদু ইবনুল জা'দ হা/৮৭০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৫২ পৃ.।
১৪. আবু সুলায়মান রিবাঈ, ওয়াছাইয়াল ওলামা ১/৩৯ পৃ.।
১৫. ইবনু হিব্বান হা/৬৯১৯; হাকেম হা/৪৫৫৪; আল-বিদায়াহ ৭/১৮৩ পৃ.; ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ ১৮/৪২ পৃ.।
১৬. আবু সুলায়মান রিবাঈ, ওয়াছাইয়াল ওলামা ১/৪০ পৃ.।

সিপাহী জিহাদউত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি

-অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী

পাক-হিন্দ ভূভাগের মুসলিম জাতির আযাদী আন্দোলন কোনকালেই একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছিলোনা। শুরু থেকেই মুসলিম জাতির আযাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো বিদেশী সামাজ্যবাদীর শাসনমুক্ত ইসলামী শরীয়াতের (আইন) বিধান অনুযায়ী পরিচালিত একটা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে মুসলিম জাতির আযাদী আন্দোলনের বীর মুজাহিদ দল কখনো সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা কখনওবা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা আযাদী হাসিল করতে চেয়েছেন। এই আযাদী আন্দোলন তাদের নিকট ছিলো ইসলামী জীবনধারাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সামগ্রিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই মুসলিম মুজাহিদদের কেউ কেউ অধ্যয়ন ও ইজতিহাদকেই জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ আল-কুরআনের ভাষ্যরচনা ও প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কেউবা হাদীছের অধ্যাপনায় জান কোরবান করে দিয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায়, পাক-হিন্দ ভূভাগের মুসলিম জাতির আযাদী আন্দোলন তখন প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এই প্রস্তুতিপর্বের অগ্রনায়ক ছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী। এই পর্বের একটা স্তরে মুসলিম আযাদী আন্দোলন সশস্ত্র জিহাদে রুপান্তরিত হয়। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এবং হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ ছিলেন এই সশস্ত্র জিহাদের কর্ণধার। শিখ, বৃটিশ ও হিন্দু অর্থ্যাৎ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় চরম বিরোধী ত্রয়ীশক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলিমদের জিহাদ আন্দোলন কিছু দিনের জন্যে ব্যাহত হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম জিহাদী শক্তি কোনদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। কেননা জিহাদ অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুসলিম জাতির প্রতিদিনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকে।

জিহাদ আন্দোলন তথা মুহাম্মদী আন্দোলন

আদর্শের দিক থেকে পাক-হিন্দ ভূভাগের প্রথম জিহাদ আন্দোলনটিকে বলা হয়েছে 'তরীকা-ই মুহাম্মদী' আন্দোলন। কেননা আন্দোলনকারীগণ মুহাম্মাদের (দঃ) তরীকা (পথ) তথা বাণী ও আচরণের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই আন্দোলনকে হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন বা আহ্‌ল-ই-হাদীছ আন্দোলন বলা চলে। এই আন্দোলনের একটা সামগ্রিক কর্মসূচী ছিলো। এই কর্মসূচীটি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ-

(ক) আল-কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন গড়ে তোলা।

(খ) ইসলামী চিন্তাস্বাধীনতাকে (ইজতিহাদ) সব যুগের জন্য উন্মুক্ত রাখা।

(গ) ইসলামের শাশ্বত আর্দশের ভিত্তিতে বিশ্ব মুসলিমের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। এই জন্যেই এ আন্দোলন গণভিত্তিতে গড়ে উঠতে পেরেছিলো।

(ঘ) ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সামগ্রিক জিহাদ পরিচালনা করা এবং খিলাফতে-রাশিদার আদর্শে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করা (এজন্যেই এই আন্দোলনকারীরা বৃটিশ, শিখ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন।)

(ঙ) মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত মাযহাবী (দলীয়) অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করা এবং কোরআন ও হাদীছের আলোকে ইজতিহাদের মারফৎ ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান করা।

(চ) ইসলামি তমদ্দুনের সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করণ।

(ছ) 'শিরক' (বহুত্ববাদ) ও বিদ্‌আত তথা সামাজিক কুসংস্কার ও গতানুগতিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করা।

এই সামগ্রিক আন্দোলনের কর্মসূচীতে জিহাদ আন্দোলন একটি দিকমাত্র। সাধারণভাবে সেদিকটা সম্পর্কেই আমরা কিছুটা ওয়াকিফহাল। আমাদের নিকট এই দিকটি বৃটিশ কথিত 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত। কিন্তু আজ পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার তাকিদে এই আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ সামান্য। তবু আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে এই আন্দোলনের সাময়িক প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলো। পরবর্তী সমস্ত আযাদী আন্দোলনেই তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩১ সালের বালাকোটের প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানই যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী জিহাদের অগ্রদূত, ইতিহাসের সন্ধানী পাঠকের নিকট তা অবিদিত নয়।

জিহাদ আন্দোলন বনাম সিপাহী জিহাদ

সিপাহী জিহাদ যে দাবদাহের সৃষ্টি করে, তার উত্তাপ পূর্ববর্তী জিহাদ আন্দোলনের তুলনায় প্রচণ্ড মনে হলেও প্রকৃতবিচারে সিপাহী আন্দোলন জিহাদ পূর্বোক্ত মুসলিম জিহাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সাফল্য অর্জন করেছে। কেননা প্রথমোক্ত জিহাদটি পরিচালিত হয়েছিলো 'খিলাফতে রাশিদার' আদর্শে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে। জিহাদ পরিচালনাকারী নেতৃত্ব যদি আদর্শস্থির এবং অবিচল না হতেন, তাহলে হয়তো পাক-হিন্দ ভূভাগের পশ্চিমপ্রান্তে বৃটিশ প্রভাবাধীন একটি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্র আমরা আজ পর্যন্ত বিরাজমান দেখতে পেতাম। কিন্তু জিহাদকারীরা চেয়েছিলেন পূর্ণাংগ আযাদ খিলাফত। তাই তাঁরা আপাততঃ ব্যর্থ হলেও আদর্শনিষ্ঠার যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা পরবর্তী কালের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সেনানীদের প্রেরণা স্বরূপ হতে পেরেছে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ সুস্পষ্ট আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয়নি। পূর্ববর্তী জিহাদ আন্দোলনের ব্যর্থতায় সমগ্র দেশব্যাপী যেসব মুজাহিদ অসহিষ্ণু এবং ধৈর্যহীন

হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের এক বৃহত্তর অংশ এই সিপাহী জিহাদের বিভিন্ন পর্যায়ে শামিল হয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য নিঃসন্দেহে ছিলো সিপাহী সংগ্রামের মারফত পাক-হিন্দ ভূভাগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সিপাহী জিহাদের নেতৃত্বের এক অংশ ভেঙ্গে পড়া পুরানো মোগল 'সাম্রাজ্যের' পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখতেন। এই অংশই দিল্লীর নামমাত্র গোদ্দিনশীন বাহাদুর শাহকে পাক হিন্দের বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। সিপাহী বিদ্রোহ সফল হলে এই দু'ধরণের মনোভঙ্গীর মধ্যে হয়তো একটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হতো। কেননা পূর্ববর্তী ইসলামী আন্দোলন দেশের জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনা অনেকাংশে জাগ্রত করতে পেরেছিলো।

এই চেতনা মোগল রাজতন্ত্রের ধ্বংসের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিলো। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে আরো কতিপয় ধরণের মুক্তিসেনানীর সমাবেশ ঘটেছিলো। এদের মধ্যে বিশেষভাবে মারাঠা শক্তির কথা বলা যেতে পারে। এই শক্তির লক্ষ্য ছিল মুসলিম শক্তির সহযোগিতায় বৃটিশ বিতাড়ন করে দেশের 'শিবাজী মতবাদের' ভিত্তিতে বৃহত্তর মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা। সিপাহী জিহাদে বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ব্যক্তিদের বৃটিশ বিতাড়ন নীতির নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে এক আশ্চর্য মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছিলো। এই 'আশ্চর্য মিলনই' প্রকৃতপ্রস্তাবে সিপাহী জিহাদের ব্যর্থতার মূল কারণ। কারণ এতে করেই আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারেনি। আদর্শগত দৃষ্টিভংগি এবং নেতৃত্বের ঐক্যের দিক থেকে নিঃসন্দেহে সিপাহী জিহাদের পূর্ববর্তী মুসলিম সশস্ত্র অভ্যুত্থান অধিকতর স্বার্থকতা হাসিল করে।

সিপাহী জিহাদের স্বার্থকতা

কিন্তু তাহলে সিপাহী জিহাদ একেবারে ব্যর্থ হয়েছে এ কথা বলা চলেনা। আযাদী-পাগল মুসলিমগণের যে অভিব্যক্তি সিপাহী জিহাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা শুধুমাত্র মুসলিম সিপাহীদের মধ্যেই। সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার দুর্বার আকাংখায় তারা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। পরাধীনতার গ্লানি মুসলিম জীবন ও মানসিকতাকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো, হিন্দু সমাজকে ততখানি আলোড়িত করতে পারেনি। কারণ হিন্দু সমাজ বৃটিশ আবির্ভাবকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ধরে নিয়েছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাঞ্জাবের শিখরাও সিপাহী সংগ্রামের যোগদান করেনি। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের স্বাধীন শিখরাজ্য ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করলেন। মাত্র আট বৎসরের মধ্যেই যে শিখ জাতির মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা বিদূরিত হয়ে গিয়েছিলো, তা বিশ্বাস করা মুশকিল। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা সিপাহী সংগ্রামের পূর্ববর্তী মুজাহিদ আন্দোলনের মধ্যেই এর কারণ নিহিত পাই। শিখদের নিকট বৃটিশ কথিত ওয়াহাবীরাই বৃটিশ অপেক্ষা অধিকতর বড় শত্রু ছিলো। আর সিপাহী বিপ্লবেও সেই পূর্বতন জিহাদপন্থীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এজন্যই শিখরা সিপাহী সংগ্রামে শামিল হয়নি। যাহোক সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এ কথাই বলতে চাই যে, জাতি হিসেবে সিপাহী জিহাদ মুসলমানরাই পরিচালনা করেন এবং জিহাদের অবসানে সামগ্রিকভাবে মুসলমানরাই এর ফল ভোগ করেন। কিন্তু জিহাদ বৃথা যায়নি। মুসলিম জাতি হিন্দু এবং শিখদের পশ্চাতপসারণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে। হিন্দু সমাজ যেখানে রাজশক্তির পরিবর্ত্তনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিল, মুসলমানরা তা না পারলেও পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করে আযাদীর জন্য নতুন অধ্যায় রচনা করবার কাজে তাঁরাও এগিয়ে এলেন। সুতরাং জিহাদোত্তর কালকে মুসলিম রেনেসাঁর যুগ বলা যেতে পারে। নতুন উদ্যোগ, নতুন আয়োজন, শিক্ষার পুনর্গঠন, ইসলামী ইতিহাসের অনুশীলন, চিন্তাধারার পুনর্বিন্যাস- মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধ এবং মুসলিম জাতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি– এসবই হচ্ছে সিপাহী জিহাদোত্তর কালের মুসলিম রেনেসাঁর অবদান। বক্ষমান প্রবন্ধে আমি সে বিষয়েই আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন

মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দু-সমাজের মধ্যে ধর্মীয় পুনরুত্থান আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। মুসলিম সমাজের পূর্বোক্ত মুহাম্মদী আন্দোলন ও পরবর্তী রেনেসাঁ আন্দোলন যেমন মুসলিম জাতিত্ববোধের অগ্রদূত, তেমনি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন হিন্দু জাতিত্ববোধের অগ্রদূত। মুসলিম সমাজের জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাই আমাদেরকে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কেও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বৃটিশ শাসনের আওতায় ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু সমাজের এক অংশে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধরণে হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্গঠনের আকাংখা ফুটে উঠে। এ সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রাপ্ত খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হচ্ছিলেন। এর রোধকল্পে রামমোহন রায় বাংলাদেশে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন। কেশবচন্দ্র সেন 'ব্রাহ্ম সমাজকে' 'খৃস্টবিহীন খৃস্টান সমাজে' রূপান্তরিত করেন।

কিন্তু গোঁড়া সনাতনী হিন্দু সমাজ নীরবে বসে ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের 'সমাজ ও ধর্ম' রক্ষা করবার জন্যে ১৮৩৮ সালে কালীপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে 'ধর্ম সভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই প্রতিষ্ঠান হিন্দু সমাজকে সংস্কার আন্দোলনের নামে হিন্দু ধর্মকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে থাকেন। গোঁড়া হিন্দু পুনরুত্থানের এই ধারারই ব্যাপক পরিচয় পাই সিপাহী জিহাদোত্তরকালে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে গুজরাটের স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্য-সমাজ'-এর মধ্যে। আর্য-সমাজের স্লোগান ছিল 'বেদের দিকে প্রত্যাবর্তন কর'। এই সমাজ খৃস্টধর্মের বিরোধী হলেও ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করাই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে এই 'আর্য-সমাজ' ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।

স্বামী দয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বাংলার ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। তা তাঁর প্রধান শীর্ষ বিবেকান্দ বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠন করবার জন্যে আহ্বান জানান। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন। বহির্জগতে হিন্দু ধর্মের মর্যাদা বর্ধনার্থ তিনি ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে 'শিকাগোতে' 'বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে' যোগদান করেন। হিন্দু সমাজকে বলিষ্ঠ জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ

করবার জন্যে তিনি তাদেরকে উপনিষদের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৯০২ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম বিষয়ে হয়তো উদার ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল- For our own motherland a junction of the two great system, Hindoism and Islam Vedanta brain and Islam body is the only hope. বিবেকানন্দের পত্রাবলী থেকে পণ্ডিত নেহরুর 'The discovery of India গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পত্রের অংশ বিশেষে আমরা বিবেকানন্দের উল্লিখিত আশির্বাদের পরিচয় পাই। তিনি আরো বলেন– I see in my minds eye the future perfect India rising out of this code and strife, glorious and invincable with Vedanta brain and Islam body.

ইসলাম সম্পর্কে সামান্য ধারণাও যার রয়েছে তিনি বিবেকানন্দের উদ্ধৃত উক্তির সঙ্গে একমত হতে পারেননা। কিন্তু তা পারুন আর নাই পারুন বিবেকানন্দ যেভাবে ইসলামকে হিন্দুত্ববাদের আওতায় টেনে নিতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় পরবর্তী রাজনীতিতে তার প্রভাব অত্যন্ত প্রবলভাবে অনুভূত হয়। হিন্দু কংগ্রেস তথা মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে হিন্দু জাতির মধ্যে নিমজ্জিত করে দেওয়ার যে মতলব চালিয়েছিলেন, তাঁর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি কি, আমরা বিবেকানন্দ ও অন্যান্য হিন্দু সংস্কার-আন্দোলন গুলোর মধ্যেই পাচ্ছি। অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনসমূহের মধ্যে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বোম্বের প্রার্থনা সমাজ, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের ব্রহ্মজ্ঞান সমিতি (Theosophical Society) প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত আন্দোলনই ভারতীয় হিন্দু রাজনীতির জন্মদাতা। এস, আর, শর্মা লিখিত 'The making of modern India'র একটা উদ্বৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তিনি বলেন- It is common knowledge that be establishment of important political powers like those of the Marathas and the Sikhs where preceded by by great religious movements. Hence it is not be wondered that the birth of modern. 'swaraj movement' too was preceded by a vigorous religious revial. P 571

এখানে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সিপাহী জিহাদের পরবর্তী হিন্দু রাজনীতিকে এই হিন্দু সংস্কার আন্দোলন যতই প্রভাবান্বিত করতে থাকে, মুসলিম সমাজ ততই ইসলামী তমদ্দুনের প্রতি অধিকতর সচেতন হতে থাকে। উপরন্তু সিপাহী জিহাদপূর্ববর্তী যে ইসলামী আন্দোলনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার প্রভাবও মুসলিম সমাজে ততই কার্যকরী হতে থাকে। তদুপরি খৃস্টান মিশনারীদের মোকাবিলায় মুসলমান সমাজেও ধর্মীয় আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এতে করে হিন্দু সমাজ হিন্দুত্ববাদের ভিত্তিতে এবং মুসলিম সমাজ ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি সচেতনতার ভিত্তিতে সংগঠিত হতে থাকে। পাক-ভারতের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল।

সিপাহী জিহাদের সমকালীন সামাজিক অবস্থা

পাক-হিন্দের মুসলমান জাতি যখন মুহম্মাদী আন্দোলন ও সিপাহী জিহাদ নিয়ে ব্যস্ত, এ দেশের হিন্দু জনসাধারণ তখন ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলে যখন ইংরেজীকে ভারতের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করলেন, মুসলমানরা তখন ফারসীর মর্যাদা নষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ। মিশনারী স্কুলসমূহে হিন্দু ছাত্ররা যখন ব্যাপকভাবে ভর্তি হচ্ছে, হিন্দু কলেজে যখন তারা উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করছে, মুসলমানরা তখন ইংরেজী বর্জনের নীতি অবলম্বন করেছেন। এইভাবে অসহযোগিতার মারফত ইংরাজ শাসনকে বানচাল করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন পাক-হিন্দের মুসলিম জাতি সিপাহী জিহাদে মত্ত্ব তখন কোলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হচ্ছে এবং হিন্দু সমাজ ইংরাজীতে সর্বোচ্চ শিক্ষাগ্রহণ গ্রহণের আয়োজন করছেন।

পাক-হিন্দের পূর্বতন শাসক সমাজকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করাই ছিলো তদানীন্তন ব্রিটিশ নীতি। মোগল আমল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বহু লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি প্রধানত: মুসলমানদের অধিকারভুক্ত ছিলো। ইংরেজ-শাসনে এই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হলো। তারপরে মুসলিম সমাজ দু'দিক থেকেই চরম দুর্গতির সম্মুখীন হলেন। প্রথমতঃ তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছিলো। দ্বিতীয়ত সমস্ত সম্পত্তি প্রধানতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই নির্ধারিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত হওয়ায় মুসলিম সমাজ তাদের সাবেক শিক্ষা থেকেও চরমভাবে বঞ্চিত হলেন ।

এই বিপর্যয় মুসলমানদেরকে সিপাহী জিহাদের দিকে ঠেলে দেয়। তখনকার হিন্দু সমাজের চিত্রটি পণ্ডিত নেহেরু সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, হিন্দুরা তখন Looked up with admiration towards England and hoped to advance with her help and in cooperation with her *(The discovery of India-p. 276)*.

সিপাহী জিহাদের প্রতি হিন্দু মনোভাবটি পণ্ডিত নেহরুর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই সুন্দর ফুটে উঠেছে, Not by fighting for a lost cause, the fendal order, mould freedom come. The making of Modern India গ্রন্থের লেখক এস, আর, শর্মা সিপাহী জিহাদে যারা যোগদান করেননি, তাদের সম্পর্কে বলেছেন- They were the indiret makers of modern India *(P. 483)*.

সিপাহী বিপ্লবের পরবর্তী কালে ইংরাজরা স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম-নির্যাতন নীতি অবলম্বন করে এবং হিন্দু সমাজকে নিজেদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠার বাহন হিসেবে পাওয়ার চেষ্টায় সার্থক হয়। সিপাহী জিহাদের পর সেনাবাহিনীতে মুসলিম প্রবেশ অসম্ভব হয়ে উঠে। সিপাহী যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতা করায় শিখ, অর্থারাজপুত প্রভৃতি শ্রেণী স্থায়ীভাবে সামরিক সম্প্রদায় বলে ইংরেজদের নিকট স্বীকৃতি লাভ করে। সরকারী চাকুরীর দ্বার মুসলমানদের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাবঞ্চিত, আর্থিক দুরবস্থায় নিপতিত, সরকারী কোপে নির্যাতিত মুসলিম সমাজ তার এই দুর্যোগ মুহূর্তে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলো। ঠিক এই সময়ে সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হলেন। *(ক্রমশঃ)*

ফিলিস্তীনী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও হামাস

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

উপস্থাপনা : ফিলিস্তীন একসময় ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানীয়রা পরাজয়ের পর ব্রিটেন ফিলিস্তীনের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তখন ফিলিস্তীনে যারা থাকত তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আরব, সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু ইহূদী। কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্রিটেনকে দায়িত্ব দিল ইহূদী জনগোষ্ঠীর জন্য ফিলিস্তীনে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। তখন থেকেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করল। ইহূদীরা এই অঞ্চলকে তাদের পূর্বপুরুষদের দেশ বলে দাবী করে বসল। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ দশকের মধ্যে ইউরোপ থেকে দলে দলে ইহূদীরা ফিলিস্তীনে যেতে শুরু করলে এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। ইউরোপে ইহূদী নিপীড়ন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়ংকর ইহূদী নিধনযজ্ঞের পর সেখান থেকে পালিয়ে এরা নতুন এক মাতৃভূমি তৈরীর স্বপ্ন দেখছিল। বিশেষ করে ১৯৩০ এর দশকে ইহূদীরা ইউরোপ থেকে এসে কৃষি খামার গড়ে তুলতে থাকে। বিশেষত ১৯৩৩ সালের পর যখন জার্মানির শাসক হিটলারের কঠোরতার প্রেক্ষিতে হাযার হাযার ইহূদী সেখানে আসতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে ইহূদীদের সাথে ফিলিস্তীনী আরবদের মোটামুটি ভাল সম্পর্ক থাকলেও ধীরে ধীরে মুসলিমরা বুঝতে থাকে যে ইহূদীরা এসে জমি ক্রয় করছে আর তারা তাদের জমি হারাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তীনকে ইহূদী ও আরবের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভোট দেয় ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটেন যখন ফিলিস্তীন ছেড়ে যায়, সেদিনই ইহূদীরা নিজস্ব রাষ্ট্র ইস্রাঈলের ঘোষণা দেয়। ফলে দিনটিকে ফিলিস্তীনীরা 'আল-নাকবা' (النكبة) বা বিপর্যয়ের দিন হিসাবে দেখে।

হামাস প্রতিষ্ঠা : حماس 'হামাস' আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ উদ্যম, সাহস, উদ্দীপনা, বীরত্ব। আর এর পূর্ণ রূপ হ'ল حركة المقاومة الاسلامية 'হারাকাতুল মুকাওয়ামাহ আল-ইসলামিয়াহ' বা 'ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন'। হামাসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৭ সালে। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসীন (১৯৩৬-২০০৪)। এ গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল যখন প্রথম ইন্তিফাদা বা সংগ্রামের অংশ ও মুসলিম ব্রাদারহুডের ফিলিস্তীনী শাখা হিসাবে।

ফিলিস্তীনে হামাসের অবস্থান ও হামাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য : সংগঠনটির সনদ অনুযায়ী তারা ইস্রাঈলকে ধ্বংস করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আর তাদের চাওয়া হ'ল, ফিলিস্তীন রাষ্ট্র হবে বর্তমান ইস্রাঈল, গাযা ও পশ্চিম তীর নিয়ে গঠিত একক ইসলামী রাষ্ট্র। এজন্য হামাস গোষ্ঠীর প্রতি ফিলিস্তীনীদের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। কারণ হামাস কট্টর ইস্রাঈল বিরোধী। হামাসের জনহিতকর কর্মসূচীর জন্যও গোষ্ঠীটি ফিলিস্তীনীদের কাছে জনপ্রিয়।

ইন্তিফাদা কী : আরব-ইস্রাঈলী যুদ্ধের ২০ বছর পর ১৯৮৭ সালের শেষদিকে শুরু হয় ফিলিস্তীনীদের এক সংগ্রাম। সে সময় থেকে ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির মধ্য দিয়ে সে দফায় ইন্তিফাদার অবসান ঘটে। হামাস অবশ্য তখন থেকেই সেই চুক্তির বিরোধিতা করেছে। এটিই 'প্রথম ইন্তেফাদা' বা প্রথম গণজাগরণের আন্দোলন হিসাবে পরিচিত। ২০০০ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় দফা ইন্তিফাদা। প্রেক্ষাপট ছিল ইস্রাঈলের বিরোধী দল লিকুদ পার্টির তৎকালীন নেতা অ্যারিয়েল শ্যারনের আল-আকসা মসজিদে সফরকে কেন্দ্র করে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে হঠাৎ করে কড়া নিরাপত্তায় তার আল-আকসা কম্পাউণ্ডে সফরকে উস্কানি হিসাবে দেখা হয়। এর ফলে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং হাযার হাযার ফিলিস্তীনী পথে নেমে আসে। পুরো ফিলিস্তীনেই সেই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত চলা দ্বিতীয় সে ইন্তিফাদায় মারা যায় ৩৩৯২ জন ফিলিস্তীনী আর ৯৯৬ জন ইস্রাঈলী। এবারের হামাসের হামলার প্রেক্ষাপট দেখে তৃতীয় ইন্তিফাদার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হামাসের ক্রমবিকাশ : মুসলিম ব্রাদারহুডের 'মুজাম্মা আল-ইসলামিয়া' সমাজসেবামূলক সংগঠনের নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসীন প্রায় দুই দশকের দমন পীড়নের পর ১৯৭৮ সালে প্রথম খোলামেলাভাবে কাজ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে সংগঠনটি সমাজসেবা, মসজিদ নির্মাণ, ইসলামিক শিক্ষা প্রদানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যেই কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রাখে। ১৯৮০-র দশকে ফিলিস্তীন, বিশেষ করে গাযায় ফাতাহ বা পিএলও-এর মত সংগঠনের পরিবর্তে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। গাযায় ব্রাদারহুডের এই সাফল্য লাভের আরও একটি কারণ ছিল। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ফিলিস্তীনের মুসলিম ব্রাদারহুড যেখানে শুধুই ফিলিস্তীনী সমাজের ইসলামীকরণের প্রচেষ্টার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল, কিন্তু গাযাতে ধীর স্থিরভাবে সংগঠনগুলি মূল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারাতেও অংশগ্রহণ করছিল। তাই ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ইন্তিফাদার সময় গাযা শাখায় প্রথম সামাজিক সংগঠন থেকে সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পদক্ষেপ নেয়। শেখ আহমাদ ইয়াসীন, মাহমুদ আল-যাহারের মত নেতাদের হাত ধরে জন্ম নেয় হামাস।

ফাতাহ, পিএলও ও পিনও : পঞ্চাশের দশকে গঠন হওয়া ফিলিস্তীনের গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক দল ফাতাহ। দলটি গঠনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন ইয়াসির আরাফাত। এখানে আরেকটি নাম আসে আরব রাষ্ট্রদের গঠিত পিএলও

বা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন। এটি গঠন হয়েছিল ১৯৬৪ সালে যার উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তীনীদের অধিকার আদায়ে কাজ করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা। ইয়াসির আরাফাত চেয়ারম্যান হিসাবে যোগ দেন ১৯৬৯ সালে। ফিলিস্তীনের মুক্তির উদ্দেশ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধ দিয়ে ফাতাহ দলটির শুরু হলেও পরবর্তীতে তাদের দ্বিরাষ্ট্র তত্ত্বে সমর্থন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা আপস করতে দেখা যায়। যা মানতে পারেনি হামাস। এমনকি আশির দশকেই পিএলও থেকে কিছু অংশ বের হয়ে যায়। কারণ তাদের দৃষ্টিতে ফাতাহ অনেকটাই অকার্যকর, দুর্নীতিগ্রস্ত বা অতি মধ্যপন্থী হিসাবে ধরা দিচ্ছিল। ফাতাহ, পিএলও এবং ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ অনেকটাই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ যাদের বলা হচ্ছে তারা প্যালেস্টাইন অথরিটি বা প্যালেস্টিনিয়ান ন্যাশনাল অথরিটি (পিএনএ) নামেও পরিচিত। যদিও কোনো পক্ষই ফিলিস্তীনের জন্য খুব কার্যকর বা জনপ্রিয় কিছু করতে পারেনি।

হামাস, ফাতাহ ও ইস্রাঈল দ্বন্দ্ব : ইয়াসির আরাফতের মৃত্যু পরবর্তী যে বিশাল রাজনৈতিক শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাজে লাগিয়েই হামাস ২০০৬ সালে ফিলিস্তীনের সংসদ নির্বাচনে ১৩২টি আসনের মধ্যে ৭৪টি আসনে বিশালভাবে জয়লাভ করে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় চির প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ গোষ্ঠী। প্রথমবারের মত নির্বাচনে জয়লাভের দুই মাস পরে ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করে। হামাসের এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ চার দশকের ফিলিস্তীনী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রধান চালিকাশক্তি পিএলওর জন্য ছিল এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক, আদর্শগত ও নৈতিক পরাজয়।

কিছুদিনের মধ্যেই ফাতাহ-এর সঙ্গে উত্তেজনা চরমে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইস্রাঈলের কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বয়কটের কারণে। হামাসের নেতৃত্বাধীন এই সরকারকে পশ্চিমা বিশ্ব কখনও স্বীকৃতি দেয় নি। পশ্চিমারা ফিলিস্তীনী এই ইসলামী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করে। পশ্চিমারা হামাসকে তার হিংসাত্মক তৎপরতা পরিত্যাগের দাবি করে। পশ্চিমারা আরো দাবি করে ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি দিতে হবে হামাসকে এবং অতীতের কয়েকটি শান্তি চুক্তি মেনে নিতে হবে। কিন্তু হামাস তা প্রত্যাখ্যান করে।

প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ গোষ্ঠীর সঙ্গে হামাসের উত্তেজনা এক পর্যায়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে যে শেষ পর্যন্ত হানিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের ১৫ জুন হামাস গাযার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ফাতাহ সমর্থকদের বিতাড়িত করে। এর তিন মাস পর ইস্রাঈল গাযা ভূ-খণ্ডকে হিংসাত্মক এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে। শুরু হয়ে যায় ইস্রাঈল ও হামাসের মধ্যে সংঘর্ষ। এক সময় দুই পক্ষের মাঝে অস্ত্র-বিরতি ঘটে। কিন্তু তার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আবারো ইস্রাঈল ও হামাসের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

হামাসের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা

১. শেখ আহমাদ ইয়াসীন : শেখ আহমাদ ইয়াসীন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালে। পাঁচ বছর বয়সে হারান স্নেহময়ী পিতাকে। এতিম অবস্থায় বেড়ে উঠেন মাতৃভূমি জুরা আসকালানে। সেখানেই সমাপ্ত করেন প্রাথমিক শিক্ষা। এ সময় তিনি দেখেন ফিলিস্তীনে ইহূদী অভিবাসন চিত্র। প্রত্যক্ষ করেন প্রতিরোধ আন্দোলনের নানা প্রেক্ষাপট। দেখেন ১৯৪৮ সালের আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের ব্যর্থতার চিত্র। এসব ঘটনা তার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ ইয়াসীন ছিলেন পঙ্গু। তিনি ১৬ বছর বয়সে বন্ধুদের সাথে খেলার সময় বেকায়দায় পড়ে ভেঙে যায় ঘাড়ের হাড়। এতে আক্রান্ত হন দুরারোগ্য ব্যাধি পক্ষাঘাতে। এটি তার জীবনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও চালিয়ে যান জীবন সংগ্রাম। চালিয়ে যান পড়াশোনা। অবশেষে ১৯৫৮ সালে সমাপ্ত করেন শিক্ষার পর্ব। মন দেন অধ্যাপনায়।

১৯৫৬ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সেই রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি বলিষ্ঠ ভাষণ ও সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে গাযার বিশেষ নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে ইস্রাঈলের কাছে পরাজিত হয় আরববিশ্ব। তারা দখলে নেয় ফিলিস্তীনের গাযা, সিরিয়ার গোলান ও মিসরের সিনাই উপদ্বীপ। এ সময় তিনি জ্বলে উঠেন আপন মূর্তিতে। তখন মসজিদুল আব্বাসির খতীব তিনি। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে। মেহনত শুরু করেন জনে জনে ও ঘরে ঘরে। এ সময় তিনি নানা স্থান থেকে অনুদান সংগ্রহ করতেন। তা দিয়ে সহযোগিতা করতেন শহীদ ও বন্দী পরিবারকে। তিনি ১৯৭৮ সালে ফিলিস্তীনীদের সাহায্যের জন্য 'আল-মুজাম্মা আল ইসলামী' নামে একটি ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলতে অধিকৃত ইস্রাঈলী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। ইস্রাঈল তা মঞ্জুর করে।

১৯৮২ সালে বন্দী হন তিনি। অভিযোগ আনা হয়, তার কাছে অস্ত্র আছে। গঠন করেছেন প্রতিরোধ আন্দোলন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন ইস্রাঈলকে মিটিয়ে দেয়ার প্রতি। এসব

অভিযোগে তার ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলেও ১৯৮৫ সালেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। ইস্রাঈল ও পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ ফিলিস্তীনের বন্দী বিনিময়ের সময় তিনি মুক্তি পান। অবশেষে এলো ১৯৮৭ সাল। গঠন করেন ফিলিস্তীনের ঐতিহাসিক ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন। হামাস নামে আজ যা পরিচিত। এ সময় তিনি সঙ্গী হিসাবে নেন মুসলিম ব্রাদারহুডে প্রভাবিত গাযার কয়েকজন মুসলিম নেতাকে। এরপর তিনি শুরু করেন 'মিম্বার বিদ্রোহ'। মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন দখলদারবিরোধী আন্দোলনে। এভাবে দেশব্যাপী জ্বালিয়ে দেন প্রতিরোধের আগুন।

পরে ১৯৮৯ সালে আবার বন্দী হন দখলদার বাহিনীর হাতে। এ সময় বন্দী হয়েছিলেন হামাসের কয়েক শ' নেতা। ইসরাইলের আদালত তাকে ১৫ বছরের জেল দেয়। এভাবে তিন বছর পার হয়। ১৯৯১ সালে নতুনভাবে আবারও সাজা দেয় ইস্রাঈলের একটি আদালত। তখন হামাস প্রতিষ্ঠা ও দখলদার বাহিনীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরে ১৯৯৭ সালে তিনি মুক্তি পান। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরো প্রধান খালেদ মেশালকে হত্যাচেষ্টার পর জর্ডান ও ইস্রাঈলের মধ্যে একটি চুক্তির অধীনে তিনি মুক্তি পান। এভাবে কখনো সমরে, কখনো জেলে সময় পার করেন তিনি। পরে ২০০৪ সালের ২২ শে মার্চ ফজর পর হঠাৎ বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল গাযা উপত্যকা। মুহূর্তে পাল্টে গেল সব। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। ইহলোক ত্যাগ করলেন ঘনিষ্ঠ সাত সহচরসহ। রেখে যান প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য সোচ্চার দল হামাসকে। পদচিহ্ন রেখে যান হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে।

২. ইসমাইল হানিয়ে : ইসমাইল হানিয়ে হামাস আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান এবং ফিলিস্তীন সরকারের দশম প্রধানমন্ত্রী। আবু আল-আবদ ডাকনামের ইসমাইল আবদুস সালাম হানিয়ে ১৯৬২ সালে জন্মেছিলেন ফিলিস্তীনী শরণার্থী শিবিরে। ২০০৬ সাল থেকে তিনি ফিলিস্তীনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইস্রাঈল ১৯৮৯ সালে তাকে তিন বছর বন্দী করে রাখে। এরপর তাকে ইস্রাঈল এবং লেবাননের মধ্যকার একটি নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে তিনি ১৯৯২ সালে বেশ কয়েকজন হামাস নেতার সাথে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে কয়েকটি বছর কাটিয়েছেন। নির্বাসন থেকে ফিরে ১৯৯৭ সালে হামাস আন্দোলনের নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসীনের অফিসের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন, যা তার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে। ২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী হামাস তাকে ফিলিস্তীনের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়। এক বছর পর ফিলিস্তীনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হানিয়েকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কারণ ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেডস গাযা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আব্বাসের ফাতাহ আন্দোলনের প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করে।

ইস্রাঈল হানিয়ে তার বরখাস্তকে 'অসাংবিধানিক' বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'তার সরকার দায়িত্ব অব্যাহত রাখবে এবং ফিলিস্তীনী জনগণের প্রতি তাদের জাতীয় দায়িত্ব ছেড়ে যাবে না'। হানিয়ে এর পর বেশ কয়েকবার ফাতাহ আন্দোলনের সাথে সমঝোতার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০১৭ সালের ৬মে তিনি হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর হানিয়েকে সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে।

অন্যদিকে হামাসের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা এবং সংগঠনটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন ইসমাইল হানিয়ে। ২০২১ সালে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছরের জন্য হামাসের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। গাযায় হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের ডানহাত ছিলেন ইসমাইল হানিয়ে। বর্তমানে ইসমাইল হানিয়ে কাতারে বসবাস করছেন বলে জানা গেছে। হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফের সাথে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই গোষ্ঠীর বেশিরভাগ পাবলিক মেসেজিংয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তিনি।

৩. মাহমুদ যাহার : মাহমুদ যাহার ১৯৪৫ সালে গাযার একজন ফিলিস্তীনী বাবা এবং একজন মিশরীয় মায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিশরের ইসমাইলিয়া শহরে তার শৈশব কাটান। গাযাতেই তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল মেডিসিনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭৬ সালে জেনারেল সার্জারিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। স্নাতকের পর তার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য ইস্রাঈলী কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করার আগ পর্যন্ত তিনি গাযা এবং খান ইউনিসের হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন।

যাহারকে হামাসের অন্যতম প্রধান নেতা এবং আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হামাস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার ছয় মাস পর ১৯৮৮ সালে মাহমুদ যাহারকে ছয় মাস ইস্রাঈলী কারাগারে রাখা হয়েছিল। ১৯৯২ সালে ইস্রাঈল থেকে মারজ আল-জুহুরে নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন, যেখানে তিনি পুরো এক বছর কাটিয়েছেন।

২০০৫ সালে হামাস আন্দোলন আইনসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর থেকে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তীন সরকারকে বরখাস্ত করার আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়াহর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন যাহার। ইস্রাঈল ২০০৩ সালে গাযা শহরের রিমাল এলাকায় যাহারের বাড়িতে এফ-১৬ বিমান থেকে অর্ধটন ওজনের একটি বোমা ফেলে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। হামলায় তিনি সামান্য আহত হলেও তার বড় ছেলে খালেদের মৃত্যু হয়।

২০০৮ সালের ১৫ জানুয়ারী গাযার পূর্বে ইস্রাঈলী অভিযানে নিহত ১৮ জনের একজন ছিলেন তার দ্বিতীয় ছেলে হোসাম। হোসাম কাসাম ব্রিগেডের সদস্যও ছিলেন। 'দ্য প্রবলেম অফ আওয়ার কনটেম্পরারি সোসাইটি... আ কোরআনিক স্টাডি',

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর লেখা বইয়ের প্রতিক্রিয়ায় 'নো প্লেস আন্ডার দ্য সান' এবং 'অন ফুটপাথ' নামের উপন্যাসসহ যাহারের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক কাজ রয়েছে।

৪. খালেদ মেশাল : মেশাল হামাস আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য। খালেদ মেশাল 'আবু আল-ওয়ালিদ' ১৯৫৬ সালে সিলওয়াদের পশ্চিম তীরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারসহ কুয়েতে চলে যাওয়ার আগে তিনি সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। আর কুয়েতে যাবার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন।

১৯৯৬ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক ব্যুরোর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০০৪ সালে শেখ আহমেদ ইয়াসিনের মৃত্যুর পর এর নেতা নিযুক্ত হন। ইস্রাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ১৯৯৭ সালে মেশালকে হত্যার জন্য গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের প্রধানকে নির্দেশ দেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। মোসাদের দশজন এজেন্ট কানাডার জাল পাসপোর্ট নিয়ে জর্ডানে প্রবেশ করে। সেই সময়ে জর্ডানের নাগরিক খালেদ মেশালকে রাজধানী আম্মানের একটি রাস্তায় হাঁটার সময় বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে ইনজেকশন দেওয়া হয়। জর্ডানের কর্তৃপক্ষ হত্যা প্রচেষ্টার সন্ধান পায় এবং জড়িত দুই মোসাদ সদস্যকে গ্রেফতার করে।

জর্ডানের প্রয়াত রাজা হুসেইন ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেশালকে যে বিষাক্ত পদার্থের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিষেধক চান, কিন্তু নেতানিয়াহু প্রথমে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের হস্তক্ষেপে নেতানিয়াহুকে প্রতিষেধক সরবরাহ করতে বাধ্য করায় এই হত্যা প্রচেষ্টা একটি রাজনৈতিক মাত্রা নেয়।

মেশাল ২০১২ সালের সাত ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো গাযা উপত্যকায় যান। ১১ বছর বয়সে তিনি চলে যাওয়ার পর ফিলিস্তীনী অঞ্চলে এটাই তার প্রথম সফর ছিল। রাফাহ ক্রসিংয়ে পৌঁছানোর পর বিভিন্ন দল ও জাতীয় পর্যায়ের ফিলিস্তীনী নেতারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং গাযা শহরে পৌঁছানো পর্যন্ত ফিলিস্তীনীদের তাকে অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তার ধারে ভিড় করে। ২০১৭ সালের ৬ মে আন্দোলনের শুরা কাউন্সিল খালেদ মেশালকে রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করে।

৫. ইয়াহইয়া ইব্রাহীম আল-সিনওয়ার : ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিনওয়ারের নাম 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের' কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। হামাস আন্দোলনের নেতা এবং গাযা উপত্যকার রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান ইয়াহিয়া ইব্রাহীম আল-সিনওয়ার ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মাজদ' নামে পরিচিত হামাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। এটি মূলত সন্দেহভাজন ইস্রাঈলী এজেন্টদের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা এবং ইস্রাঈলী গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের টার্গেট করার মতো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয় পরিচালনা করে। সিনওয়ারকে তিনবার গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৮২ সালে প্রথমবার আটকের পর ইস্রাঈলী বাহিনী তাকে চার মাস প্রশাসনিক কারাগারে রাখে।

১৯৮৮ সালে সিনওয়ারকে তৃতীয়বার গ্রেফতার করা হয় এবং চারটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সিনওয়ার যখন কারাবাসে ছিলেন, তখন ইস্রাঈলী সৈনিক গিলাদ শালিতের ট্যাঙ্কটি হামাসের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয় এবং ওই ইস্রাঈলী সৈন্যকে জিম্মি করা হয়। শালিতকে বলা হত 'সবার মানুষ', তাই ইস্রাঈলকে তার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে হয়েছিল।

'মুক্তির আনুগত্য' নামে একটি বন্দী বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে এটা ঘটে, যেখানে ফাতাহ এবং হামাস আন্দোলনের অনেক বন্দীদের সঙ্গে ইয়াহিয়া সিনওয়ারও ছিলেন। ২০১১ সালে তিনি মুক্তি পান। ইসমাইল হানিয়ের উত্তরসূরী হিসাবে ২০১৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী সিনওয়ার গাযা উপত্যকার রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান নির্বাচিত হন।

৬. আব্দুল্লাহ বারঘৌতি : বারঘৌতি ১৯৭২ সালে কুয়েতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জর্ডানে চলে যান। জর্ডানের নাগরিকত্ব পাবার আগে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন, যার ফলে তিনি বিস্ফোরক তৈরী করতে শিখেছিলেন। ফিলিস্তীনে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার কারণে তিনি পড়াশোনা শেষ করেননি।

বিস্ফোরক যন্ত্র এবং বিষাক্ত পদার্থ তৈরীতে কাজ করেছিলেন এই ইঞ্জিনিয়ার। একদিন চাচাতো ভাই বিলাল আল-বারঘোতিকে পশ্চিম তীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যান এবং তার দক্ষতা দেখানোর আগ পর্যন্ত তার আশেপাশের কেউই বিস্ফোরক তৈরীর বিষয়ে তার দক্ষতা সম্পর্কে জানত না। বিলাল তার কমান্ডারকে এবিষয়ে বলার পর আব্দুল্লাহ বারখোতিকে কাসাম ব্রিগেডসের দলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বারঘৌতি তার শহরের একটি গুদামে সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য বিশেষ কারখানা স্থাপন করেছিলেন। ইস্রাঈলী বিশেষ বাহিনী ২০০৩ সালে আকস্মিকভাবে তাকে গ্রেপ্তার করার পর তিন মাস জিজ্ঞাসাবাদে রাখা হয়।

বারঘৌতিকে কয়েক ডজন ইস্রাঈলীর মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করা হয়। আর তার দ্বিতীয়বার বিচারের সময় অনেক নিহতদের পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাকে ৬৭ টি বছর যাবজ্জীবন এবং ৫ হাজার ২০০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়, যা ইস্রাঈলের ইতিহাসে দীর্ঘতম সাজা। এটি সম্ভবত মানব ইতিহাসেও সর্বোচ্চ। তাকে কিছু সময়ের জন্য নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার অনশনে যাবার কারণে এটি বন্ধ করা হয়। বারঘৌতিকে 'ছায়ার রাজপুত্র' নামে ডাকা হয়। কারণ কারাগারে থাকার সময় তিনি এই নামে এই বই লিখেছিলেন। বইটিতে তিনি তার জীবন এবং অন্যান্য বন্দীদের সাথে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তার বিশদ

বিবরণ দিয়েছেন। কীভাবে তিনি ইস্রাঈলী সামরিক চেকপোস্টের মাধ্যমে বিস্ফোরক পেয়েছিলেন, কীভাবে অনেক দূরে বোমা হামলা পরিচালনা করেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন।

৭. মোহাম্মদ দেইফ : গাযা থেকে হামাস যোদ্ধাদের ইস্রাঈলে প্রবেশের জন্য নির্মিত টানেলের প্রকৌশলী ছিলেন দেইফ। তিনি মোহাম্মদ দিয়াব আল-মাসরি, যার ডাক নাম 'আবু খালেদ' এবং 'আল-দেইফ'। 'দ্য ক্লাউন' নামক একটি নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি 'আবু খালেদ' ডাকনামে পরিচিত হন, যেখানে তিনি মধ্যযুগের প্রথম দিককার উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব 'আবু খালেদের' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আরবী দেইফ শব্দটির অর্থ 'অতিথি'। এই ডাকনামটি বেছে নেয়ার কারণ ছিল তিনি ইস্রাঈলীদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি একটি জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেন না। আর প্রতি রাতে নতুন কোন জায়গায় ঘুমাতেন।

তিনি হামাস আন্দোলনের সামরিক শাখা 'ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেডে'র নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৬৫ সালে গাযায় জন্মগ্রহণ করেন। ফিলিস্তীনীদের কাছে তিনি 'মাস্টারমাইণ্ড' হিসাবে এবং ইস্রাঈলীদের কাছে 'মৃত্যুর মানুষ' বা 'নয়টি জীবন নিয়ে জন্মানো যোদ্ধা' হিসাবে পরিচিত। তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব গাযা থেকে জীববিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। হামাস প্রতিষ্ঠা ঘোষণা পর তিনি বিনা দ্বিধায় এই দলে যোগ দেন। ইস্রাঈলী কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৮৯ সালে গ্রেপ্তার করে, আর হামাসের সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করার অভিযোগে বিনা বিচারে ১৬ মাস কারাগারে কাটিয়েছেন। কারাবাসের সময় জাকারিয়া আল-শোরবাগী এবং ছালাহ শেহাদেহর সাথে মিলে ইস্রাঈলী সৈন্যদের বন্দী করার লক্ষ্যে হামাস থেকে আলাদা একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সম্মত হন দেইফ যা পরে 'আল-কাসাম ব্রিগেডস' হয়ে ওঠে।

দেইফ কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর 'ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেডস একটি সামরিক সংগঠন হিসাবে আবির্ভূত হয়, যেখানে অন্যান্য কাসাম নেতাদের সাথে এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেইফ অগ্রভাগে ছিলেন। দেইফ গাযা থেকে হামাস যোদ্ধাদের ইস্রাঈলে প্রবেশের জন্য নির্মিত টানেলের প্রকৌশলী ছিলেন এবং একইসঙ্গে বড় সংখ্যক রকেট উৎক্ষেপণের কৌশল গ্রহীতাদের একজন ছিলেন।

ইস্রাঈল তাকে ২০০০ সালে গ্রেপ্তার ও বন্দী করে, কিন্তু 'দ্বিতীয় ইন্তিফাদা'র শুরুতে তিনি বন্দীদশা থেকে পালাতে সক্ষম হন, আর তারপর নিজের খুব সামান্য ছাপই তিনি ফেলে গেছেন। তাকে হত্যা করার সবচেয়ে গুরুতর প্রচেষ্টা হয়েছিল ২০০২ সালে, যেটা থেকে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও নিজের একটি চোখ হারান।

ইস্রাঈলের তথ্যমতে, তিনি তার একটি পা এবং একটি হাতও হারিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকবার হত্যা প্রচেষ্টার পর বেঁচে থাকলেও তার কথা বলতে অসুবিধা হয়। গাযা উপত্যকায় ২০১৪ সালে ৫০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা ইস্রাঈলের আক্রমণে দেশটির সেনাবাহিনী দেইফকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেও তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে হত্যা করে। সম্প্রতি ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইস্রাঈলে হামাসের অবিশ্বাস্য হামলার পিছনে মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে তাকে বিবেচনা করা হয়।

৮. মারওয়ান ঈসা : ইস্রাঈল মারওয়ান ঈসাকে 'কথা নয়, কাজের লোক' হিসাবে বর্ণনা করে আর বলে তিনি এতটাই চালাক যে কোন প্লাস্টিককে ধাতুতে পরিণত করতে পারেন'। 'ছায়া মানুষ' এবং মোহাম্মদ দেইফের ডান হাত নামে পরিচিত মারওয়ান ঈসা ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেডসের ডেপুটি কমাণ্ডার-ইন-চিফ এবং হামাস আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যুরোর সদস্য।

ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার প্রশ্নে হামাস :

ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার প্রশ্নে হামাস সর্বদাই আপোষহীন থেকেছে এবং রাজনৈতিক সমাধানের চেয়ে সামরিক সমাধানকেই পথ ভেবেছে। এজন্য পশ্চিম তীরের ফাতাহের অহিংস আন্দোলনের বিপরীতে তারা সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে হানাদার ইহুদীদের অপতৎপরতার জবাব দিয়ে আসছে। ফিলিস্তীনী জনগণ সর্বাত্মকভাবে না হলেও তাদের একটা বড় অংশ হামাসকে সমর্থন করে। সর্বশেষ ৭ অক্টোবর ২০২৩ হামাস ইস্রাইলের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে সর্ববৃহৎ হামলা চালায়, যাতে মাত্র ২০ মিনিটে পাঁচ সহস্রাধিক মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। সর্বব্যাপী এ হামলায় নিহত হয় বহু ইসরাঈলী সেনাসহ প্রায় দেড় হাযার ইসরাঈলী। বন্দী হয় কয়েক শত। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরাঈলের মাসাধিককাল টানা বর্বরোচিত হামলায় নিহত হয়েছে দশ সহস্রাধিক ফিলিস্তীনী।

হামাস কি শী'আ?

একথা সুপরিজ্ঞাত যে, ইরান এবং লেবাননের শী'আ হিযবুল্লাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় হামাস সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফলে অনেকেই ধারণা করেন যে, হামাস শী'আ প্রভাবিত। তবে বাস্তবতা এই যে, শীআরা নিজ স্বার্থে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ইসরাঈলকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে হামাসকে ব্যবহার করে এবং সীমিতভাবে সহযোগিতা করে। শীআ হওয়ার কারণে হিযবুল্লাহকে তারা যেভাবে সরাসরি পরিচালনা করে, সেটা সুন্নী হামাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তদুপুরি সিরিয়ায় সুন্নীদের পক্ষ নেওয়ার কারণে ইরান হামাসের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। এজন্য কাতার, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ থেকেই হামাস মূল সহযোগিতা পায় বলে ধারণা করা যায়।

উপসংহার : ফিলিস্তীন মুক্তি আন্দোলন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এটি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য বেদনাদায়ক ঘটনা। এই আন্দোলন বেগবান হোক এবং বৈধ পন্থায় ফিলিস্তীনী জনগণের স্বাধিকার আদায় হোক-এটাই আমাদের কামনা। সর্বোপরি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন নিরীহ ফিলিস্তীনীদের উপর নিপীড়নকারী যালিমদের দুনিয়ার বুকে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের ব্যবস্থা করেন। আর মাযলূম ফিলিস্তীনীদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করেন।-আমীন!

মাওলানা বেলাল হোসাইন (পাবনা)

[মাওলানা বেলাল হোসাইন (৬৬) আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও পাবনা যেলা 'যুবসংঘ', 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা। তিনি পাবনা খয়েরসূতি দারুলহাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষক ও দক্ষ মুনাযের। তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর শুরুকাল থেকে অদ্যাবধি এই আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন এবং দাওয়াতী ময়দানে জিহাদী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন তাওহীদের ডাক'-এর নির্বাহী সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এর প্রথমাংশ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষাংশ এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল]

***তাওহীদের ডাক :* আপনি চাকুরী জীবনে কী কোন সমস্যায় পড়েছেন?**

মাওলানা বেলাল হোসাইন : চাকুরী জীবনে আমি দুইবার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।

(১) ১৯৯৪ সালের দিকে একবার এলাকার লোকজনসহ প্রতিষ্ঠানে মিটিং হ'ল। মিটিংয়ের বিষয়বস্তু ছিল 'যুবসংঘে'র লোক জমঈয়তের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করবে কেন? পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে 'যুবসংঘে'র ছেলেরা আমাকে মাদ্রাসায় যেতে নিষেধ করল। বললাম, আমি মিটিংয়ে অবশ্যই যাব। মার খেলেও যাব, না খেলেও যাব। মিটিংয়ে গিয়ে দেখি মারমুখী অবস্থান। কয়েকজন প্রভাবশালী লোক হুংকার দিচ্ছে। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কী হয়েছে আপনাদের? এভাবে হুংকার দিচ্ছেন কেন? তখন তারা বলল, তুমি জানো না এটা 'জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র মাদ্রাসা? এখানে 'যুবসংঘে'র কেউ চাকুরী করতে পারবে না। আমি পাল্টা জবাব দিয়ে বললাম, 'যুবসংঘ' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দেয়। জমঈয়ত কি সে দাওয়াত দেয় না? জমঈয়তের প্রতিষ্ঠানে যদি একজন মওদূদী জামায়াতপন্থী চাকুরী করতে পারে, একজন হানাফী চাকুরী করতে পারে, তাহ'লে আমি আহলেহাদীছ হয়েও কেন চাকুরী করতে পারব না? তৎকালীন মাদ্রাসার সভাপতির ছেলে বললেন, বেলাল ছাহেব সঠিক কথা বলেছেন। এখানে আমরা কে কোন দলের লোক তা দেখব না। বরং কে যোগ্য সেটাই দেখব। উনি এখানেই চাকুরী করবেন। তখন তার কথায় মিটিং ভেঙ্গে গেল। আল্লাহ ওখানেই আমাকে বহাল রাখলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

(২) করোনাকালীন সময়ে আমি কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম। তখন তারা আমার অগোচরে ষড়যন্ত্র করে আমাকে অবসর দিয়ে দেয়। সুস্থ হওয়ার পর আমি মাদ্রাসায় যাওয়ার পর শুনলাম, আমাকে অবসর দেওয়া হয়েছে। তখন আমি বললাম, আমাকে অবসর দিলে অফিসিয়াল কাগজপত্র লাগবে। মুখে মুখে তো অবসর হয় না। আমি ক্লাস করাতে থাকলাম। ইতোমধ্যে মাদ্রাসার সেক্রেটারী এসে বললেন, আপনাকে অবসর দেওয়া হয়েছে। বললাম, অফিসিয়াল একটা সিস্টেম আছে। এভাবে তো অবসর হয় না। কী কী কারণে আমাকে অবসর দিলেন সমস্ত কারণ উল্লেখ করতে হবে। উনি রেগে গিয়ে হুংকার দিতে দিতে চলে যেতে লাগলেন। আর আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিলেন। এরপর স্থানীয় এক নেতাকে ফোন দিয়ে বললেন, আপনাদের সাথে নিয়েই তো বেলালকে অবসর দেয়া হ'ল, অথচ সে মাদ্রাসায় এসেছে। তিনি তাদের চক্রান্ত বুঝতে পেরে বললেন, সেটা আমাদের ভুল হয়েছিল। এরপর তিনি স্থানীয় আরেক প্রভাবশালীকে ফোন দিলে তিনিও একই কথা বলেন। আবার মিটিং ডাকা হ'ল। মিটিংয়ে সাধারণ জনগণ এসে হাযির। বিরোধীরা বলল, এত লোকজন কেন? লোকজন উত্তর দিল, এটাতো জনগণের মাদ্রাসা, জনগণ তো আসবেই। উনাকে অবসর দিয়েছেন কেন? একজনকে অবসর দিতে হ'লে তাকে অবসর ভাতা দিতে হয়। আপনারা কি দিয়েছেন? অযথা আপনারা অবসর দিয়ে দিলেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মাদ্রাসার সহ-সভাপতি প্রাক্তন ইউ.পি চেয়ারম্যান বললেন, উনি যতদিন সক্ষম মাদ্রাসায় আসবেন এবং চাকুরী করবেন। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত আমি সুস্থভাবে পাঠদান করে যাচ্ছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি দীর্ঘদিন 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলনে'র দায়িত্ব পালন করেছেন। জনমনে সংগঠনের প্রতি আগ্রহ কেমন দেখেছেন?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : যারা ইসলাম জানতে চায়, বুঝতে চায় তাদের আগ্রহ অনেক বেশী। এক্ষেত্রে সচেতন ও জাগ্রত চিন্তাধারার মানুষের মধ্যে 'যুবসংঘে'র কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেশী।

তাওহীদের ডাক : আপনার অনেকগুলো জাগরণী প্রকাশ হয়েছে। সেগুলো লেখার পেছনে অনুপ্রেরণা পেতেন কীভাবে?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : আলহামদুলিল্লাহ আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর জাগরণী বইয়ের প্রথম জাগরণীটা আমারই লেখা। আমি সমসাময়িক বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে জাগরণী লিখেছি। একেকটা জাগরণীর পেছনে একেক রকম ঘটনা রয়েছে। সে সমস্ত ঘটনাবলীই মূলত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি মনে করি, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে হক পৌঁছানো যায়; তার চেয়ে সাহিত্যিক মাধুর্য মিশিয়ে অল্প কথায় অর্থবোধক কবিতা কিংবা জাগরণীর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে দ্রুত আঘাত করা যায়। আমি আমার সামান্য জ্ঞান দিয়ে সেই চেষ্টা করি।

তাওহীদের ডাক : এখন পর্যন্ত আপনার কতগুলো কবিতা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : আমি তৃতীয় শ্রেণী থেকে কবিতা লিখি। ছোট-বড় অনেক কবিতা লিখেছি। আমার লেখা কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। এমনকি বহু কবিতা আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার জীবনের কোন স্মরণীয় ঘটনা আছে কি?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : (১) আমি পুষ্পপাড়া নামক এক জায়গায় 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াতী কাজে যাই। সেখানে এক মাদ্রাসায় একজন নামকরা বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। শোনা যেত তিনি ত্রিপুরার অধিবাসী, জাদরেল হানাফী, অনেক অভিজ্ঞ এবং বিশাল জ্ঞানী মানুষ। তাকে সবাই ত্রিপুরার হুজুর নামেই জানত। তার কাছে আমি দাওয়াত নিয়ে গেলে তিনি খুব খুশী হ'লেন। ছাত্রদের ডেকে বললেন, দেখ হক মুসলমান এখানে এসেছে। এরা সঠিক ইসলামের অনুসারী। কুরআন ও হাদীছ ভিন্ন কিছুই আমল করে না। ওখানে প্রোগ্রাম শেষ করে আসতে রাত প্রায় ৯টা অথবা সাড়ে ৯টা বেজে গেল। এদিকে রাস্তায় আমাদেরকে মারার জন্য একদল মাস্তান পিছু লাগল। তারা কারা ছিল আমি আজও জানতে পারিনি। পুষ্পপাড়া থেকে কিছুদূর যেতেই বড় মাঠ। কয়েক মাইল ফাঁকা। আশেপাশে কোন ঘর-বাড়ী নেই। মাইক্রো দু'টি সামান্য ফাঁকা রেখে রাস্তা আটকিয়েছে। আমি ১১০ সিসি হোণ্ডা নিয়ে গিয়েছিলাম। হোণ্ডার আলো খুব ভাল ছিল। দেখলাম, সেই ফাঁকা জায়গায় চকচকে ধারালো ছুরি নিয়ে লম্বা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলছে, থামো থামো। আমি চিন্তা করলাম, আজ তো আমার মৃত্যু নিশ্চিত। আমি যদি মরে যাই তাহ'লে তো কোন লাভ হ'ল না। বরং ডাকাতকে মেরেই মরবো। আমি যদি হোণ্ডা ঘুরিয়ে আবার পেছনে যাই তাহ'লে তারা আমাকে ধরে ফেলবে। তখন বিসমিল্লাহ বলে ফুল স্পিডে হোণ্ডা ছুটালাম। নিয়ত ছিল যে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ের উপর তুলে দেব। আমি মাথা নিচু করে তাদের দিকে জোরে আগাতে লাগলাম। যাতে উপর থেকে কোপ দিলে আমাকে না লাগে। এভাবে যেতেই ছুরি হাতে দাঁড়ানো সেই লোকটি ভয়ে পাশে লাফ দিল। সবাই চিৎকার চেচামেচি করে গাড়িতে উঠতে লাগল। ততক্ষণে আমি অনেক দূর চলে গেলাম। তারা আর আমাকে ধরতে পারল না।

(২) 'যুবসংঘ' পাবনা টাউন হল ময়দানে সম্মেলন উপলক্ষে পৌরসভা মিলনায়তনে মিটিং করতে গিয়েছিলাম। সেখানে জামায়াতপন্থী জমঈয়তের রাজা হাজী নামে এক লোক ছিল। তার দাপটে কেউ মুখের উপরে কথা বলার সাহস করত না। সে এসে বলল, এখানে মিটিং করতে দেব না। আর গালিব ছাহেবকেও টাউন হল ময়দানে আসতে দেব না। সে আমাকে আর আমানুল্লাহ মাদানীকে মারতে চলে আসে। কিন্তু স্থানীয় লোকজন বাধা দিলে সে পালিয়ে যায়। আমাদেরকে সেখানে মারতে না পেরে সে মাস্তান নিয়ে রাস্তায় মারার পরিকল্পনা করে। তারা রাস্তায় গাড়ি দিয়ে ব্লক করে। পিছনে দুইটা হোণ্ডা রাখছে। একেকটায় দুজন করে আছে। আমরা যখন চলে আসব তখন এক গ্রুপ সামনে থেকে এবং অন্য গ্রুপ পিছন থেকে মারার পরিকল্পনা করে।

আমি আমানুল্লাহ ছাহেবকে বললাম, সময় খুব খারাপ। পেছনে দু'টি হোন্ডা আসছে, আপনি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকেন। ভয় পাবেন না। পাশে একটা গলি ছিল। সেই গলি দিয়ে প্রচণ্ড স্পিডে হোণ্ডা চালাতে লাগলাম। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তাতেই ফিরে যাব। তারা আমাদের জন্য যে রাস্তা ব্লক করে রেখেছিল সেখানে ফিরে আসলাম। এসে দেখি রাস্তা ফাঁকা। ওরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছে। তারা সারারাত ধরে খোঁজাখুঁজি করেছে আর আমরা সোজা বাড়ী চলে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

তাওহীদের ডাক : আপনি একজন দক্ষ মুনাযের। মুনাযারা বা বাহাছ সম্পর্কে যদি কোন স্মরণীয় ঘটনা জানাতেন?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : (১) সুজানগর উপযেলায় কোন আহলেহাদীছ ছিল না। সেখানকার এক মাস্টার ছাহেব আমাদের ছালাত দেখে খুব রাগান্বিত হয়ে গরম গরম প্রশ্ন করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, সারা দুনিয়া চলে এক রকম আর তোমরা চল আরেক রকম। বুকে মেয়েরা হাত বাঁধে। তোমরা বুকে হাত বাঁধ কেন? আমরা তাকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইটি দিলাম। তিনি বইটি স্থানীয় আলেমদের কাছে দিলে তারা আমাদের সাথে বাহাছে বসার ডাক দেন। তারা বিভিন্ন কায়দায় সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে থাকে। যেমন- আহলেহাদীছরা তোমাদের পথভ্রষ্ট করছে, তারা ইহূদীদের দালাল, তারা কুরআন-হাদীছের কথা বলে মাত্র কিন্তু সেগুলো কুরআন-হাদীছ নয় ইত্যাদি। তারা বাহাছের জন্য আমাদের পক্ষের একজন আলেমের নাম চাইল। শেষ পর্যন্ত আমাকেই নির্ধারণ করা হ'ল। তাদের পক্ষে ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ থেকে অনার্স, মাস্টার্স ও দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ এক আলেম। আমি বললাম, আমি মসজিদে কোন প্রোগ্রাম করব না। যারা কিছু বুঝতে চায় এমন শিক্ষিত মানুষের সাথে ঘরোয়া পরামর্শ বৈঠকে বসব।

দিনটি ছিল শুক্রবার। গিয়ে দেখি চতুর্দিক থেকে লোকজন মসজিদের দিকে ছুটে আসছে। আমি চিন্তা করলাম, কী ব্যাপার মসজিদে এত লোকজন এসেছে কেন? খুৎবার সময় হ'লে তারা আমাকে খুৎবা দিতে বলল। আমি সূরা মাউনের বিষয়বস্তুর উপর খুৎবা দিলাম। ছালাতের উপরে যে সমস্ত হাদীছ রয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বললাম, মানব রচিত ছালাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহ দুর্ভোগের ঘোষণা দিয়েছেন। ছালাত হ'তে হবে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী। এটা শুনে মানুষের মধ্যে অন্য রকম একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা বুকের উপর হাত বাঁধি এটা যদি আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সত্য হয় তাহ'লে নাভির নিচে হাত বাঁধাটা মানব

রচিত। আর যদি নাভির নিচে হাত বাঁধা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী হয় তবে বুকের উপরে হাত বাঁধাটা মানব রচিত। যে কোন একটা ছাড়তে হবে। মানব রচিত বিধান মোতাবেক কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা অগ্রাহ্য করে আমরা নিজেদের বিধান মোতাবেক ছালাত পড়ছি। এভাবে জোরালো একটি বক্তব্য দিলাম।

এরপরে সেই আলেম ছাহেব যিনি সারা জীবন নাভির নিচে হাত বাঁধতেন তিনি বুকের উপরে হাত বাঁধলেন। উনার বুকে হাত বাঁধা দেখে যারা তাকে বাহাছের জন্য নিয়ে এসেছে তাদের মেজাজ গরম হয়ে গেছে। আমার খুৎবা শুনে ঐ মসজিদে আরও ৮/৯ জন বুকে হাত বেঁধেছিল। আমি সুন্নাত ছালাত পড়ে চলে যাব, এমন সময় অন্যান্য মসজিদ থেকে আরও যে সমস্ত লোকজন ও আলেম-ওলামা এসেছিল তাদের একজন আমাকে বলল, আপনি যাবেন না। কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এইবার আমার ১২টা বাজবে! এখন মার খাওয়া ছাড়া তো কোন উপায় নাই। মসজিদের বাইরে মানুষে ভরে গেছে। আমি বললাম, আপনারা যত প্রশ্ন করবেন আল্লাহ তাওফীক দিলে সবগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তবে আমার শর্ত হ'ল, যদি কেউ প্রশ্ন করেন তার জবাব দেয়ার পরে আমার অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না। একজনের কথার মধ্যে আরেকজন কথা বলতে পারবে না। যখন আমি দেখব, আপনারা আমার অনুমতি ছাড়া অনেকেই কথা বলছেন তখন আমি বুঝব, আপনারা প্রশ্ন করে দ্বীন শিখতে নয় বরং সবাই মিলে একটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে এসেছেন। তখন আমি এখান থেকে চলে যাব। আপনাদের কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। যদি শর্ত মানেন তবে জবাব দেওয়া হবে।

তখন কয়েকজন বলল, শর্ত মানা হবে। একজন বললেন, আপনি কোন মাযহাবের অনুসারী? আমি বললাম, আমাদের মাযহাবের নাম মুহাম্মাদী মাযহাব। যার নেতা স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া বিধান মানি। সেকারণে আমরা নিজেদেরকে মুহাম্মাদী তথা আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দিই। তারা বলল, তাহ'লে আমাদের পরিচয় কি ঠিক না? আমি বললাম, আপনারা কেন মেয়ে মানুষের নামে পরিচয় দেন? হানীফা একজন মেয়ের নাম যার পিতার নাম নু'মান এবং তাঁর দাদার নাম ছাবিত। অর্থাৎ ছাবিতের নাতনী ও নু'মানের মেয়ের নাম হানীফা। আপনারা কেন মেয়ের নামে পরিচয় দেন সেটা আমি কীভাবে বলব? বললাম, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর জন্ম ৮০ হিজরীতে আর মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। তিনি কোন নবী নন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন মাত্র। তাঁর নামে মাযহাব বানিয়ে পরিচয় দিতে হবে এটা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। এরকম একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ওখানে প্রায় অনেক লোকই আহলেহাদীছ হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ।

(২) এ ঘটনার পর তারা ২০০৩ সালে আবারও বাহাছের আয়োজন করল। আমীরে জামা'আতের কাছে এসে বললাম, তারা তো বাহাছের আয়োজন করেছে। আমীরে জামা'আত বললেন, আমি তোমাকে দো'আ করে দিলাম। তুমি বাহাছ কর। আমি চলে গেলাম বাহাছে। তারা সারাদেশ থেকে প্রায় ২২ জন খ্যাতনামা আলেম নিয়ে এসেছে। বাহাছ হবে সুজানগর থানার বরইপাড়া স্কুল মাঠে। আমি একাই বাহাছ করতে যাই। বাহাছের ময়দানে যাওয়ার পরে ঐ হানাফী আলেমের আহলেহাদীছ হওয়ার বিষয়টা তুলে ধরলাম। বললাম, আপনারা মেয়ে মানুষের নামে নিজেদের পরিচয় দেন কেন? এই প্রশ্নের জওয়াবটা দিবেন। এরপরে মুনাজাতের বিষয়টি তোলা হ'ল। মুনাজাতের পক্ষে হাদীছ বলা হ'ল। আমার সাথে যিনি কথা বলছেন তিনি কোন এক মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল। তার ইবারতের ভুলগুলি ধরিয়ে দিয়ে বললাম, আমি শুনেছি আপনি একজন বড় প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব। আপনার বহু ছাত্র এখানে আছে। বহু ছাত্র বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল। অথচ আপনি এত বড় ভুল করলেন? যে দো'আকে বলা হয়েছে আত্তাহিইয়াতু, দরূদ, দো'আ মা'ছুরা এগুলো ছাহাবীরা পড়েছেন, রাসূল (ছাঃ) পড়েছেন, তারপরে সালাম ফিরিয়েছেন। আপনি ছালাতে সালামের আগের হাদীছকে টেনে এনে সালামের পরে মুনাজাতের পক্ষে দলীল দিচ্ছেন? এ কাজটা আপনি ঠিক করলেন না। এভাবে তুলে ধরাতে বাহাছ এলোমেলো হয়ে গেল। তখন আশপাশের মানুষজন বলল, উনি যে প্রশ্ন করেছেন সে প্রশ্নের উত্তর আপনারা দেন নাই। তখন এক ধরনের গণ্ডগোল লেগে গেল। একদল লোক এসে আমাকে বলছে, এতদিন আমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। আপনি হুকুম দেন তাদের গাড়ি ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। আমি বললাম, তারা সম্মানী মানুষ। তাদের গায়ে হাত দিয়েন না। তাদেরকে যেতে দেন। পরে তাদেরকে হাদিয়া দেয়া তো দূরের কথা, বসতে পর্যন্ত দেয়নি। ফলে সেদিন নত মস্তকে তাদের চলে যেতে হয়। এরকম ঘটনা আমার জীবনে অনেক ঘটেছে।

(৩) একদিন শুনলাম এক জায়গায় তালাক নিয়ে প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়েছে। পাবনার কোন মাদ্রাসার আলেম ফায়ছালা দিতে পারেনি। ঢাকা পর্যন্ত এ খবর চলে গেছে। কিন্তু কোন ফায়ছালা হয়নি। ঘটনাটি হ'ল, পাবনার কুমিল্লা গ্রামের নায়েব আলী নামে এক রিকশাচালক তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়। পরবর্তীতে তারা পুনরায় সংসারে ফিরে যেতে চাইলে স্থানীয় আলেমরা হিল্লা করে পবিত্র হওয়ার ফৎওয়া দেন। কিন্তু তার স্ত্রী আহলেহাদীছ ঘরের মেয়ে হওয়ায় এই ফৎওয়া মানেনি। তখনই ঘটে বিপত্তি। ফৎওয়া না মানার অপরাধে তাদেরকে সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা হয়। কোন মাধ্যমে খবর পেয়ে তারা আমার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। আমি তাদেরকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের 'তালাক ও তাহলীল' বই থেকে তিন তালাকের বিধান সম্বলিত কুরআন ও হাদীছের দলীল উল্লেখ করে ফৎওয়া লিখে দিই। কিন্তু তারা বাহাছে বসার আহ্বান জানাল। তখন আমার এলাকার এক রিকশাওয়ালাকে সাথে নিয়ে প্রায় ৯ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে উপস্থিত হই।

রিকশাওয়ালা মুরব্বী আশপাশের লোকজনের মারমুখী কথাবার্তা শুনে বলছে, বেলাল তাড়াতাড়ি রিকশায় ওঠ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ যদি আমাকে হেফাযত করেন তাহ'লে পৃথিবীর কোন মানুষ আমাকে মারতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আপনার রিকশা ভেঙ্গে দিতে পারে আপনি চলে যান। উনাকে বিদায় দিলাম। এসেছি হকের দাওয়াত দিতে, আল্লাহই হেফাযত করবেন। কোন মানুষের ভয় আমি পাই না। সেখানে যেতেই লোকজন মার মার শব্দ করতে থাকে। তখন আমি বললাম, আমি কি আপনাদের কোন ক্ষতি করেছি? আপনারা আমাকে কেন মারবেন? তখন ঐ এলাকার মেম্বর ছাহেব সবাইকে শান্ত করলেন। বললাম, আমি একা আপনাদের এলাকায় এসেছি। আমার সাথে কোন লাঠি-বন্দুক নেই। আমাকে মারা আপনাদের কোন ব্যাপার না। আপনারা আমাকে পরে মারেন। আগে আমার মুখের কথা শুনেন।

ইতোমধ্যে যে মাওলানা ছাহেব বাহাছ করবেন তিনি উপস্থিত হ'লেন। তার নাম কী ছিল সেটা মনে নেই। আমি একটা কাগজে এক বৈঠকে তিন তালাক যে হবে না সেটা সূরা বাক্বারাহ ও সূরা তালাকের আয়াত দিয়ে লিখে দিয়েছিলাম। তিনি সেই কাগজটা নিয়ে খুব আত্মম্ভরিতার সাথে আমাকে প্রশ্ন করে বললেন, বাসা কোথায়? বললাম, খয়েরসূতী। এখানে কেন এসেছেন? উত্তর দিলাম, আপনারা ডেকেছেন তাই এসেছি; না ডাকলে তো আসতাম না। তিনি কাগজটা দেখিয়ে বললেন, এটা কী লিখেছেন? তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে কাগজটি কেড়ে নিয়ে বললাম, এর মধ্যে যা লিখেছি তা পড়ে সবাইকে শুনান। তখন তিনি বললেন, কেড়ে নিলেন কেন? বললাম, কেড়ে নিলাম এ জন্যে যে, আমি যা লিখেছি তা আপনি বুঝতে নাও পারেন কিন্তু জনগণকে সঠিক জানতে হবে। আপনি পড়ে শুনান। তিনি পড়ে শুনালেন, আল্লাহ বলেন, 'তালাক হ'ল দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে'। ...'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২২৯-২৩০)*। এরপর আমি এ আয়াতের ব্যাখ্যাসহ 'তালাক ও তাহলীল' বই থেকে আরও কুরআনের আয়াত ও হাদীছের উদ্ধৃতি দিলাম।

তখন মাওলানা ছাহেব বললেন, আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেছেন, এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সেটা তিন তালাকই হবে। আমাদের এখানকার বাইকুলার হুজুর ইসহাক ছাহেব যিনি সঊদী আরবে গিয়ে তিন ঘণ্টা আরবীতে বক্তব্য দিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনিও একই ফৎওয়া দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ! আশরাফ আলী থানবী এবং বাইকুলার মুফতী ছাহেবদের কাছে কি নতুনভাবে অহি নাযিল হ'ল? যেখানে স্বয়ং আল্লাহ বলছেন, তিন মাসে তিন তালাক দিতে হবে আর আপনি কুরআনের বিপক্ষে গিয়ে আশরাফ আলী আর বাইকুলার মুফতীর দোহাই দিচ্ছেন? তারা কি নবী হয়ে গেল? একথা বলাতে জনগণ হুযুরের উপর ক্ষেপে গেল। তখন হুযুর চলে যেতে লাগল। বললাম, হুযুর চলে যান কেন? ফিরে আসুন! কথা তো কেবল শুরু। তিনি আর পিছনে তাকালেন না। লোকজন ঘটনা বুঝতে পারল। আলহামদুলিল্লাহ মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের 'তালাক ও তাহলীল' বইটি নিরবে অনেক পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

অতঃপর তারা আর আমাকে সেখান থেকে আসতে দিল না। আমি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু নছীহত করলাম। হুযুরের জন্য যে খাবার রান্না করা হয়েছিল, তা আমি খেলাম। অবশেষে বাসায় ফিরতে রাত ১০টা বেজে গেল।

তাওহীদের ডাক : আপনার পক্ষ থেকে যুবসমাজের উদ্দেশ্যে কোন নছীহত আছে কী?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন' *(বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান হা/১৭৪১)*। তদ্রূপ আমিও বলতে চাই, আগামী দিনের যুবকদের ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হ'তে হবে। আর অবশ্যই এই জ্ঞানের ভিত্তি হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যুবকদের পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। যুবকদের প্রতি এটিই আমার নছীহত।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কি?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : দ্বী-*মাসিক* 'তাওহীদের ডাক' একটি উন্নতমানের পত্রিকা। এর সাহিত্যিক ভাব ও ভাষা দেশে প্রচলিত অন্যান্য পত্রিকা থেকে শ্রেষ্ঠ। এটি 'যুবসংঘে'র তথা যুবকদের ঈমান, আমল ও উত্তম চরিত্র গঠনের মুখপত্র হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলার ঘরে ঘরে এই পত্রিকার দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য প্রচার-প্রচারণা আরও বাড়াতে হবে। সেজন্য আমাদের সকলের বাস্তবিক কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আমি এই পত্রিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

তাওহীদের ডাক : এতক্ষণ আমাদের সাথে আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ খায়ের।

মাওলানা বেলাল হোসাইন : বারাকাল্লাহু ফীকুম। আমার মত নগণ্যের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ যেন এই সাক্ষাৎকারের কল্যাণকর অংশটুকু যুবকদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অনুপ্রেরণা হিসাবে কবুল করেন।-আমীন!

কুরআনের আলোকে সুশোভিত জীবন

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

১২. ভালো-মন্দ যাচাই করা : ভালো আর মন্দ এক নয়। ভালোকে কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক সকলেই তা ভালো বলে স্বীকার করে। যদি কোন ব্যক্তি মন্দকে গ্রহণ করে তা'হলে সেটা তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। সুতরাং জীবনে যে কোন পরিস্থিতিই আসুক না কেন ভালোকেই গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ– 'এটা এ জন্য যে, আল্লাহ মন্দকে ভালো থেকে পৃথক করে নিবেন এবং মন্দগুলিকে একে অপরের উপর জমা করবেন। অতঃপর সবগুলিকে স্তূপ করবেন। অতঃপর সেটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর এরাই হ'ল ক্ষতিগ্রস্ত' *(আনফাল ৮/৩৭)*।

১৩. হালাল রূযী ভক্ষণ করা : হালাল রূযী ভক্ষণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। এই নির্দেশনা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর প্রত্যেক নবী-রাসূলদের দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ– 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সবই আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আমভাবে বলেছেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ– 'হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

১৪. বায়'আত পূর্ণ করা : কোন ব্যক্তি বায়'আতবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে তাহ'লে সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে। তথাপি যদি সে বায়'আত পূর্ণ করে তাহ'লে সে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا– 'অতঃপর যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন' *(ফাৎহ ৪৮/১০)*।

১৫. পবিত্র জীবন যাপন করা : একজন মুমিন ব্যক্তির জীবন যাপন হবে পবিত্রতাময়। যা সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হবে। আর এর বদৌলতে মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– 'পক্ষান্তরে (শিরকমুক্ত) পবিত্র জীবনযাপনকারীদের যখন ফেরেশতারা মৃত্যু ঘটায়, তখন তারা বলে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! তোমরা যে সৎকর্ম করতে তার পুরস্কার স্বরূপ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর' *(নাহল ১৬/৩২)*।

১৬. অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা : জান্নাত লাভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। আর পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিরাই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى– وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى– 'নিশ্চয়ই সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধ হয়'। 'এবং তার প্রভুর নাম স্মরণ করে। অতঃপর ছালাত আদায় করে' *(আলা ৮৭/১৪-১৫)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا– وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا– 'সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করে'। 'এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে কলুষিত করে' *(শামস ৯১/৯-১০)*।

১৭. আমলের ছওয়াব প্রাপ্তিতে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই : আমলের ছওয়াব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ কোন ভেদাভেদ করেন না। নারী-পুরুষ যেই আমল করুক না কেন আল্লাহ তাকে পূর্ণ ছওয়াব প্রদান করবেন। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'পুরুষ হৌক বা নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

১৮. অধিকাংশের রায় মেনে না নেওয়া : হকের পক্ষে লোক সংখ্যা কম থাকলেও তা গ্রহণ করতে হবে। আর বাতিলের পক্ষে লোক সংখ্যা যতই বেশী হোক না কেন তা পরিত্যাগ করতে হবে। হক ব্যতিরেকে অধিকাংশের রায় মেনে নিলে

তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ– 'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

১৯. চক্রান্তকারীর চক্রান্তে ভয় না পাওয়া : যারা মেধাকে বুদ্ধিবৃত্তিক মন্দ কাজে লাগায়, তারা তাদেরই ফাঁদে পড়ে থাকে। সুতরাং চক্রান্তের শিকার ব্যক্তিদের সামান্য সমস্যা হ'লে আল্লাহ তা দূর করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, وَأَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا– اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيْلًا– 'তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র কসম করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসলে তারা অন্যসব সম্প্রদায় অপেক্ষা বেশী সুপথের অনুসারী হবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী (মুহাম্মাদ) এল, তখন তাদের বিমুখতাই কেবল বৃদ্ধি পেল'। 'জনপদে প্রাধান্য লাভের জন্য এবং কূট চক্রান্তের জন্য। অথচ কূট চক্রান্ত কেবল চক্রান্তকারীকেই বেষ্টন করে। তবে কি তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস রীতির অপেক্ষা করছে? বস্তুতঃ তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাতির ৩৫/৪২-৪৩)*।

সুতরাং কখনও চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের কবলে পড়লে ধৈর্যধারণ করতে হবে। সাথে আল্লাহভীরুতা ও সৎকর্ম আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ– إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ– 'তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার ধৈর্যধারণ হবে কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে। তাদের উপর দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ' *(নাহল ১৬/১২৭-২৮)*।

আল্লাহ আরও বলেন, إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ– 'তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করলে তারা নাখোশ হয়। আর তোমাদের কোন অকল্যাণ হ'লে তারা খুশী হয়। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে ওদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহ বেষ্টন করে আছেন' *(আলে-ইমরান ৩/১২০)*।

২০. বিদ্রোহী না হওয়া : কোনক্রমেই বিদ্রোহী হওয়া যাবে না। কেননা বিদ্রোহ করলে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ – 'হে মানুষ! তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের জন্যই ক্ষতিকর' *(ইউনুস ১০/২৩)*।

২১. চিন্তান্বিত না হওয়া : কখনও হাতাশা-দুশ্চিন্তা আসলে আরও দৃঢ় প্রত্যয়ী হ'তে হবে। কেননা যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক না কেন মুমিন কখনও ভেঙ্গে পড়ে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ– 'মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)*।

২২. দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা : দুনিয়ার চাকচিক্যকে নগণ্য মনে করা এবং আখেরাতের জীবনে চূড়ান্ত সাফল্য লাভের আশা পোষণ করা। সুতরাং সকল পথ ও মতকে পরিত্যাগ করে একমাত্র ইলাহী পথ ছিরাতে মুস্তাকিমের পথকে আকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দিবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা সতর্ক হও' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

আল্লাহ বলেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا– 'তুমি বল, দুনিয়ার সম্পদ তুচ্ছ। আর আখেরাতই হ'ল মুত্তাক্বীদের জন্য উত্তম। সেদিন তোমরা সুতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না' *(নিসা ৪/৭৭)*।

২৩. ফাসেক ব্যক্তির কথা যাচাই-বাছাই করা : যে সংবাদই আসুক না কেন সকলের উচিত সর্বাগ্রে তা যাচাই-বাছাই করে নেওয়া। তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কেননা সংবাদদাতা যদি ফাসেক হয়, তাহ'লে ক্ষতি সাধন হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ– ‘হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও’ *(নূহ ৪/৬)*।

২৪. সত্য কথা বলা : সত্য কথা যে কোন পরিস্থিতে বলতে হবে। কেননা প্রকৃত কল্যাণ সত্য বলার মধ্যেই রয়েছে। সত্য বলা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন মুক্তি দান করবে। আল্লাহ বলেন, قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– ‘আল্লাহ বলবেন, এটা সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের কাজে আসবে। তারা জান্নাত প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(মায়েদাহ ৫/১১৯)*।

আর আল্লাহ সত্যবাদীদের মহান পুরস্কার প্রদান করবেন। তিনি বলেন, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ... أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا– ‘নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী,... এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার’ *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

২৪. আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখা : মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর সর্বাবস্থায় ভরসা রাখে। কেননা তাক্বদীরে মহান আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা-ই তিনি প্রদান করবেন। এজন্য একজন প্রকৃত মুমিন কোন কিছু প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্ধারিত ফায়ছালা মেনে নেয়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ– ‘তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত’ *(তাওবা ৯/৫১)*।

২৫. শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হওয়া : মুমিন ব্যক্তিকে হ’তে হবে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। মুমিন ব্যক্তি যে কোন কাজের প্রতি যত্নবান ও দক্ষ হবেন। আর তাতে বিশ্বস্ততা থাকলে সফলতা আসা অবশ্যই সম্ভব। মাদইয়ানবাসীদের নিকটে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু‘আয়েব (আঃ)-এর কন্যা মূসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন, يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ– ‘হে পিতা! একে কর্মচারী নিযুক্ত করুন! নিশ্চয়ই আপনার কর্মসহায়ক হিসাবে সেই ব্যক্তি উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ *(ক্বছাছ ২৮/২৬)*।

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ– ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ– مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ– ‘নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বাহকের (জিব্রীলের) আনীত বাণী’। যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকটে মর্যাদাবান’। ‘যিনি সকলের মান্যবর ও সেখানকার বিশ্বাসভাজন’ *(তাকভীর /১৯-২১)*। আল্লাহ বলেন, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ– ‘ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও বিজ্ঞ’ *(ইউসুফ ১২/৫৫)*।

আল্লাহ তা‘আলা শক্তি বা ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার উদাহরণ দিয়ে বলেন, قَالَ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ– قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ– قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، ‘সুলায়মান বলল, হে আমার সভাসদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে আছ যে আমার কাছে রাণীর সিংহাসনটা নিয়ে আসবে, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার আগেই? ‘তখন শক্তিশালী এক জিন নেতা বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি ওটা আপনার কাছে এনে দিব। আর আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই ক্ষমতাশালী ও বিশ্বস্ত’। (অন্যদিকে) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তুমি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি ওটা তোমার কাছে এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান যখন সেটিকে তার সামনে স্থির হ’তে দেখল, তখন বলল, এটি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ’ *(সূরা নমল ২৭/৩৮-৩৯)*। সুতরাং যে যত বেশী দক্ষ ও অভিজ্ঞ হবেন তিনি তত অগ্রাধিকার পাবেন।

২৬. প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতা : কোন কিছু অর্জন করতে হ’লে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। বিনা পরিশ্রমে কোন কিছুই অর্জিত হয় না। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى– ‘আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত।’ *(নজম ৫৩/৩৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে’ *(রা‘দ ১৩/১১)*।

(ক্রমশঃ)

[কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

হিজরী ৭ম শতক থেকে ১০ম শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের তালিকা

ক্রমিক	নাম	মৃত্যু সন
	হিজরী ৭ শতক থেকে ১০ শতক	
১.	মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর	৬০৬ হিজরী
২.	ফখরুদ্দীন আর-রাযী	৬০৬ হিজরী
৩.	**ইবনু কুদামা আল-মাক্বদেসী**	৬২০ হিজরী
৪.	ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী	৬২৮ হিজরী
৫.	সাইফুদ্দীন আল-আমেদী	৬৩১ হিজরী
৬.	আবু আমর ইবনুছ ছালাহ	৬৪৩ হিজরী
৭.	যিয়াউদ্দীন আল-মাক্বদেসী	৬৪৩ হিজরী
৮.	জামালুদ্দীন ইবনু হাজেব	৬৪৬ হিজরী
৯.	মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যাহ (ইমাম ইবনু তাইমিয়ার দাদা)	৬৫২ হিজরী
১০.	শিহাবুদ্দীন মাহমূদ যানজানী	৬৫৬ হিজরী
১১.	যিয়াউদ্দীন আহমাদ ইবনু উমার আল-কুরতুবী (ফকীহ, মুহাদ্দিছ)	৬৫৬ হিজরী
১২.	রশীদুদ্দীন আল-আত্ত্বার (মুহাদ্দিছ)	৬৬২ হজিরী
১৩.	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী (মুফাস্সির)	৬৭১ হিজরী
১৪.	শিহাবুদ্দীন ক্বারাফী (ফকীহ)	৬৮৪ হিজরী
১৫.	নাছিরুদ্দীন বায়যাবী (মুফাস্সির)	৬৮৫ হিজরী
১৬.	আবুল বারাকাত নাসাফী	৭১০ হিজরী
১৭.	**শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ**	৭২৮ হিজরী
১৮.	জামালুদ্দীন মিযযী (মুহাদ্দিছ)	৭৪২ হিজরী
১৯.	মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল হাদী মাক্বদেসী (মুহাদ্দিছ)	৭৪৪ হিজরী
২০.	**হাফেয ইবনুল ক্বাইয়ুম আল-জাওযী**	৭৫১ হিজরী
২১.	আলাউদ্দীন মুঘলাতাই	৭৬২ হিজরী
২২.	জামালুদ্দীন আয-যায়লাঈ	৭৬২ হিজরী
২৩.	তাজুদ্দীন সুবকী	৭৭১ হিজরী
২৪.	**ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর**	৭৭৪ হিজরী
২৫.	আবু ইসহাক্ব আশ-শাত্বিবী	৭৯০ হিজরী
২৬.	বদরুদ্দীন যিরাক্বশী	৭৯৪ হিজরী
২৭.	ইবনু রজব হাম্বলী	৭৯৫ হিজরী
২৮.	ইবনুল মুলাক্কিন	৮০৪ হিজরী
২৯.	যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী (মুহাদ্দিছ)	৮০৬ হিজরী
৩০.	নূরুদ্দীন হায়ছামী (মুহাদ্দিছ)	৮০৭ হিজরী
৩১.	**হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী**	৮৫২ হিজরী
৩২.	**জালালুদ্দীন মাহাল্লী**	৮৬৪ হিজরী
৩৩.	শামসুদ্দীন সাখাবী	৯০২ হিজরী
৩৪.	**জালালুদ্দীন সুয়ূতী**	৯১১ হিজরী
৩৫.	আবু ইয়াহয়া যাকারিয়া আল-আনছারী (ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ)	৯২৬ হিজরী
৩৬.	যায়নুদ্দীন ইবনু নাজীম (ফক্বীহ)	৯৭০ হিজরী

[সংকলন : নাজমুন নাঈম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

ইবনে তায়মিয়া (রহ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, যখন শায়খুল ইসলাম الاستغاثة (সাহায্য প্রার্থনা) গ্রন্থটি রচনা করেন ঠিক তখনই অন্যতম ছূফী নেতা ইবনু বাকরী স্বীয় দলবলসহ রাস্তায় নযর রাখা শুরু করল। অতঃপর একদিন শায়খুল ইসলামকে তারা বেদম প্রহার করে মাটিতে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। অতঃপর সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের দায়িত্বশীলরা একত্রিত হয়ে ইবনু বাকরীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শাইখুল ইসলামের কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, (প্রতিশোধ গ্রহণ) বিষয়টি হয় আমার জন্য, আপনার জন্য অথবা আল্লাহ্র জন্য হবে। অতএব যদি বিষয়টি আমার অধিকার সংশ্লিষ্ট হয় তাহ'লে সেটার সমাধান আমার কাছেই আছে! আর যদি আপনাদের কোন অধিকার সংশ্লিষ্ট হয় তাহ'লে আমি যেটা সমাধান দিব, সেটা যদি মেনে না নেন তাহ'লে আমার কাছে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনারা যা ইচ্ছা তাই করুন! আর বিষয়টি যদি আল্লাহ্র হক সংশ্লিষ্ট হয় তাহ'লে আল্লাহ্ই তাদেরকে পাকড়াও করবেন, তিনি যখন যেভাবে চান।

কিন্তু জনগণ ইমামের কথা না শুনে ইবনে বাকরীকে খুঁজতে লাগল। ইবনু বাকরী পালানোর কোন জায়গা খুঁজে না পেয়ে গোপনে শায়খুল ইসলামের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চাইলেন। ইবনু তায়মিয়া (রহ.) তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেন এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর বাদশাহর কাছে তার ব্যাপারে ক্ষমার সুফারিশ করলেন। ফলে বাদশা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটার পর কিছু আশ'আরী আলেম শায়খুল ইসলামের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি এমন চরিত্রগুণ অর্জন করেছিলেন, যা মানুষের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি ও আল্লাহ্র নবীগণ ছাড়া অর্জন করা অসম্ভব। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন।-আমীন!

(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১৪/৮৭)।

আবুবকর গুমী (নাইজেরিয়া)

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

*[আফ্রিকা মহাদেশের নাইজেরিয়ার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক ছিলেন আবুবকর গুমী (রহঃ)। তিনি নাইজেরিয়ায় হাদীছের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াত তথা সালাফী/আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিদ'আত, ভ্রান্ত আক্বীদা এবং পূর্ববর্তীসূরীদের অন্ধ তাক্বলীদ বর্জন করেছিলেন। দাওয়াতী ময়দানে একনিষ্ঠ প্রচেষ্ঠার কারণে আল্লাহ তাঁকে স্বদেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চমর্যাদা দান করেছিলেন। নিম্নে সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম উল্লেখিত হ'ল- **সহকারী সম্পাদক**।]*

নাম ও পারিবারিক অবস্থান : তাঁর পূর্ণ নাম আবু বকর বিন মাহমূদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বারা আল-বাদাবী। তার দাদা আলী বারা ছিলেন এক আরব বেদুঈন, যিনি গবাদিপশু চরাতেন। তাঁর ৩ সন্তানের মধ্যে অন্যতম মুহাম্মাদ। যিনি ১১টি সন্তান জন্ম দিলেও একটি মাত্র সন্তান মাহমূদ (আবু বকর গুমী) ব্যতীত কেউ জীবিত ছিল না। আবু বকর গুমী ১৯২৪ সালের ৭ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

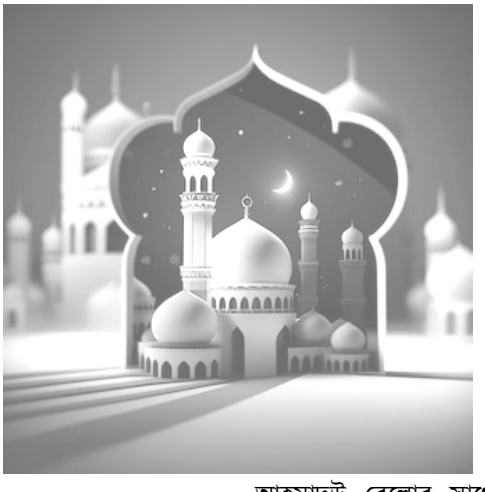

তাঁর ৭টি সন্তান : (১) আহমদ আবু বকর গুমী (২) হামজা গুমী (৩) মোস্তফা গুমী (৪) আব্দুল কাদির গুমী (৫) আব্বাস গুমী (৬) সাদিয়া গুমী (৭) বাদিয়া গুমী। তাঁর অনেক সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বড় সন্তান ডা. আহমদ আবুবকর গুমী, যিনি তাঁর পিতার উত্তরসূরী হিসাবে কেন্দ্রীয় মসজিদ কাদুনা (সুলতান বেলো)-এর ইমাম। তিনি নাইজেরিয়ার কাদুনা শহরের আহমেদু বেলো ইউনিভার্সিটি জারিয়া থেকে একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসাবে ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসারও ছিলেন। পরে তিনি সামরিক বাহিনী ছেড়ে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ অধ্যয়নের জন্য যান এবং সেখানে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন : তিনি পিতা-মাতার কাছেই পরম স্নেহে বেড়ে উঠেছেন। তিনি পিতাকে স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে পিতার জ্ঞান, শিষ্টাচার এবং বিভিন্ন উপকারী বিষয় থেকে উপকৃত হওয়ার কারণে তিনি আত্মবিশ্বাসী ও সহনশীলতা অর্জন করেছিলেন। তার শৈশবকাল বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে কাটিয়েছিলেন।

লেখনী : ১. হাউসা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ। ২. শরী'আতের আলোকে বিশুদ্ধ আক্বীদা। ৩. কুরআনের অর্থ অনুধাবনে মন ফিরিয়ে আনুন।

কর্মজীবন : ১৯৪৭ সালে আবুবকর গুমী 'কানো ল স্কুলে পড়াতে যান, যেখানে তিনি আগে পড়েছিলেন। কানোতে থাকাকালীন তিনি শেখ সাঈদ হায়াতুর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, যিনি ঔপনিবেশিক শাসনের সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার। সাঈদ হায়াতু ছিলেন মাহদিয়া আন্দোলনের নেতা এবং সবেমাত্র ক্যামেরুনে জোরপূর্বক নির্বাসন থেকে ফিরেছিলেন। আবু বকর মাহদিয়া আন্দোলনের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে তিনি সাঈদ হায়াতুর মেয়ে মরিয়মকে বিয়ে করেন। ১৯৪৯ সালে গুমী সোকোটোতে একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী নেন। স্কুলটির একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন আমিনু কানো। যিনি নর্দান টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং কয়েকটি মুসলিম স্কুলের মালিক ছিলেন। আমিনু এবং গুমী ইসলামী বিশ্বাসের সাথে ঐতিহ্যবাহী সমাজের প্রভাব এবং ছুফীদের বিরুদ্ধে দাওয়াতী কাযক্রম পরিচালনা করতেন।

তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত উত্তর নাইজেরিয়ার প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি এ অঞ্চলে ইসলামী শরী'আ আইন বাস্তবায়ন করেন। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা আহমাদউ বেলোর সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল। যিনি ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে এই অঞ্চলের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

প্রতিবাদী গুমী : ঔপনিবেশিক যুগে গুমী একজন সোচ্চার নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। যেখানে তিনি অনুভব করেছিলেন যে বৃটিশদের পরোক্ষ শাসনের অনুশীলনে নাইজেরীয় সুলতানরা ধর্মীয় শক্তিকে দুর্বল করেছে এবং পাশ্চাত্যকরণকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়াও ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে ছুফী নেতাদের সাথে তাঁর প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে টেলিভিশন প্রোগ্রামে তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিতর্ক শুরু করেছিলেন। তিনি কাদুনা সেন্ট্রাল মসজিদের (সুলতান বেলো মসজিদ) শুক্রবারের বক্তৃতায় তাঁর আক্বীদা-বিশ্বাস মানুষের সামনে

উপস্থাপন করতেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সেমিনার-সম্মেলনে বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং ছুফীদের কঠোর সমালোচনা করেন। বিশেষকরে তিজানিয়া এবং কাদিরিয়ার মত প্রভাবশালী ছুফীদের বিরোধিতা তাকে ক্রমাগত সমালোচনার মুখে ফেলেছিল এবং তার ব্যাখ্যার জন্য কিছু মুসলমানের দ্বারা আক্রমণ হ'তে হয়েছিল।

নির্ভিকচেতা গুমী : আবুবকর গুমীর উত্তর নাইজেরিয়াতে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও ধর্মীয় নির্দেশনা ইসলামের বিপক্ষে গেলে তিনি নির্ভিকচিত্তে আপত্তি জানাতেন। যেমন কর্তৃপক্ষের সাথে তায়াম্মুমের অনুশীলন নিয়ে তার প্রথম দ্বন্দ্ব ছিল মারুতে। মারুর মসজিদের প্রধান ইমাম ছালাতের আগে বালি দিয়ে তায়াম্মুম করার কাজটি অনুশীলন করেছিলেন। গুমী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তায়াম্মুম শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য যখন পানি পাওয়া না যায়। অথচ মারুতে যথেষ্ট পানি পাওয়া যায়। ইমাম তায়াম্মুম অনুশীলনে প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত ছাত্রদের ছালাতে উপস্থিত না হওয়ার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। যাইহোক গুমী সুলতানের নিকট ইমামের বিরুদ্ধে একটি পত্র প্রেরণ করেন। সুলতান পত্রটি আমলে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা করেন। বিশুদ্ধ ইসলামী শরী'আ সম্পর্কে গুমী গভীর জ্ঞান রাখতেন। ফলে কমিশন গুমীর পক্ষে রায় দেয়।

অনন্য কৃর্তি : আবু বকর গুমী ১৯৫৫ সালে মক্কায় প্রথম হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। আহমদউ বেলোও তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। মক্কায় থাকাকালীন তিনি ও বেলো বাদশাহ সঊদের নির্দেশনায় ইসলামী বই অনুবাদ করেন। এর ফলে তিনি সঊদী আরবের উচ্চ পর্যায়ের অনেক ব্যক্তির সাথেও সাক্ষাৎ এবং বন্ধুত্ব হয়। নাইজেরিয়ায় ফিরে এসে তিনি কানোতে আরবী শিক্ষা স্কুলে এবং কাদুনা মহানগরীর কাছে অবস্থিত জামাআতু নাছরিল ইসলাম (জেএনআই) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিছু মুসলিম স্কুলে পড়াতে শুরু করেন। তিনি সর্বদা বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। তিনি সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে কুরআনের ব্যাখ্যাও লিখেছিলেন। তাঁর অনন্য কৃর্তির মধ্যে অন্যতম হ'ল কুরআনকে হাউসা ভাষায় অনুবাদ। ফলে তাঁর বক্তৃতা, লেখনী ও অনুবাদ কুরআনের মাধ্যমে বৃহত্তর উত্তর নাইজেরিয়ান শ্রোতা ও পাঠক মহল ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল।

তিনি এই দাওয়াতকে আরো বেগবান ও সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর পুরানো ছাত্রদের মাধ্যমে একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। এই আন্দোলনই হ'ল 'ইজালাতুল বিদআ'হ ওয়া ইকামাতুল সুন্নাহ' বা সুন্নাহের পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্দোলন। যাকে 'ইজালা' বলা হয়।

পুরস্কার ও সম্মাননা : আবুবকর গুমী ১৯৮৭ সালে ইসলামের খেদমত ও হাউসা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার কারণে 'কিং ফয়সাল' আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ফেডারেল রিপাবলিকের 'কমাণ্ডার অফ দ্য অর্ডার' পেয়েছিলেন। তিনি মসজিদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সুপ্রিম কাউন্সিল, মক্কার ফিকহ একাডেমী, কায়রোতে ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রিম কাউন্সিল এবং নাইজেরিয়ার সিনিয়র স্কলার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি 'রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং নাইজেরিয়ান শিক্ষা কেন্দ্র কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন।

মৃত্যু : আবু বকর গুমী ১৯৯২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৯ বছর বয়সে লণ্ডনের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত উচ্চ মাকাম দান করুন।-আমীন!

তাওহীদের ডাক-এর নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত পাঠক! **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** একমাত্র মুখপত্র দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক ১৯৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কলম সৈনিক হিসাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* লেখনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচার এবং অনৈসলামিক মূল্যবোধহীন সাহিত্যের বিপরীতে ইসলামী সাহিত্যের ইলাহী শিল্পরূপ তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই তাওহীদের ডাকের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় প্রায় তিন যুগ থেকে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বমুখর এই সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে পত্রিকাটির লেখক, পাঠক, প্রচারক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতার ফলে। মহান আল্লাহ আপনাদের এই নিখাদ ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ দ্বীন অনুশীলন ও প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!

প্রিয় পাঠক! দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'২৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ থেকে কমিয়ে ৪০ পৃষ্ঠা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পত্রিকার মূল্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পত্রিকা চালানো প্রায় অসম্ভব। সেকারণ হকের আওয়ায বুলন্দ রাখতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ওয়াসসালাম। *-সম্পাদক।*

তাওহীদের ডাকে সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩)।

ড. রবার্ট ডিকসন ক্রেন-এর ইসলাম গ্রহণ

[হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সাবেক উপ-পরিচালক ও মার্কিন যুক্তরাষ্টের খ্যাতিমান রাজনীতিবিদদের অন্যতম ড. রবার্ট ডিকসন ক্রেন ১৯২৯ সালের ১২ই মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের কেমব্রিজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছয়টি ভাষায় পারদর্শী ড. রবার্ট ক্রেন ১৯৮০ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ফারুক আব্দুল হক। ইসলাম গ্রহণের পর আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সুমহান বাণী সমুন্নত করতে তিনি সার্বিক প্রচেষ্টা চালান। ২০২১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন]

১৯৪৫ সালে ১৬ বছর বয়সে তিনি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক হওয়ার প্রথম ধাপ হিসাবে রাশিয়ান ভাষা অধ্যয়নের জন্য বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে অধিকৃত জার্মানির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতিপ্রাপ্ত প্রথম আমেরিকান হিসাবে তিনি মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। জার্মানিতে থাকাকালীন তিনি ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন এবং সর্বগ্রাসী শাসন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের আধ্যাত্মিক গতিশীলতার উপর একটি বই প্রস্তুত করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে ড. ক্রেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক আইন ব্যবস্থায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। হার্ভার্ড সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল-এর তিনি প্রথম সভাপতি হন। তখন তিনি আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন ও হার্ভার্ড জার্নাল ফর ইন্টারন্যাশনাল ল প্রতিষ্ঠা করেন। পাবলিক ও আন্তর্জাতিক আইন এবং তুলনামূলক আইনে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ড. রবার্ট ক্রেন ওয়াশিংটনে অবস্থিত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ অ্যাডভাইজারি সেন্টারে প্রায় এক দশক ধরে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাকে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপ-পরিচালক নিযুক্ত করেন।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দেশে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইসলামী মৌলবাদ ও ইসলাম বিষয়ক একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরী করে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সময়ের অভাবে তিনি ড. ক্রেনকে এ প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত করার দায়িত্ব দেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। ইসলাম সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন তাকে মুগ্ধ করে। এভাবে ইসলামের প্রতি তার প্রাথমিক আকর্ষণ ও মুগ্ধতার শুরু হয়।

১৯৮০ সালে সরকারের নির্দেশে তিনি বিভিন্ন ইসলামী সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী স্কলার ও দাঈদের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল সুদানের প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার ড. হাসান তুরাবী।

এক সেমিনারে শায়েখ তুরাবী ইসলামের পরিচয়মূলক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এরপর শায়েখকে তিনি ছালাতে সিজদারত অবস্থায় দেখে প্রথমে ভাবলেন, এভাবে বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ ব্যক্তি ও মানবতার জন্য চরম অবমাননাকর। কিন্তু যখন তিনি চিন্তা করলেন, শায়েখ হাসান তুরাবী তো স্রষ্টার জন্য মাথা ঝুঁকাচ্ছেন, স্রষ্টার দরবারে সিজদা করছেন, তখন নিশ্চিত হ'লেন, এটাই সঠিক কাজ। উপরন্তু দামেস্কের অধ্যাপক রোজিয়া গ্যারৌদির সঙ্গে সাক্ষাতে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করেন। রোজিয়ার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে তিনি স্থির করেন, ইসলামই সব সমস্যার সমাধান। ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ন্যায়নীতি বিদ্যমান।

একজন আইনজীবী হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে মানব রচিত আইনের অসারতা দেখে তিনি এরকম মূলনীতির পিছনে ছুটছিলেন। তিনি চিন্তা দেখলেন, তার প্রত্যাশিত সবকিছুই ইসলামে বিদ্যমান। এভাবে ইসলামের প্রতি তিনি অনুপ্রাণিত হ'তে থাকেন। সবশেষে ১৯৮০ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান তাকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন।

তিনি বলেন, আইনের ছাত্র হিসাবে আমি যেসব আইন অধ্যয়ন করেছি, তার সবকিছু ইসলামে পেয়েছি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরের অধ্যয়ন সময়ে আইনের বইগুলোতে সামগ্রিক অর্থে আদালত বা ন্যায়বিচার-ন্যায়নীতির খোঁজ পাইনি। অথচ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রকৃত ন্যায়ের মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। আর তাতে মুগ্ধ হয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ড. ফারুক আব্দুল হক আমেরিকায় ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ইসলামের ভবিষৎ নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ২৯শে আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আমেরিকার ইত্তিহাদে ইসলামীর ২৪তম কনফারেন্সে তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তবনা পেশ করেন। ইসলাম নিয়ে পক্ষপাত ও বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি যেভাবে পশ্চিমাদের সমালোচনা করেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের যেসব মুসলমান ইসলামী বিধান বুঝে না বা বুঝেও বাস্তবায়ন করে না তাদেরও কঠোর সমালোচনা করেন। তার ভাষায়, পশ্চিমে বসবাসরত অনেক মুসলমান ইসলামের নিয়ম-কানুন মেনে জীবন যাপন করে না। তাই অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে। ***[সূত্র : ইন্টারনেট]***

উত্তম দাওয়াত

মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

আমস্টার্ডাম শহরের উপকণ্ঠের মসজিদে একজন মধ্যবয়সী ইমাম ছিলেন। তিনি প্রতি শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পর তাঁর এগার বছর বয়সী ছেলেকে সাথে নিয়ে শহরে বের হ'তেন। সেখানে তারা লোকদের মাঝে 'জান্নাতের পথ' নামক একটি ছোট বই ও অন্যান্য ইসলামী বই বিতরণ করতেন।

এক জুম'আর দিন বাইরে তীব্র শীতের পাশাপাশি মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিন যখন তাদের রওয়ানার সময় হ'ল, তখন ছেলেটি সাধ্যমত গরম কাপড় পরে নিল; যাতে ঠাণ্ডা তাকে আক্রান্ত করতে না পারে। অতঃপর তার পিতাকে বলল, আমি প্রস্তুত! তার পিতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কীসের জন্য এত প্রস্তুতি নিয়েছ? ছেলেটি বলল, আমাদের বই বিতরণে বের হওয়ার সময় হয়ে গেছে। তার পিতা বললেন, বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ছেলেটি তার পিতাকে অবাক করে উত্তর দিল, এই প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও সেখানে অনেক মানুষ অনবরত জাহান্নামের আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিতা বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ; তবু এই বিরূপ আবহাওয়ায় আমি বের হব না। ছেলেটি বলল, তাহলে দয়া করে আমাকে একা যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি বইগুলো বিতরণ করতে চাই। ছেলের কথায় ইমাম ছাহেব কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তাকে কিছু বই দিয়ে বললেন, তুমি যেতে পার। ছেলেটি অনুমতি পেয়ে তার পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মাত্র এগার বছর বয়সী একটি ছেলে বৃষ্টিস্নাত প্রতিকূল আবহাওয়ায় শহরের রাস্তায় একাকী হেঁটে চলল; যাতে কোন মানুষের সাক্ষাৎ পেলে তাকে একটি বই দিতে পারে। দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় কোন মানুষের দেখা না পেয়ে সে আশেপাশের বাড়িতে গিয়ে বই বিতরণ শুরু করল। এভাবে বৃষ্টির মধ্যে দুই ঘণ্টা যাবত বাড়ি বাড়ি হেঁটে বই বিতরণ শেষে তার হাতে মাত্র একটি বই অবশিষ্ট থাকল। সে পুনরায় রাস্তায় ফিরে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল এবং হাতে থাকা বইটি দেওয়ার জন্য একজন মানুষ খুঁজতে থাকল। কিন্তু তখনো রাস্তাটি ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। তাই সে বইটি দেওয়ার জন্য শহরের প্রান্তে একটি বাড়িতে কলিং বেল বাজাল। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। সে দরজায় হাত দিয়ে কয়েকবার করাঘাত করল। তবুও কারো সাড়া না পেয়ে সে চলে যাওয়ার মনস্থ করল। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে সে আবার থমকে দাঁড়াল। কী যেন ভেবে সে ফিরে যেতে পারল না।

ছেলেটি গভীর দৃষ্টিতে দরজার দিকে আরেকবার তাকাল। অতঃপর হাত দিয়ে সজোরে দরজায় আঘাত করতে থাকল। সে জানত না তার সাথে তখন কী ঘটতে যাচ্ছে। সে শুধু বারবার দরজায় করাঘাত করতে থাকল। অবশেষে দরজাটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। সে দরজায় একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখতে পেল। মহিলাটির চেহারায় কঠিন দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। মহিলাটি তাকে বলল, কী চাও বাবা? ছেলেটি বৃদ্ধার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটিয়ে বলল, দাদী! আমি যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহ'লে দুঃখিত। আমি শুধু আপনাকে বলতে চাই যে, আল্লাহ আপনাকে খুব ভালবাসেন। তিনিই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। আমি আমার হাতের এই বইটি আপনাকে দিতে এসেছি; যাতে আপনি জানতে পারেন, সবকিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। এই বই থেকে আপনি আল্লাহ্‌র মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়সমূহ জানতে পারবেন। কথাগুলো বলে ছেলেটি হাতের শেষ বইটি বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিল। অতঃপর চলে যাওয়ার মনস্থ করল। বৃদ্ধা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, স্রষ্টা তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।

পরবর্তী শুক্রবারে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ শেষে ইমাম ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কারো কোন প্রশ্ন আছে? কেউ কিছু বলতে চান? পিছনের মহিলাদের সারি থেকে একটি দুর্বল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বললেন, 'এই মজলিসের কেউ আমাকে চিনে না। আমি এখানে আগে কখনো আসিনি। গত শুক্রবারেও আমি মুসলিম ছিলাম না। এমনকি ইসলাম গ্রহণের কোন চিন্তাও তখন আমার ছিল না'।

তিনি বলতে থাকলেন, 'মাত্র কয়েক মাস আগে আমার স্বামী মারা গেছেন। তারপর থেকে আমি এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা হয়ে গিয়েছি। গত শুক্রবার আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা ছিল। আর বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টিও হচ্ছিল। তখন আমি আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কেননা বেঁচে থাকার কোন আশাই আমার ছিল না। আমি একটা চেয়ার ও দড়ি জোগাড় করলাম। অতঃপর আমি বাড়ির উপর তলায় উঠে ছাদের একটি আংটায় দড়িটা শক্ত করে ঝুলিয়ে দিলাম। এরপর চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে দড়ির অন্য প্রান্ত আমার গলায় বাঁধলাম। কয়েক মাস সম্পূর্ণ একা থাকার ফলে মৃত্যুচিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তখন আকস্মিক একটা শব্দে আমার চেতনা ফিরল। আমি আঁতকে উঠলাম। নিচ তলার দরজায় করাঘাতের আওয়াজ আমার কানে আসল। আমি ভাবলাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, হয়তো আগন্তুক এমনিতেই চলে যাবে'।

'আমি করাঘাতের শব্দ বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু দরজার কলিং বেল মুহুর্মুহু বেজেই চলল। করাঘাতের আওয়াজও তীব্র হ'তে থাকল। আমি চিন্তা করতে থাকলাম, কে হ'তে পারে? অনেক দিন কেউ আমার দরজার কলিং বেল

বাজায় না। আমাকে দেখতে আসারও তেমন কেউ নেই। অনেক ভেবে গলা থেকে দড়ির ফাস খুলে ফেললাম। মনে মনে বললাম, কে এতক্ষণ ধরে আমার দরজার বেল বাজাচ্ছে? আমি দেখব। অতঃপর নিচে গিয়ে দরজা খুলে আমি যা দেখলাম, তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেখানে একটা ছোট্ট ফুটফুটে বালক ছিল। তার মত প্রফুল্ল চেহারা, প্রখর চোখের চাহনি আর মায়াবী মুচকি হাসি আমি আগে দেখিনি। বাস্তবে তার রূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সে বলল, দাদী, আল্লাহ আপনাকে খুব ভালবাসেন। তিনিই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। ছেলেটির প্রতিটি কথা আমার হৃদয়ে এমনভাবে স্পর্শ করছিল যে, আমার মৃত অন্তর আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। অতঃপর সে আমাকে আমার হাতের এই বইটি ধরিয়ে দিল 'জান্নাতের পথ'। এরপর সেই ছোট্ট ফেরেশতা শীত আর বর্ষার ঝাপসা চাঁদরের আড়ালে হারিয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অতঃপর দরজা বন্ধ করে প্রবল আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়তে শুরু করলাম। আমি বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ, বাক্য হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করলাম। এর অনেক কিছুই আমাকে আন্দোলিত করল। আমি জীবনের নতুন আলো খুঁজে পেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি উপর তলায় গিয়ে দড়ি ছিড়ে ফেললাম এবং চেয়ার সেখান থেকে সরিয়ে নিলাম। কারণ এগুলোর আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

বৃদ্ধা আরো বললেন, আপনারা দেখছেন আজ আমি কত খুশি! এর কারণ আমি আমার প্রকৃত এক ইলাহের সন্ধান পেয়েছি। আমি বইটির প্রচ্ছদ থেকে এই মারকাযের ঠিকানা পেয়েছি। তাই আমি নিজে এখানে এসেছি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে। আলহামদুলিল্লাহ ফেরেশতার মত ফুটফুটে ছেলেটি একেবারে উপযুক্ত সময়ে আমার নিকট এসেছিল। তার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তখন মসজিদে এমন কোন মুছল্লী ছিল না, যার চোখ মহিলার ঘটনা শুনে অশ্রুসিক্ত হয়নি। মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে তখন মসজিদ প্রকম্পিত হচ্ছিল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার...।

মহিলার ঘটনা শুনে ইমাম ছাহেব আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি মিম্বার থেকে নেমে তার সামনের কাতারে আসলেন, যেখানে তাঁর ছেলে বসেছিল। তিনি তাকে দু'হাতে কোলে তুলে নিয়ে বলতে থাকলেন, এই সেই ছোট্ট ফেরেশতা, এই সেই ছোট্ট ফেরেশতা...। তিনি মুছল্লীদের সামনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। ঐ মজলিসে তাঁর মত পুত্রকে নিয়ে এত গর্বিত আর কোন পিতা ছিল না।

এই ছোট্ট ছেলের উদ্যমের তুলনায় আমরা কোথায়! আমরা কতজন এই বালকের মত সকল পরিস্থিতিতে দাওয়াতের আকাঙ্খা করি!

শিক্ষা : গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়টি সুস্পষ্ট। আমরা অনেক সময় দাওয়াতী কাজে অনাগ্রহবশত অযুহাত পেশ করি। কখনো কখনো আশানুরূপ ফলাফল দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু সর্বাবস্থায় সংস্কারের চেতনা নিয়ে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ যখন ইচ্ছা দাওয়াত কবুল করে তাঁর বান্দাকে হেদায়াত দান করবেন। তখন তা আমাদের জন্য মূল্যবান লাল উট তথা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ অপেক্ষা উত্তম বলে গণ্য হবে। আমাদের দায়িত্ব শুধু নিয়মিত দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখা এবং আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে দো'আ করা। আল্লাহ আমাদের প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[গল্পটি আরবী ভাষা থেকে অনূদিত।]

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- ❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- ❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- ❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- ❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

অন্যায় দণ্ড

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

অনেক দিন আগের কথা। এক অত্যন্ত দুর্বল, রুগ্ন বৃদ্ধ লোক প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তারকে বলল, আমি অসুস্থ আমার চিকিৎসা করেন। ডাক্তার রোগীর পাল্‌স ও জিহ্বা দেখে বললেন, গতরাতে কী খেয়েছেন? বলল, কিছুই না। তিনি বললেন, সকালে কী খেয়েছেন? রোগী আবার বলল কিছুই না। ডাক্তার দেখলেন, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ, অসুস্থ, এমনকি তার ভরণ-পোষণ দেয়ার মতও কেউ নেই। অভাবের তাড়নায় প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থেকে তার এমন অবস্থা হয়েছে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গেছে এবং মাত্র অল্প কিছুদিন আয়ু অবশিষ্ট রয়েছে। এ অবস্থা দেখে ডাক্তার মর্মাহত হ'লেন। লোকটি যাতে কষ্ট না পায় সেজন্য বললেন, আপনার যে অসুখ হয়েছে তার কোন চিকিৎসা নেই এবং ওষুধের প্রয়োজনও হয় না। আপনাকে কিছুদিন মন যা চায় তাই করতে হবে। আপনার যা খেতে ইচ্ছা হয় খাবেন, যে কাজ করতে ইচ্ছা হবে সেটাই করবেন। আশা করা যায় তাতে আপনি ভাল হয়ে যাবেন।

বৃদ্ধ বলল, আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমি যা ইচ্ছা তা খেতে পারি না। কারণ আমার খাবারই থাকে না।

এ কথা শুনে ডাক্তার আরও দুঃখিত হ'লেন। জীবনের শেষলগ্নে তিনি বৃদ্ধকে দুঃখ দিতে চাননি। তাই বললেন, এগুলো নিয়ে আপনাকে এত চিন্তা করতে হবে না। যে অবস্থাতেই থাকেন যতটা সম্ভব মনের ইচ্ছা পূরণ করবেন, যতটা পারেন খাবেন এবং নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটাই করবেন।

বৃদ্ধ বলল, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন। আমার জন্য সহজ করে দিলেন। আমি জানি কখনো আমার সব ইচ্ছা পূরণ হওয়ার নয়। ডাক্তার বলল, এটা ঠিক, সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। তবে আমি দো'আ করি আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন। এখন যেখানে যেতে চান চলে যান। আমি আশা রাখি আল্লাহ আপনার ইচ্ছা পূরণ করবেন।

অসুস্থ বৃদ্ধ সবুজ প্রকৃতি ও প্রবাহিত জলস্রোত দেখার ইচ্ছা পোষণ করে ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ডাক্তারের পরামর্শ পেয়ে সে আনন্দিত ছিল। এক সবুজ মাঠের কোল ঘেষে বয়ে চলা স্রোতধারার পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে সে দেখতে পেল এক দরবেশ পানির ধারে মাথা নিচু করে বসে হাত-মুখ ধৌত করছে। বৃদ্ধ লোকটি দরবেশের ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, ঘাড় ও কানের পিছনের অংশটি মসৃণ এবং চড় মারার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা। হঠাৎ তার মনে দরবেশের ঘাড়ে সজোরে চড় মারার ইচ্ছা উদয় হ'ল। তিনি জানতেন অযথা কাউকে মারতে হয় না। কিন্তু তার মনে আছে ডাক্তার বলেছিলেন, তার রোগের চিকিৎসা হ'ল যা ইচ্ছা তাই করা। সে তার এই ইচ্ছা সংবরণ করতে পারল না। দরবেশের দিকে এগিয়ে গিয়ে জামার হাতা উপরে তুলে জোরে তার ঘাড়ে থাপ্পড় দিল এবং থাপ্পড়ের শব্দ শুনে হাসতে লাগল। দরবেশ থাপ্পড় খেয়ে পানিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেখান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় বৃদ্ধকে ধরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধের দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, সে এমন ঘাটের মরা যে, প্রতিশোধ নিতে গেলে সে মরেই যাবে। দরবেশ তার হাত ধরে বললেন, দুর্ভাগা! তোমার শরীরে কী মাথা বেশী হয়ে গেছে যে, অযথা আমাকে মারলে? তোমার তো থাপ্পড় সহ্য করার শক্তিও নেই। আবার এমন রোগা যে, মারাও যাবে না। কেন এ কাজ করলে? আর কেনইবা পাগলের মত হাসছ?

বৃদ্ধ বলল, আমি জানি না। ডাক্তার বলেছিল তাই করেছি। তবে থাপ্পড়ের শব্দটা তোমার ঘাড়ের ছিল নাকি আমার হাতের ছিল এটা ভেবে হাসছি। দরবেশ বলল, জানো না? দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

এ কথা বলে দরবেশ লোকটিকে টানতে টানতে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনা বলে অভিযোগ পেশ করল। বলল, যদি প্রতিশোধ নিতে বলেন তবে নেব। আর যদি না বলেন, তবে তার কী বিচার হওয়া উচিত? আমি তাকে মারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মারা যাবে ভেবে মারি নি। তাছাড়া শহরে বিচারক থাকতে কাউকে মারাও ঠিক নয়।

বিচারক বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কিছাছ গ্রহণ করার মত শারীরিক অবস্থা তার নেই। তাই দরবেশকে উপদেশ দিয়ে বললেন, দেখুন প্রিয় বন্ধু! এই বৃদ্ধকে আঘাত করা যাবে না। হয়ত সে মারা যাবে। একজন সুস্থ-সবল মানুষকে মারা যায়, বেঁধে রাখা যায়, কিন্তু এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। তাকে ক্ষমা করে দেন। ক্ষমার মধ্যে আনন্দ রয়েছে। প্রতিশোধে কোন আনন্দ নেই।

দরবেশ বলল, কোনটা ক্ষমা করব? এ কেমন অন্যায় বিচার করছেন? এ বিচারের কথা কাল যখন মানুষ শুনবে তখন কাউকে অন্যায় করা থেকে থামানো যাবে না। সব খারাপ কাজের শাস্তি হওয়া উচিত। ৩০ বছর পর হ'লেও আমি তাকে মাফ করব না। আপনাকে অবশ্যই তাকে শাস্তি দিতে হবে। বিচারক বললেন, আমি যা বলেছি তাই হবে। এই লোকটি অসুস্থ, কষ্ট পাচ্ছে, মারা যাওয়ার মত অবস্থা। আপনার অভিযোগ প্রত্যাহার করা উচিত।

দরবেশ বলল, আমি কখনো এ কাজ করব না। বিচারক বৃদ্ধকে বললেন, তোমার কত টাকা আছে? সে বলল, কিছুই নাই। বিচারক বলল, সকালে কী খেয়েছ? বলল, কিছুই না।

বিচারক এবার দরবেশকে বললেন, দেখুন লোকটা ক্ষুধার্তও বটে। একটা থাপ্পড় না হয় আপনাকে মেরেছে তাতে তো আপনার কিছুই হয় নি। ছেড়ে দিন। তবে আপনার কাছে কত টাকা আছে? বলল, ৬ দিরহাম। বিচারক বললেন, টাকাটা দু'ভাগ করে ৩ দিরহাম বৃদ্ধকে দিন। সে অন্তত একটা রুটি কিনে খাবে। আল্লাহ আপনাকে অনেক ছওয়াব দিবেন।

দরবেশ প্রতিবাদ করে বললেন, আমি অবাক হয়ে গেলাম। মার আমি খেলাম, আবার আমিই টাকা দেব? এটা কোন ধরনের বিচার? এটা অন্যায়, যুলুম, নিষ্ঠুর বিচার। তাহ'লে চড়েরও মূল্য আছে? এভাবে দরবেশ ও বিচারক কথা কাটাকাটি শুরু করল। এবার বৃদ্ধ ভাবল একটা চড়ের দাম তাহ'লে ৩ দিরহাম। এ সময় সে খেয়াল করে দেখল বিচারকের ঘাড় থাপ্পড় মারার জন্য দরবেশের ঘাড়ের চেয়েও উপযুক্ত। তার মারার ইচ্ছা আবার জাগ্রত হ'ল। দেরি না করে বিচারকের ঘাড়ে থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলল, এবার আমাকে একটা চড়ের দাম ৩ দিরহাম দিন।

বিচারক অত্যন্ত রাগান্বিত হ'ল। কিন্তু দরবেশ খুশি হয়ে বলল, এই নিন ৬ দিরহাম। ৩ দিরহাম আমাকে মারার জন্য আর বাকি ৩ দিরহাম আপনাকে মারার জন্য। বিচারক বললেন, এটা কেমন কথা? আপনি আমাকে মারার জন্য টাকা দিচ্ছেন?

দরবেশ বলল, হ্যাঁ, একটা চড় ভাল হ'লে সবার জন্য ভাল, খারাপ হ'লে সবার জন্য খারাপ। দুঃখের বিষয় হ'ল, আমার কাছে আর টাকা নেই, নইলে এই দ্বিতীয় থাপ্পড়টার মূল্য একশ' দিরহাম হ'ত। কারণ বিচারটা অন্যায় ছিল কিন্তু আপনার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ছিল। যাতে আপনি বুঝতে পারেন যেটা নিজের জন্য খারাপ, সেটা অন্যের জন্যেও খারাপ।

[গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত।]

শিক্ষা : প্রথমত, কারও বিচার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তার বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা দেখা উচিত। প্রত্যেক অপরাধের একটা খারাপ প্রভাব রয়েছে। সেজন্য অপরাধী শিশু কিংবা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি হ'লেও শৃঙ্খলার স্বার্থে তাকে মৃদু হলেও শাস্তি দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, বিচারে পক্ষপাতিত্ব অথবা স্বজনপ্রীতির কারণে শিথিলতা করা যুলুমের পর্যায়ভুক্ত। সেজন্য মনে রাখতে হবে, যেটা নিজের জন্য খারাপ সেটা অন্যের জন্যেও খারাপ। এটাই এই গল্পের প্রধান শিক্ষা। আল্লাহ আমাদের ব্যক্তিজীবনে এ গল্প শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[অনুবাদক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।

বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

শেষ সুযোগ

-আব্দুল কাদের

আমার বয়স মোটামুটি আটাশ হবে। সুঠামদেহী একজন যুবক। অনেকদিন যাবৎ ঢাকার মুহাম্মাদপুরে আছি। এলাকায় বেশ পরিচিতিও আছে। তবে সেটা কোন ভালো গুণের জন্য নয়। লোকে আমায় চিনে আশিক মাস্তান বলে। আল্লাহ্র পরম কৃপায় মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি। তথাপি ইসলামের ছিটেফোঁটা আমার মধ্যে নেই। ছালাত-ছিয়াম পালন তো অনেক দূরের বিষয়। জীবনের রোজনামচায় সামান্যতম ভালো কাজ খুঁজতে গেলেও দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে লম্বা সময় ভাবতে হয়।

ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারিং, ইভটিজিং আমার নিত্য দিনের কাজ। এমন কোন দিন খুঁজে বের করা কষ্টকর, যেদিন আমি কোন খারাপ কাজ করিনি। কেবল টাকার জন্য অনেককে পিটিয়ে আহত করেছি। নিজের বয়সের চেয়ে বড়দের প্রতি হাত তুলতেও সামান্য হাত কাঁপেনি। রাস্তার পাশে ক্ষুধার তাড়নায় কাতরানো শিশুগুলি যখন 'ভাই দশটা টাহা দেন, দুইদিন ধরে কিচ্ছু খাইনাই' বলে আমার পায়ে গড়িয়ে পড়েছে, তখন সজোরে লাথি দিয়ে তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছি। একবারও ভাবিনি তাদের অসহায়ত্বের কথা। এতসব পাপ কাজের জন্য কোন দিন আমার হৃদয়ে সামান্য অনুশোচনাও হয়নি।

দ্বীন-ধর্মের কথা ভুলে আমি এক সংশয়বাদীতে পরিণত হয়েছিলাম। আমাকেও যে একদিন মরতে হবে, মালাকুল মাউত এসে আমার দুর্গন্ধময় আত্মাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাবে, সেকথা একটি বারও ভাবিনি। সব সময় দুনিয়ার পিছনে ছুটেছি। টাকা-পয়সাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়েছি। ভোগ-বিলাসিতাই যেন জীবনের সব প্রাপ্তি।

আমার নাফসে মুত্বমাইন্নার (প্রশান্ত হৃদয়) মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। নাফসে লাওয়ামাও (খারাপ কাজে বাধা দানকারী হৃদয়) প্রায় মুমূর্ষু। নাফসে আম্মারাই (খারাপ কাজে প্ররোচনা দানকারী হৃদয়) যেন আমার সর্বেসর্বা, দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় তার আধিপত্য। তাইতো হাযার খারাপ কাজ করেও আমি রাতে আরামে ঘুমিয়ে পড়ি। আজকের রাতটা হ'তে পারে আমার জীবনের শেষ রাত ভেবে কখনও নির্ঘুম রাত কাটেনি। কখনও মনে হয়নি এবার নিজেকে শুধরানো উচিত।

আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা খুব বেশী নয়। আছে বলতে কেবল মা আর ছোট ভাই। তারা গ্রামে থাকে। বাল্যকালেই আব্বাকে হারিয়েছি। চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় পরিবারের হাল ধরতে এসেছিলাম রাজধানীর বুকে। বন্ধুদের খপ্পরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছি এই অন্ধকার জগতে। গড়ে তুলেছি নিজের আধিপত্য। অর্জন করেছি অগাধ সম্পদ ও ক্ষমতা। মুহাম্মাদপুরের একটা চকচকে দোতলা বাসায় থাকি। রাতের শেষ থেকে সকাল গড়িয়ে দুপুর পর্যন্ত আমি এখানে থাকি। প্রায় পুরো সময়টাই ঘুমে কেটে যায়।

প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও রাতের কাজ সেরে এসে শুয়ে পড়েছি। প্রায় ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মুঠোফোনের শব্দে তন্দ্রায় ছেদ পড়ল। ফোনের রিংটোনটা একটু বিকট ধরনের। তাই রিসিভ না করে শান্তিতে ঘুমানোর কোনো উপায় নেই। বার বার বাজতে থাকলে খুব বিরক্ত লাগে। ঘুমঘুম চোখে ফোনের স্ক্রীনে তাকালাম। স্ক্রীনের তীব্র আলোর রেখা ভেদ করে চোখে ভেসে উঠল আতীকের নাম। আতীক আমার ছোট ভাই। ফোনটা রিসিভ করে কানে রাখলাম। আতীক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ভাইয়া! আম্মু অসুস্থ। খুব জ্বর। তোমাকে দেখতে চাচ্ছে। তুমি কালকেই বাড়ি আসো'। আমি বললাম, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি এখনই বের হচ্ছি'।

আম্মুর অসুস্থতার কথা শুনে দুচোখ থেকে ঘুম চলে গেল। আম্মুকে বড্ড ভালোবাসি আমি। জীবনে ভাল কাজ বলতে এটাই আছে আমার। পৃথিবীতে আপন বলতে আম্মু আর ছোট ভাইটাই তো আছে।

সে রাতে আর ঘুম হ'ল না। বাসা থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। মোটামুটি শীত পড়তে শুরু করেছে। আবছা কুয়াশায় তখনও চারিদিক ঢেকে আছে। কতদিন এমন সকাল দেখি না! নব উদিত সূর্যের আলো আমার গায়ে লাগে না কয়েক বছর। যখন ঘুম থেকে উঠি তখন সূর্যের মিষ্টি আলো অসহ্য তাপে পরিণত হয়। তখন আর তা উপভোগ্য থাকে না। যাহোক বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে টিকিট সংগ্রহ করে বাসে উঠলাম। আমার সিটটা ঠিক মাঝ বরাবর, পিছনের চাকা থেকে একটু সামনে। কাউন্টার থেকে বলল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে। আমি নির্ঘুম রাতের ক্লান্ত দেহ সিটে এলিয়ে দিলাম।

প্রায় মিনিট দশেক পরে বাস ছাড়ল। পাশের সিটে বসেছেন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর হবে হয়তো। তিনি সিটটা পিছনে হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার চোখেও তখন ঘুম ভর করতে শুরু করেছে। বাস কিছুদূর যেতেই আমিও ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেলাম।

ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা। অকস্মাৎ একটা বিকট শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা খেলাম সামনের সিটের সাথে। ডান পায়ে একটা প্রচণ্ড চাপ অনুভব করলাম। আমাদের বাসটা মুখোমুখি এক্সিডেন্ট করেছে। কোন কিছু ভালোভাবে বুঝে উঠার আগেই পিছন দিক থেকে সজোরে আরেকটা ধাক্কা লাগল বাসে। কুয়াশায় দেখতে না পেয়ে আরেকটা বাস পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে। পিছনের দিক থেকে শোনা গেল কিছু মানুষের গগন বিদারী আর্তনাদ। আমার

পাশের সিটের লোকটা ছিটকে সামনে চলে গেল মুহূর্তেই। আমিও সামনের সিটের সাথে আরেকটা ধাক্কা খেলাম। প্রথমে ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি হয়তো। পরক্ষণে পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলা রক্তস্রোত ও ডান পায়ের প্রচণ্ড ব্যথা জানান দিল নির্মম বাস্তবতা।

আজ প্রথমবার মনে মৃত্যুর ভয় হচ্ছে। মৃত্যু যে ঠিক কতটা নিকটবর্তী, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। নাফসে লাওয়ামাহ আজ আমার উপর বিজয়ী হয়েছে। বারবার বলছে, 'তুই মরিস না, তুই মরিস না। তোকে বাঁচতে হবে। এভাবে মরলে তোর ঠিকানা কোথায় হবে সেটা তোর অজানা নয়'।

বাসে মুমূর্ষু লোকজনের আর্তনাদ শুনতে শুনতে জীবনের প্রতি মায়া সৃষ্টি হচ্ছে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হচ্ছে আজ। জানিনা আল্লাহ কপালে কী লিখে রেখেছেন! নিজেকে শুধরানোর আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জেগে উঠছে বারবার। নানা রকম চিন্তাভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। পায়ের ব্যথাটা আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যথায় ক্লান্ত চোখ দু'টি বারবার বন্ধ হ'তে চাচ্ছে। বেঁচে থাকার তীব্র চেষ্টায় উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সামলাতে পারলাম না। তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম...।

ঠিক কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানিনা। মুখের উপর এক ঝাপটা ঠান্ডা পানির স্পর্শে জ্ঞান ফিরে পেলাম। চোখ খুলে দেখলাম চারিদিকে মানুষের ছোটাছুটি। অনেক মানুষ যাত্রীদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। জীবিতদের এনে রাখা হচ্ছে রাস্তার পাশে একটা আম গাছের নিচে। সৌভাগ্যক্রমে আমিও আমগাছের নিচে জায়গা পেয়েছি। তবে অনেক যাত্রীরই জায়গা হয়েছে লাশের সারিতে।

আমাদের থেকে একটু দূরে খোলা জায়গায় মৃতদেহগুলো সারি সারি রাখা। পাশে থাকা লাশের সারিতে দৃষ্টি দিতেই আমি বিস্ময়ে আঁতকে উঠলাম! আমার পাশের সেই মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটার জায়গা হয়েছে লাশের সারিতে! দু'জন পাশাপাশি সিটে বসেছিলাম। কিন্তু এখন তিনি চোখ বন্ধ করে লাশের সারিতে শুয়ে আছেন আর আমি জীবিত; দিব্য চোখে তা দেখছি! অপলক তাকিয়ে রইলাম মধ্যবয়সী মৃতদেহের দিকে।

চারপাশে আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। জীবিতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসা প্রতিটি এ্যাম্বুলেন্সের শব্দ সবাইকে আরও ব্যস্ত করে তুলছে। দু'জন এসে আমাকেও এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিল। পা থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। হাতে-মুখে-বুকের কিছু ক্ষতচিহ্ন থেকেও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আমার সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ভাঙা পায়ের তীব্র ব্যথাটাও যেন আর অনুভব করতে পারছি না। শুধু মনে একটা ভয়ংকর ব্যথা উপলব্ধি হচ্ছে। আমার মনে তখন বয়ে চলেছে হাযারও প্রশ্ন। আমার জায়গাটাও তো আজ লাশের সারিতে হ'তে পারতো! আমি যদি এ অবস্থায় মারা যেতাম, তবে কি আমার কপালে তওবা জুটতো? আমি কি কখনও নিজেকে শুধরাতে পারতাম! যাদের প্রতি এত অন্যায় অত্যাচার করেছি, তাদের কাছে মাফ চাওয়ার শেষ সুযোগটা কি হত!

হাযার প্রশ্নবাণ এড়িয়ে সামনে এলো একটি মূল্যবান প্রশ্ন। তবে কি দয়াময় আল্লাহ তাঁর পাপিষ্ঠ বান্দাকে নিজেকে শুধরানোর একটা শেষ সুযোগ দিলেন?

[লেখক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর ২০২৩ : সিলেট

সিলেট, মৌলভীবাজার ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : উক্ত তারিখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ৫ম বার্ষিক 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর' অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। এছাড়াও 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ডা. শওকত হাসান, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির সহ দেশের ২৪টি সাংগঠনিক যেলা থেকে মোট ১৩৮জন কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা সফরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীন এবং সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

সফরকারীরা ২৭শে সেপ্টেম্বর রাতে রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচল নতুন শহরে অবস্থিত মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী মাদ্রাসায় একত্রিত হন। এসময় সফরকারীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবং উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ইহসান ইলাহী যহীর। অতঃপর রাতের খাবার শেষে মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে সফরের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানীর নছীহতান্তে রাত ১-টা নাগাদ ৩টি বাস যোগে সফরের দো'আ পাঠের মাধ্যমে মৌলভীবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা হয়। পথিমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুরে যাত্রা বিরতি দিয়ে হাইরোড সংলগ্ন বায়তুল মোয়াযযাম জামে মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করা হয়। এসময় অত্র মসজিদের মাযহাবী ইমামকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং বিভিন্ন লিফলেট, প্রচারপত্র ও বই-পুস্তক হাদিয়া দেয়া হয়। অতঃপর পুনরায় যাত্রা শুরু করে সকাল ৮.৩০-টায় মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে হোটেল গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্টের অপর পাশে ভানুগাছ রোড সংলগ্ন একটি খাবার হোটেলে যাত্রা বিরতি দিয়ে সকালের নাশতা করা হয়। নাশতা শেষে সফরের প্রথম স্পট হামহাম জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে পুনরায় গাড়ি ছেড়ে যায়। ১৪৭ অথবা ১৭০ ফুট উঁচু হামহাম জলপ্রপাত মৌলভীবাজার যেলার কমলগঞ্জ উপযেলার রাজকান্দি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গভীরে কুরমা বন বিট এলাকায় অবস্থিত। চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গলের আঁকাবাঁকা রাস্তার দু'ধারে উঁচু-নিচু লাল মাটির ভূমি আর ছোট্ট টিলায় পরিপাটি করে লাগানো সবুজ চা বাগানের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে কলাবন পাড়ার মাথায় এসে বাস থামে। সেখান থেকে ইজি বাইক যোগে সফরকারী দল কলাবন পাড়ার শেষে এবং রাজকান্দির অগ্রভাগে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে আনুমানিক ২ ঘণ্টা হেঁটে প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার পাহাড়ী গহীন জঙ্গলের উঁচু-নিচু টিলা অতিক্রম করে বনের প্রান্ত সীমায় হামহাম জলপ্রপাতের দেখা পাওয়া যায়। কালো পাথরের গা ছুঁয়ে তীব্র বেগে আছড়ে পড়া পানিতে শরীর ভেজানোর সাথে সাথে সফরকারীদের সমস্ত কষ্ট ও ক্লান্তি নিমিষেই দূর হয়ে যায়। সকলেই পানিতে নেমে শৈশবের হর্ষ উল্লাসে মেতে উঠে। অতঃপর পুনরায় ২ ঘণ্টার দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তীব্র ক্ষুধা আর দম বন্ধ হওয়া ক্লান্তি নিয়ে কর্মীরা প্রায় বিকাল ৪-টা নাগাদ কলাবনে ফিরে আসে।

সেখান থেকে আবার বাদ মাগরিব শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ রোডের সেই খাবার হোটেলে এসে দুপুরের খাবার খাওয়া হয়। এসময় পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সিলেট শহরের কুমারপাড়ায় অবস্থিত আত-তাক্বওয়া মসজিদ এ্যান্ড ইসলামিক সেন্টারে আয়োজিত যুব সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রাইভেট কার যোগে রওয়ানা হন। অন্যরা সেখানে খাবার গ্রহণ শেষে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে যুব সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য যাত্রা করে রাত ১০-টায় কুমারপাড়ায় পৌঁছে। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি তোফায়েল আহমাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত যুবসমাবেশে তিন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আরও বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম এবং আত-তাক্বওয়া মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব আব্দুছ ছবুর চৌধুরী। কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, আত-তাক্বওয়া মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক কালাম মাহমূদ সরকার, সিলেট-উত্তর যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন, সিলেট-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি জাবের আহমাদ, উপদেষ্টা শাহীন আলম, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি গোলাম আযম প্রমুখ। যুব সমাবেশ শেষে রাতের খাবার খাওয়া হয় এবং পার্শ্ববর্তী সোবহানী ঘাট রোজ ভিউ পয়েন্টে হোটেল আস-সালীমে রাত্রি যাপন করা হয়।

দ্বিতীয় দিন ২৯শে সেপ্টম্বর বাদ ফজর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সফরকারীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। এসময় তারা উভয়ে কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে সফর উপভোগ এবং দায়িত্বশীলদের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রদর্শনের তাকীদ দেন। অতঃপর সকাল ৭-টায় ২য় দিনের ১ম স্পট সিলেট শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরবর্তী কোম্পানীগঞ্জ উপযেলায় অবস্থিত ভোলাগঞ্জ সাদাপাথরের উদ্দেশ্যে গাড়ি ছেড়ে যায় এবং সকাল ৮-টায় সেখানে পৌঁছায়। সকালের মিষ্টি রোদে মেঘালয় পাহাড় বেষ্টিত সাদাপাথর এলাকার সৌন্দর্য যে কাউকে বিমোহিত করবে। যতদূর দৃষ্টি যায় পায়ের নিচে বিছানার ন্যায় শুধু পাথর আর পাথর বিছানো। তারই মাঝখান দিয়ে ভারতের ধলাই নদী থেকে বেয়ে আসা অপ্রতিরোধ্য স্বচ্ছ পানি সূর্যের আলো পড়ে আয়নার মত ঝকঝক করছে। এমন অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য দেখে সফরকারীরা কেউ হাঁটু পানিতে নেমে পড়ে আবার অনেকেই গোসলে নেমে যায়। যাহোক সাদাপাথর দেখে সকালের নাশতা সেরে সকাল ১১-টায় রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু সোয়াম্প ফরেস্টের রাস্তা সরু হওয়ায় যানজট সৃষ্টি হ'লে

রাতারগুল না দেখেই সেখান থেকে পরবর্তী স্পট জাফলংয়ের দিকে গাড়ি যাত্রা করে। গাড়ি যতই সামনে এগোতে থাকে রাস্তার দু'পাশে মেঘালয়ের বিশাল পাহাড়গুলো দেখে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ জাফলং একটি গোলাকার পাহাড় বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। এভাবেই পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে বিকাল ৩.৩০-টায় জাফলং জিরো পয়েন্টে পৌঁছে প্রথমেই যোহর ও আছরের ছালাত জমা-কছর করা হয়। অতঃপর পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে যে যার মত নদীতে নেমে পড়ে। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ডাউকী নদী জাফলংয়ে প্রবেশ করে পিয়াইন নাম ধারণ করেছে। সে নদীর ভয়ংকর স্রোতে অবগাহন করে ফেরার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এদিন বাদ মাগরিব থেকে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি তোফায়েল আহমাদের সভাপতিত্বে কাপাউড়ায় ইসলামী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে যোগদান করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম এবং আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ডা. শওকত হাসান প্রমুখ। সময় স্বল্পতার কারণে অন্যরা সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। অতঃপর হরিপুরে যাত্রাবিরতি করে রাতের খাবার শেষে রাত ১২-টা নাগাদ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অতঃপর সফরকারীগণ ঢাকা থেকে স্ব স্ব গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

সাতক্ষীরা ২১শে অক্টোবর'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় যেলা 'যুবসংঘে'র কার্যালয়ে বাৎসরিক যেলা অডিট শুরু হয়। এতে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে অডিট সম্পন্ন করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। একই দিন বিকাল ৩-টা হতে যেলার খড়িবিলাস্থ মোযাফফর গার্ডেন এ্যান্ড রিসোর্ট সেন্টার অডিটোরিয়ামে কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা আলতাফ হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলনে'র উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

যেলা অডিট

পাবনা ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় হ'তে পাবনা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল গাফফারের সভাপতিত্বে মাদারবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা অডিট অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা যেলা 'যুবসংঘে'র অডিট করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। উল্লেখ্য যে, বাদ আছর খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা সদর উপযেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মানিক মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রহমান ত্বালহা বিন ইউনুস এবং জাগরণী পরিবেশন করেন কেরামত আলী।

বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব, ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব দারুস-সালাম মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার অডিট ও তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অডিটে অডিটর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

আরামনগর, জয়পুরহাট ৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, জয়পুরহাটে যেলা 'যুবসংঘে'র অডিট অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মোস্তাক আহমাদ সারোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অডিটে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২১শে অক্টোবর ২০২৩ শনিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, শাসনগাছা, মাষ্টারপাড়ায় কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র অডিট অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অডিটে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ।

গাংনী, মেহেরপুর ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় গাংনী শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মেহেরপুরে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। উল্লেখ্য যে বাদ আছর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘে'র অডিট সম্পন্ন করেন।

দেলধা, টাঙ্গাইল ২৮শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব দেলধা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পদক মুহাম্মাদ আজমাল ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উল্লেখ্য যে বাদ আছর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় অত্র যেলা অডিট সম্পন্ন করেন।

সুধী সমাবেশ

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ২০শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলনে'র ক্ষেতলাল উপযেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

কালাই, জয়পুরহাট, ২০শে অক্টোবর ২০২৩ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর কালাই পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কালাই উপযেলা 'আন্দোলনে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

বাঘবেড়, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ২৮শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাঘবেড় শাখা 'আন্দোলন' পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

প্রশিক্ষণ

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী, চট্টগ্রামে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জসিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি হাফেয শেখ সাদী ও সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন সাব্বির। যেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের পাশাপাশি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

শেখ জামাল, রংপুর পশ্চিম ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা শেখ জামাল জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী

টাঙ্গাইল, ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের কাকুয়া ইউনিয়নস্থ দেলধা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে টাঙ্গাইল যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে যেলা 'আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠী' ও 'আল-'আওনে'র কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি মাওলানা ইউসুফ ছিদ্দীকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আজমাল ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মুনীরুযযামানকে পরিচালক করে টাঙ্গাইল যেলা 'আল-হেরা'র কমিটি এবং আল-আমীনকে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি গঠন করা হয়।

সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক

নওদাপাড়া মারকায ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : আদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ অস্থায়ী জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার উদ্যোগে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার সহ-সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের ছাত্র আবুবকর ছিদ্দীক এবং জাগরণী পরিবেশন করেন সাব্বির আহমাদ।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধ বিষয়ে কোন সূরা নাযিল হয়?
উত্তর : সূরা আনফাল।

২. প্রশ্ন : কার নেতৃত্বে মদীনার নামকরা ইহূদী পুঁজিপতি ও কবি কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়?
উত্তর : আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাঃ)।

৩. প্রশ্ন : মদীনার প্রসিদ্ধ ইহূদী গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা কতদিন মুসলমানদের হাতে অবরুদ্ধ থেকে আত্মসমর্পণ করে?
উত্তর : ১৫ দিন।

৪. প্রশ্ন : মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই কোন গোত্রভুক্ত ছিলেন? উত্তর : খাযরাজ গোত্রভুক্ত।

৫. প্রশ্ন : মদীনার সনদ কখন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল?
উত্তর : ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে।

৬. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধের কত মাস পর ওহোদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়?
উত্তর : ১১ মাস পর।

৭. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?
উত্তর : ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে।

৮. প্রশ্ন : ওহোদ পাহাড়ের কোন অংশে ওহোদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়? উত্তর : 'কুনাত' উপত্যকায়।

সম্পাদকীয় বাকী অংশ

(৩) সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা : কোন অবস্থাতেই অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়া আমাদের বৈষয়িক স্বচ্ছতার মানদণ্ড। এমনকি ইসলাম নিজের একান্ত শত্রুর প্রতিও অন্যায় আচরণ করার অনুমতি দেয়নি *(মায়েদাহ ৮)*।

(৪) শাসকদের প্রতি নছীহত করা : শাসক যেমনই হোক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চেষ্টা করা ইসলামের নীতি নয়। বরং তাকে নছীহত করা, পরামর্শ দেয়ার মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করাই অন্যদের দায়িত্ব। বর্তমান যুগে প্রচলিত ক্ষমতার রাজনীতি এবং শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক অবস্থান ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না।

(৫) ইসলামী খেলাফতের পক্ষে জনসমর্থন গড়ে তোলা : ইসলামী খেলাফত একদিকে যেমন ক্ষমতা চেয়ে নেয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখে, তেমনি একদল যোগ্য মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতে সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে উৎসাহ প্রদান করে। ফলে এখানে ক্ষমতার জন্য কোন লোভ ও লড়াইয়ের সুযোগ নেই। আর ক্ষমতার লড়াই না থাকায় দুর্নীতি, অনাচার ঘটারও কোন অবকাশ নেই। ফলে এই আদর্শভিত্তিক রাজনীতি মানবতার জন্য চূড়ান্ত কল্যাণের ধারক ও বাহক। একজন মুসলিম হিসাবে দেশের জনগণকে ইসলামী খেলাফতের কল্যাণকারিতা বোঝানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে প্রচলিত রাজনীতির বিষবাষ্প থেকে এ দেশকে উদ্ধার করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন- আমীন!

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : পদ্মা সেতু দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেনের বাণিজ্যিক চলাচল শুরু হবে কবে?
উত্তর : ১ নভেম্বর ২০২৩।

২. প্রশ্ন : প্রশ্ন : বর্ষাকালীন ঝরনাগুলোর মধ্যে দেশের সবচেয়ে উঁচু ঝরনা কোনটি?
উত্তর : লাংলোক (বান্দরবান)।

৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশ পুলিশের কোন ইউনিট মেট্রোরেলের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে?
উত্তর : ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) পুলিশ।

৪. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশের নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি কত দিন? উত্তর : ১২০ দিন।

৫. প্রশ্ন : ২০২৩ সালের অক্টোবরে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের নাম কী? উত্তর : হামুন।

৬. প্রশ্ন : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (HSIA) তৃতীয় টার্মিনাল কবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়? উত্তর : ৭ অক্টোবর ২০২৩।

৭. প্রশ্ন : দেশের প্রথম এলিফ্যান্ট ওভারপাস কোথায় অবস্থিত? উত্তর : লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮. প্রশ্ন : নবাব ফয়জুন্নেছা জমিদার বাড়ি জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? উত্তর : লাকসাম, কুমিল্লা।

৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশে কতটি দেশের দূতাবাস রয়েছে?
উত্তর : ৫২টি।

১০. প্রশ্ন : দেশে এইচপিভি টিকার কার্যক্রম শুরু হয় কবে?
উত্তর : অক্টোবর ২০২৩।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : ফিলিস্তিনে নিযুক্ত সৌদি আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত কে?
উত্তর : নায়েফ বিন বান্দার আল-সুদাইরী।

২. প্রশ্ন : নিশিমুরা ধূমকেতু কার নামে নামকরণ করা হয়?
উত্তর : হিদিও নিশিমুরা (জাপান)।

৩. প্রশ্ন : কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান প্রজেক্ট কুইপারের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : জেফ বেজোস।

৪. প্রশ্ন : বিশ্বের দীর্ঘতম কাঁচের সেতু 'দ্য ব্যাচ লং' কোন দেশে অবস্থিত? উত্তর : ভিয়েতনাম।

৫. প্রশ্ন : ৭ অক্টোবর ২০২৩ হামাস কর্তৃক ইসরায়েলে চালানো অভিযানের নাম কী?
উত্তর : অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড।

৬. প্রশ্ন : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? উত্তর : ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

৭. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম হাইড্রোজেন পার্ক কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জাপান।

৮. প্রশ্ন : 'শিন বেট' কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা?
উত্তর : ইস্রাঈল।

৯. প্রশ্ন : মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট কে?উত্তর : মোহাম্মদ মুইজ্জু।

শব্দজট

উপর-নীচ : ১. সর্বশেষ আসমানী কিতাব। ২. শব্দহীন। ৩. আল্লাহ্র একত্ব। ৪. আল্লাহ্র গুণবাচক নাম। ৬. সাহসী ব্যক্তির অপর নাম। ৭. জ্ঞান-এর আরবী প্রতিশব্দ। ৮. পাপ থেকে ফেরার উপায়। ৯. অনুগ্রহ, অনুকম্পা। ১০. অতি উচ্চ যিনি।

পাশাপাশি : ১. আল্লাহ্র নৈকট্যের জন্য যিলহজ্জ মাসে যা যবেহ করা হয়। ৩. প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহর নির্ধারণ। ৫. যিনি নবুঅত প্রাপ্ত হয়েছেন। ৭. আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কৃত কাজ। ৯. আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি। ১১. অনুমান। ১২. কুরআন নাযিলের মাস।

১			২						
						৩			৪
৫	৬								
				৭			৮		
		৯							১০
১১						১২			

প্রতিযোগীর নাম : .....

মোবাইল :.....

ঠিকানা :.....

.....

.....।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

শব্দজট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীগণকে সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২০শে ডিসেম্বর'২৩-এর প্রেরণ করতে হবে। সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে। শব্দজট পাঠানোর নিয়ম-

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে বিভাগীয় সম্পাদক, শব্দজট, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, রাজশাহী- এই ঠিকানা প্রেরণ করতে হবে।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ নাম্বারে হোয়াটসআপে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সতর্কীকরণ :

কোনভাবেই কাটাকাটি, ফটোকপি করে পূরণ বা কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

www.tawheederdak.com

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৪

সকলের জন্য উন্মুক্ত

(২০২৩ সালের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

পরীক্ষার তারিখ
১৬ই ফেব্রুয়ারী
সকাল ১০-টা

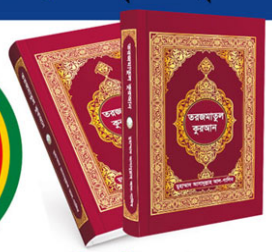

পুরস্কার

- **১ম পুরস্কার**
  ১২,০০০/- (সনদসহ)
- **২য় পুরস্কার**
  ৯,০০০/- (সনদসহ)
- **৩য় পুরস্কার**
  ৭,০০০/- (সনদসহ)
- **বিশেষ পুরস্কার (১০টি)**
  ১,০০০/- (সনদসহ)

- **পরীক্ষার ফী** ১০০ টাকা
  বিকাশ নম্বর : ০১৭৭৫-৬০৬১২৩
- **প্রশ্নপদ্ধতি**
  এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
- **প্রতিযোগিতার স্থান**
  অনলাইন : exam.hfeb.net
- **অংশগ্রহণের আবেদন লিংক**
  cutt.ly/QwQDVCsK
- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান**
  তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

নির্বাচিত বই

তরজমাতুল কুরআন

(১-১৫ পারা পর্যন্ত)

লেখক :
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য সদ্য প্রকাশিত বর্ণমালা সিরিজ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০